প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীভক্তপদাশ্রয় অভিলাষিনী

দীনা সরোজবাসিনী দাসী

প্রকাশক :—
সরোজবাসিনী সেনগুপ্তা
৪৮নং ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ কলিকতা

মূল্য ॥৵৫ আনা ৫/-

মাসপয়লা প্রেস
১১৪।১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় ও তাঁর কৃপাদত্ত ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা এক বৎসর চেষ্টার ফলে সাধুপ্রসঙ্গ গ্রন্থ ১ম খণ্ড লিখিত ও প্রকাশিত হইল। সাধুদের কথা ইহাতে আছে এবং সৎপ্রসঙ্গই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম হইল সাধুপ্রসঙ্গ।

শতদল গোলাপ গন্ধরাজের মত বেশী সৌরভ ও সৌন্দর্য্যযুক্ত সাধুদের জীবনী অনেক দেখা যায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি ছোট ছোট সাধুসাধক ও প্রবর্ত্তকদের জীবনী একত্র করিয়া প্রকাশ করা যায় তবে তারাগণ সহ চন্দ্রমার মতই শোভায়মান হয়। পৌরাণিক বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তমালটি এই এই জন্যই যশস্বী হইয়াছেন। আমারও অভিপ্রায় ছোট ছোট ও অজ্ঞাত সাধক প্রবর্ত্তকদের জীবনকাহিনী বাহির করা। ২য় খণ্ডে (পৌরাণিক ভক্তমালের মত) বরিশালের জগদীশবাবা তাঁহার গীতাব্যাখ্যা পাগল হরনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত সাধুদের সঙ্গে অনেক অজ্ঞাত অখ্যাতনামা সাধিকা সাধকের কাহিনী ও উপদেশ বাহির করার ইচ্ছা রহিল। বলা বাহুল্য যে এই সব কাহিনী আমার স্বচক্ষে দৃষ্ট স্বকর্ণে শ্রুত ও ডায়েরীতে লিখিত ছিল ও আছে।

গ্রন্থে সাধু কাহিনী বলিতে গিয়া ধর্ম্ম নৈতিক ও সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে আমার নিজ মতামতও আমি সাধু শাস্ত্রোপদেশ যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহা অনেক বলিয়াছি ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। আজকাল সকলেই এইসব সম্বন্ধে নিজ মতামত অসঙ্কোচে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কত লোকে কত কত এরূপ আদর্শও ব্যক্ত করে যাহা ভারতীয় ইতিহাস পুঁথি পুরাণ বহির্ভূত। তাই ভাল হউক মন্দ হউক আমার মতও আমি সাহস করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

—চার—

তবে এরূপ কথা বলিবার মত ধৃষ্টতা কখনো রাখিনা যে আমার মত আমি যা বুঝিয়াছি উহার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত একমাত্র সত্য ও নির্ভূল উহাই সকলে গ্রহণ করুণ। হয়তো উহার মধ্যে ২।৪টা আমারই ভুল আছে কালে সেই ভুল বুঝিতে পারিব। গ্রন্থে অনেক স্থলে শ্রীশ্রীভগবন্মহিমা ভক্তমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে তো কোন ভুল ও অসৌন্দর্য্য নাই পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। এবং নানা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দশজনের মতামতের সঙ্গে আমারও মতামত শ্রবণ করিবেন এবং নিজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাপুরুষ সদ্গুরুর আদেশমত চলিবেন ইহাই প্রার্থনা।

গ্রন্থে আর একটী অমার্জ্জনীয় কঠিন দোষ রহিয়া গিয়াছে,—এই যে গ্রন্থের ভাষা এবং কোন দোষই আমি সংশোধন করিতে পারি নাই—লিখিয়াছি ও প্রেসে ফেলিয়া দিয়াছি। কারণ এই গ্রন্থ লিখার সময় একবৎসর মধ্যে বহু বহু কঠিন ব্যাধির ঝড় আমাদের ক্ষুদ্র পরিবার ও আমার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে জীবনের অনিত্যতা দেখিয়া আরো ভীত হইয়া যেন তেন প্রকারেন কোনমতে লিখিয়া বই বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য আমি আরো ব্যস্ত হইয়াছি। ২য় খণ্ডে ঐসব দোষ সংশোধনের ইচ্ছা রহিল। দোষের মধ্যে প্রধান দোষ আমার ভাষা বিনয়নম্রতাযুক্ত হয় নাই। আমি নিজে সর্ব্বদোষের আকর ও অতি অধম হইয়াও অন্যের দোষ সমাজের দোষ কঠোরভাবে উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছি, উপদেষ্টার ন্যায় উপদেশ দিয়াছি ইহাতে আমার যথেষ্ঠ ধৃষ্টতা অহংকার ও গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মাননীয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দের ও সমাজের নিকট তজ্জন্য আমি করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। পুস্তকের ছাপা কাগজের খরচমাত্র লইয়া মুল্য নির্দ্ধারিত করা হইল।

নিবেদিকা
সরোজবাসিনী দাসী

সাধু কৈবল্যাশ্রম

এই তো ভবের পথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
কৈবল্যধামের এক পথযাত্রী সাথে
হ'য়েছিল দেখা মোর, দুদিনের তরে ;
মা ব'লে বাসিল ভাল, তাই আঁখি ঝরে
তাঁর কথা মনে হ'লে ;—গাহি এই গাঁথা
লয়ে তাঁর পবিত্র স্মৃতির দুটী কথা ।
ডায়মন হারবারেতে ছিলাম যখন
নাজির গৃহিনী মোর পড়শীনী হ'ন,
মধুর স্বভাব আর সরল প্রকৃতি
তাঁর সাথে জনমিল বন্ধুভাব অতি ।
দুপহরে সঙ্গিনীরে দেখিবার মন
চলিলাম জানিনা,—"তাঁহার আগমন,
থমকিয়া দাঁড়াইনু, সে বাড়ী প্রবেশি
বাহিরের ছোট ঘরে, কে ঐ সন্ন্যাসী ?
ভণ্ড নহে, ভক্তিতেজ মাখা কলেবর,
মনে হয় যেন আলো করিয়াছে ঘর
কৌপীন করঙ্গ বহির্ব্বাস দেখা যায়
মনে হ'লো আসিলাম, সাধন গুহায় ।
বসে আছেন ব্রহ্মধ্যানে পরম তাপস
সাক্ষাৎ দেবতা, ধ্যানে মগন মানস

গৃহময় যেন তাঁর পবিত্র প্রভাব
এনেছে গৃহীর গৃহে তপোবন ভাব
ভিতরে যাইয়া জানিলাম বিবরণ
কোথা হ'তে এসেছেন এই মহাজন
বাড়ীর মালিক হ'ন নায়েব নাজীর
ইন্দিবরবাবু নাম সজ্জন সুধীর
তার গুরুকুলে নাকি এই যে সাধক
জনমিয়া ক'রেছেন কুলকে সার্থক
সাগরে যাইতে ইন্দুবাবুর আগ্রহে
শুনিলাম এসেছেন আজ এই গৃহে ।

[২]

কাশীধাম যেতে যাঁরা রেলে চড়িবেন
রেল হইতেই তাঁরা দেখিতে পাবেন
শিব-রাজধানী কাশী ওঁকার আকৃতি
শিরোপরে বয় গঙ্গা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি
গঙ্গার অপরকূল পূর্ব্বদিক হয়
সেইদিকে হয় তাই অরুণ উদয়
প্রণবের বিন্দুবৎ বালভানু শিরে
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা ব'য়ে যান ধীরে
জননী জাহ্নবী কোলে কত অগণিত
ক্ষুদ্র মন্দির মঠ করিলা স্থাপিত
সাধুর বসতি লাগি :—দেবী পুণ্যশীলা
মারাঠার মহারাণী শ্রীমতী অহল্যা

দণ্ডকমণ্ডলু আর কৌপীন সম্বল
দেবতা সদৃশ কত সাধু বাসস্থল
দেখিতে পাইবে আজও মন্দির ভিতর
বিরাজ করিছে কত যোগী যতিবর
ভিক্ষাজীবী, ধ্যানরত প্রশান্ত আকৃতি
বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রকট মূরতি
একদিকে গঙ্গা যেন প্রশান্ত যোগিনী
যোগীরাজপতি শিবধাম সুশোভিনী
তাঁর তীরে সাধুগণ ব্রহ্মধ্যানরত
হেরিলে পরাণ মুগ্ধ হয় স্বভাবতঃ
সেই দৃশ্য দেখেছি যা,—বালিকা সময়ে
দেখিনু সে ছবিখানি বিষয়ী আলয়ে।

[৩]

ফিরিবার কালে তাঁরে করিনু প্রণাম
গোচর না হল তাঁর, ধেয়ান মগন
নীরব নিস্পন্দভাব স্থির আঁখিতারা
চাহিয়া র'য়েছে একদিকে আত্মহারা
কোন্ অজানিত ভাবে র'য়েছে মগন
দাঁড়ায়ে সে পুণ্যছবি দেখি কতক্ষণ
পরদিন যেয়ে পুনঃ করিনু প্রণাম
বোসো মা বলিয়া কৈল মধুর আহ্বান
মুখ তুলি চাহিলেন কিবা সে নয়ন
ঢুলু ঢুলু অপার্থিব ভাবেতে মগন

কাহারে দেখিয়া যেন ভাবিয়া কাহারে
ভাবতন্ময় আঁখিতে আনন্দ ঝরে
অতীব বিনয়ী আর মধু মিষ্টভাষী
কোথা হ'তে মন যেন টেনে নিয়ে আসি
দিয়ে মনোযোগ শেষে কহিলেন কথা
সুমধুর ভাবে শুধু ধর্ম্মের বারতা।

[৪]

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ উজলি আকাশ
হঠাৎ আসিয়া রাহু করে যেন গ্রাস
দুরন্ত করাল ব্যাধি কালরাহু সাজে
আসিয়া গ্রাসিল তারে দুদিনের মাঝে
কোমর চরণ জানু অচল একেবারে
শূল বিঁধিবার মত ব্যথা হাড়ে হাড়ে
নিউর‍্যাল্‌জিকপেন উদরাময় সাথে
সাথে সাথে এলো জ্বর বিষম রূপেতে
নিদ্রা বা তন্দ্রার লেশ নাই দিনে রাতে
কঠোর যাতনা তাই সমান ভাবেতে
দিবানিশি অবিরাম করিত পীড়ন
কি তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা দেখেছি তখন.
নয়ন-মেলিয়া কভু নয়ন মুদিয়া
নীরব নিস্পন্দ নিজ শয্যায় পড়িয়া
কাটাত দিনের পর দিন ও রজনী
নাই চঞ্চলতা নাই আর্ত্তনাদ ধ্বনি

শকতি থাকিতে যেন পড়িয়া ধূলায়
খাইছে কঠোর বেত্রাঘাত স্ব ইচ্ছায়
দেখিতে আইলে কেহ করি সম্ভাষণ
দিব্য সহজভাবে বলিত বচন
মধুর হাসিয়া কথা বলিত সদাই
হয়নি বিশেষ কিছু মনে হ'ত তাই ;
যখন রোগ যাতনার বিষম উপদ্রব
ওঁ ওঁ ঈশ্বর ঈশ্বর এই রব
ইহা বিনা মা বাবা মরিলাম গেলাম
আহা উহুঁ এই ধ্বনি নাহি শুনিলাম
ওঁ হরি ওঁ হরি ধ্বনি করি যেন
বীরবৎ ব্যাধিকে করিতেন আহ্বান
অথবা ব্যাধিকে জানি প্রিয়তমের রূপ
ওঁ হরি বলি প্রেমে করিতেন স্তব।

[৫]

আমি যেয়ে বসিতাম ; দেখিলে আমাকে
কত সৎকথা বলিতেন হাসি মুখে
কৌতূহল ছিল মোর করিতে শ্রবণ
হিমালয়বাসী সাধুদের বিবরণ
তিনিও তখন রোগশয্যায় শুইয়া
সুন্দর কাহিনী কত যেতেন বলিয়া
শক্তিমান সাধুগণও ঈশ্বর বিধান
প্রারব্ধ কিরূপ ভাবে করেন গ্রহণ

ইহাই বলিতে গিয়া একদিন তিনি
বলিলেন শুন এক মজার কাহিনী
একদিন হরিদ্বার নিকট পাহাড়ে
বসে আছি আমি এক মহাত্মা-কুটীরে
তাঁহার হ'য়েছে দেহে পাহাড়িয়া জ্বর
ভয়ঙ্কর কম্প হইতেছে নিরন্তর
হঠাৎ আমায় চাহি বলেন,—কৈবল্য !
কুম্ভযোগ হরিদ্বারে হইবে যে কল্য
সর্ব্বস্থান হ'তে হ'ল সাধু সমাগম
আমারও তো তথা যাওয়া কর্ত্তব্য নিয়ম
'জ্বর তুমি দয়া করি কম্বল আশ্রয়ে
দুটী দিন থাক আমি ফিরে আসি গিয়ে'
এই বলি কম্বল ফেলিয়া দাঁড়াইল
কম্বল তাঁহার মত কাঁপিতে লাগিল
কম্বলের কম্প জ্বর তামাসা দেখিয়া
তাঁর সাথে কুম্ভমেলা এলেম চলিয়া।

[৬]

পূর্ব্বাশ্রম আর সাধু হওয়া বিবরণ
আমার আগ্রহে বলেছিলেন তখন
বর্দ্ধমান পলাশন রামবাটী গ্রাম
ব্রাহ্মণের ঘরে মোর হ'য়েছে জনম
রামউদয় ভট্টাচার্য্য মোর বড় ভাই
এখনো আছেন তথা,—পিতামাতা নাই

বাল্যকাল হ'তে মোর সাধু শাস্ত্র গীতা
দেখিলে শুনিলে মন হতো উল্লসিতা
কি যে তত্ত্ব, কি যে মর্ম্ম আছে এর মাঝে
নাহি বুঝিয়াও প্রাণ উঠিত যে নেচে
সাধু দেখিলেই আমি ব্যাকুল হইয়া
বলিতাম দেওনা মা সাধু সাজাইয়া
বড় হইলেও মোর ঐভাব হেরি
বলিলেন মাতা ;—"তুমি হবেনা সংসারী
বুঝিয়াছি আমি ;—তুমি ছাড়িবে সংসার
কিন্তু বাপ কথা রাখ এবৃদ্ধা মাতার
তুমি মোর ছোট ছেলে মারিওনা মোরে
আমি মৈলে যেও তুমি কিছুকাল পরে।"
সাধু সঙ্গ সাধু হওয়া ঈশ্বর ভজন
ভাবিতেই পুলকিত হতো মোর মন
কিন্তু এ সংসার দেখি প্রতিকূলতার
সংসার ছাড়িতে হতো আগ্রহ আমার
তবু মার অনুরোধে মায়ায় আগ্রহে
সতর বৎসর তক রহিলাম গৃহে
আঠার আসিবামাত্র সতর ছাড়িয়ে
মার শেষকার্য্য করি চলিলাম ধেয়ে
কোথা সাধু, সাধুসঙ্গ ঈশ্বর ভজন
চলিলাম তাহাই করিতে অন্বেষণ
বাড়ীঘর জমীজমা বহুতর ছিল
এখনো অনেক আছে ;—ভাল না লাগিল

মুর্শিদাবাদের কাছে সাধু প্রেমানন্দ
তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়ে হইল আনন্দ
অভীষ্ট সন্ধান পেয়ে গুরু আজ্ঞামতে
বেদান্তের পাঠ আর সন্ন্যাস লইতে
কাশীধামে অসি ঘাটে অনন্ত আশ্রম
যাইয়া করিনু তার আশ্রয় গ্রহণ
তথা কিছুকাল থাকি করিয়া ভোজন
গুরুবাক্যে হিমালয়ে করিনু গমন
তথা কিছুকাল বাস ;—ভ্রমণ করিয়া
পরিব্রাজকের ধর্ম্মে বেড়াই ঘুরিয়া
ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই
কভু রেলে, কভু পায়ে কিছু ঠিক নাই
ভাবিনু এবার বুঝি যাইব সাগরে
আনিলেন প্রভু মোরে তোমাদের ঘরে ।

[৭]

জিজ্ঞাসিনু বাবা তব কোথায় আশ্রম
ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা করহ বিশ্রাম
বলিলেন সেরূপ আশ্রম কোথা নাই
যখন যেখানে থাকি আশ্রম তাহাই
ভ্রমণের কালে পথে এক এক গ্রাম
দশ বার কুড়ি দিন করি অবস্থান
দেবালয় অথবা কোন গাছের তলায়
আসন করিয়া বসি দিন কেটে যায়

হিমালয়ে যেয়ে থাকি দুই তিন মাস
সাধুদের ভজন কুটীরে করি বাস।
পুনঃ বলিলাম আমি সরল ভাবেতে
কিবা কাজ কর বাবা ঘুরিতে ঘুরিতে
পরিব্রাজকের ব্রতে কিবা গুণ রয়
একস্থানে বসিলে তো ভজন ভাল হয়।
শুনিয়া একথা হাসিলেন সুমধুর
বলিলেন ভজন এতেও সুপ্রচুর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁর লীলা ও মহিমা
কত দেখা যায় তাঁর অনন্ত করুণা
সজনে নির্জ্জনে আর লোকালয়ে বনে
তাঁর ব্যবস্থায় আর তাঁহারই পালনে
এবিশ্বের হইতেছে সৃজন পালন
শক্তি পেলে করিতাম জগত ভ্রমণ।

[৮]

পরিব্রাজকের আছে আর এক ভজন
আচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে শুনাবে বিভুগুণ
ভিক্ষা আর ব্যাখ্যা পরিব্রাজকের ধর্ম্ম
শক্তি মত করিয়া বেড়াই সেই কর্ম্ম
লোকে যাহা আনিয়া শ্রদ্ধায় করে দান
বাঁচিতে যেটুকু লাগে করি তা' গ্রহণ
আর সর্ব্বজীব হয় তাঁহারই সন্তান
শুনাই লোকেরে তাই নাম গুণগান

সাধুর প্রধান সেবা ধর্ম্মের বিস্তার
গৃহীর কর্ত্তব্য অন্য অভাব উদ্ধার
বেদান্ত উপনিষদ্ গীতা পাঠ করি
আচণ্ডাল তোমরা অমৃত অধিকারী
এই কথা বলি দেখাই শাস্ত্রের প্রমাণ
ঈশ্বরে বিশ্বাস কর প্রার্থনা প্রণাম
পাপপথ ছাড় ভাই করহ প্রার্থনা
স্বধর্ম্মের পথে চল পাইবে করুণা
প্রেমময় নিরঞ্জন পবিত্র মহান
শুদ্ধ মুক্ত কৃপানিধি সর্ব্বশক্তিমান
তাঁহাতে বিশ্বাস কর নিজেরে বিশ্বাস
তোমরা সকলে তাঁর সন্তান নিত্যদাস
বিশ্বাস করিয়া কর নাম ও প্রণাম
অবশ্য হইবে শক্তিমান ভক্তিমান

গীতা বলেন পাপযোনী চণ্ডাল দুরাচার
ঈশ্বর আশ্রয় নিতে সবার অধিকার
দেশে দেশে বহিয়া বেড়াই এই বাণী
আমি যা বিশ্বাস করি সত্য বলে জানি
আর একটুকু সেবা আছয়ে আমার
হিমালয়ে থেকে শিক্ষা হ'য়েছে উহার
পাহাড়ের সাধু আর যতেক পাহাড়ী
ডাক্তার তাদের নাই আর ডিস্পেন্সারী
পাহাড়েই কতগুলি পাতা লতা মূল
বনজ ঔষধ জন্মে শকতি বিপুল

তা দিয়া করেন তাঁরা রোগ নিবারণ;
সময়ে কঠিন রোগমুক্ত তাও হন
যতদূর পারি তাহা সংগ্রহ করিয়া
বহিয়া লইয়া আসি ঝুলিতে পুরিয়া
কোন কোনটা উহার এদেশেও পাই
তাহাও তুলিয়া লই ব'য়ে নিয়া যাই
দেশ পর্য্যটন কালে যাহাদের দেখি
অর্থ ও উপায়হীন সুকঠিন রোগী
তাহাদের দেই উহা অনেক সময়
উহা হইতেই রোগ ভোগ শেষ হয়।

[৯]

এপর্য্যন্ত পড়ি কেহ ভাবিতে পারেন
ঘর ছেড়ে তবে কেন বাহির হ'লেন
ভজনের অঙ্গ সেবা যদি তাঁর জ্ঞান
ঘরে পারিতেন বহু অন্ন বস্ত্রদান
অবস্থা তো ভাল ছিল, টাকাকড়ি দিয়া
করিতেন সেবাকার্য্য মুক্তহস্ত হৈয়া
মূলকথা এই,—"শারীরিক প্রয়োজন
একমাত্র প্রয়োজন নহেক কখন"
সেইমত সেবাদিও একরূপ নয়
টাকা দিয়া অল্পই অভাব দূর হয়
সুবুদ্ধি সুভাব দান আর জ্ঞান দান
একমাত্র দিতে পারে যারা ভক্তিমান

যাঁহার যোগ্যতা আছে যেরূপ সেবার
সেই মত সেবা করা তার অধিকার
টাকার সেবাতে যদি সব দুঃখ যে'ত
তবে বুদ্ধদেব নাহি সংসার ছাড়িত
হইয়া দেশের রাজা দয়ালুর রাজা
টাকা দিয়া কেন নাহি পালিলেন প্রজা
ভগবৎ নামানন্দানুভূতি করিয়া
বিষয়সুখেরে তৃণসমান ঠেলিয়া
যাপন করিয়া যাওয়া ত্যাগীর জীবন
সেও এক উপকার দৃষ্টান্ত পরম
শুধু তাই নয় জ্ঞান ভক্তি আছে যার
সেই পারে নাশিতে মনের অন্ধকার
বৈষয়িক অল্প সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি
তাতেই আমরা হই অভিভূত অতি

অভিভূত হইবার অর্থ হয় এই
একমাত্র সত্য ইহা,—'আর কিছু নেই'
একমাত্র আনন্দ ইহাতেই আছে
এই বুদ্ধি বিষয়েতে বাঁধিয়া রেখেছে
এ বুদ্ধিতে বিষয় নিয়া দুদিন নাচিয়া
যখন যে যার পথে যাইবে চলিয়া
সেই কালে এইকূল অথবা ওকূল
না দেখি দেখিব চোখে সরিষার ফুল
তাই বিষয়াস্বাদনে না মজি যে লোক
নিত্যানন্দ পূর্ণসত্য দেখিতে ইচ্ছুক

হইয়া বিষয় ত্যজি সাময়িক রূপে
সব শক্তি দিয়া সত্য, সত্যপথ ভাবে
নামাশ্রয় জীবে দয়া ভক্তের সেবন
অকপটে করে প্রভুর এ আজ্ঞা পালন
তখন তাতেই ত্যাগী যে আনন্দ পায়
কোন ভোগসুখে তাহা পায়নি কোথায়
যত সুখ ভোগ্য তখন কাছে আসে তার
প্রয়োজন নাই বলি করে পরিহার
ভজিতে ভজিতে ত্যাগী দেখে তার পর
স্থূল বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি অগোচর
রয়েছে অজ্ঞাত বস্তু বিরাট মহান
পূর্ণানন্দ, পূর্ণসত্য, পূর্ণশক্তি, জ্ঞান
অনুভূতি হয় তার চকিতের মত
জীবন্ত জাজ্বল্য পূর্ণানন্দ পরম তত্ত্ব
তারই আভায, ছায়া, ক্ষুদ্র অংশ,—একসাজে
বৈষয়িক বস্তু, জ্ঞান, আনন্দে, বিরাজে
তখন সে জ্ঞানী হয়,—দুই কূলই পায়
ত্যাগাশ্রম ত্যাজ্য গ্রাহ্য তাহার চলি যায়
তাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেছে যে জন
বিষয় সে ভিন্ন বস্তু সে দেখে না কখন
বিষয়াদি ব্রহ্মেরই ক্ষীণ ছায়া হয়
আসক্তি বা দ্বেষ তাই জ্ঞানীর না রয়
ছায়াতে বদ্ধতা ভাব আমাদের রয়
পূর্ণকে পাওয়াতে জ্ঞানী বদ্ধ নাহি হয়

অংশ নিয়া বদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারে না
ব্রহ্মাংশ জানিয়া তার ঘৃণাও আসে না
ব্রহ্ম স্থির সাগর সংসার ঢেউ তার
উঠাপড়া সৃষ্টিনাশ র'বেই ইহার
পালাক্রমে হইবে প্রকাশ লুক্কায়িত
জগতের যা কিছু এই নিয়মান্তর্গত
মিশিয়া র'য়েছে যেই সুস্থির সাগরে
ঢেউয়ে তার কি বিকার জন্মাইতে পারে ?

[১০]

দৃষ্টান্ত দেখিয়া ত্যাগী ভক্তের জীবন
বিষয় ছাড়াও আছে আনন্দ পরম
এই জ্ঞান লাভ করে সমাজ সংসার
এও সমাজের এক মহা উপকার
জমাজমী বাড়ী ঘর ধান গোলাবাড়ী
ক্ষেত ও খামার আর পৈত্রিক টাকাকড়ি
কৈবল্য আশ্রম সাধু সেসব ছাড়িয়া ;
কেন গেল ? কেহতো তা লয়নি কাড়িয়া
অপক্ক বুদ্ধিতে যদি আগে ছেড়ে থাকে
পরে এসে বুঝে নিতে মানা করিল, কে ?
শঙ্করাচার্য্যের হয় দশবিধগণ
গিরীপুরী ভারতী ও সাগর আশ্রম
অরণ্য পর্ব্বত বন আর সরস্বতী
নাম ধরেন শঙ্করের মতে যাঁরা যতি

আশ্রম শাখায় সাধু সন্ন্যাস লইয়া
বহুতর দেশসেবা গিয়াছে করিয়া
সংসারের গণ্ডী ছাড়ি হইয়া বাহির
পরিব্রাজকের ব্রত লইয়া সুধীর
অন্ত্যজ ব্রাহ্মণ করি সবারে আহ্বান
জীবনধারা করি গীতা ভাগবত প্রমাণ
বুঝাইয়াছিল এই ঈশ্বর ভূমিতে
সবার কর্ত্তব্য হয় তাঁহারে ভজিতে
ভজ ঈশ্বর ধন্য হও সর্ব্ব শাস্ত্র বলে
চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি হরি বলে
একাজ,—অর্থাৎ ধর্ম্মের আচার প্রচার
মানুষ সমাজে,—তাকি কম উপকার ?
ভাগবতালোক-আনন্দ, অনুভবি জন
সাধুগণ ভারত হৈতে যখন লুপ্ত হন
তখনই এদেশে জনসাধারণ ভিতর
নাস্তিক্য ভগবৎ বিমুখ ভাব দ্রুততর
ছড়াইয়া মানুষে বিষয় সর্ব্বস্ব বানাইয়া
অসংখ্য পাপ তাপ তোলে জাগাইয়া
দয়া সেবা ত্যাগ জ্ঞানের সাধন বিতরণ
জীবনের কর্ত্তব্য ইহা কে শিখায় তখন
ধর্ম্ম ঈশ্বর পরজন্ম যেবা নাহি মানে
তাহার অকরণীয় কি আছে ভুবনে ?

[১১]

নাস্তিক আস্তিক ও ভক্ত এ তিন যেমন
অনেক তফাৎ হয়, ভজনও তেমন
সবার সমান নহে ভাব আর জ্ঞান
সবার ভজন তাই হবে না সমান
যেজন নাস্তিক ঘোর তাহার ভজন
নাস্তিতে না তুষ্ট হ'য়ে প্রমাণ অন্বেষণ
ভাবুন তাহারা,—শুনি যে ঈশ্বরের কথা
সত্যই সেকথা,—নাকি কল্পনা ও মিথ্যা
প্রত্যক্ষ না পেয়ে কিছু কল্পনার দ্বারা
তুনিয়াতে চিরকাল ধর্ম্ম আছে খাড়া ?
শত শত লোক শুধু কল্পনার বলে
ত্যাগ তুঃখ বরিয়া কি ধর্ম্মপথে চলে ?
দেখা যাক এর মাঝে করি অন্বেষণ
আমি পাই কিনা কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ
যদি পাই তুঃখে শোকে যাইব বাঁচিয়া
মঙ্গলময়ের দান ইহাই ভাবিয়া
পশুদেহ ছাড়ি যেদিন হ'য়েছি মানুষ
হিতাহিত ভবিষ্যৎ আসিয়াছে হুঁশ
এসেছে অশেষ রূপ ভয় ও ভাবনা
পশুদেহে যে সকল কখনো ছিল না
তখন কি সুখে মজি কিসের শান্তিতে ?
গর্ব্বে ও আশায় আছি অনিত্য ভবেতে
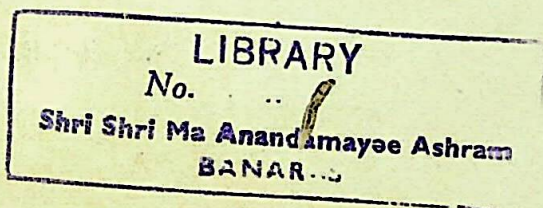
সাধু কৈবল্যাশ্রম
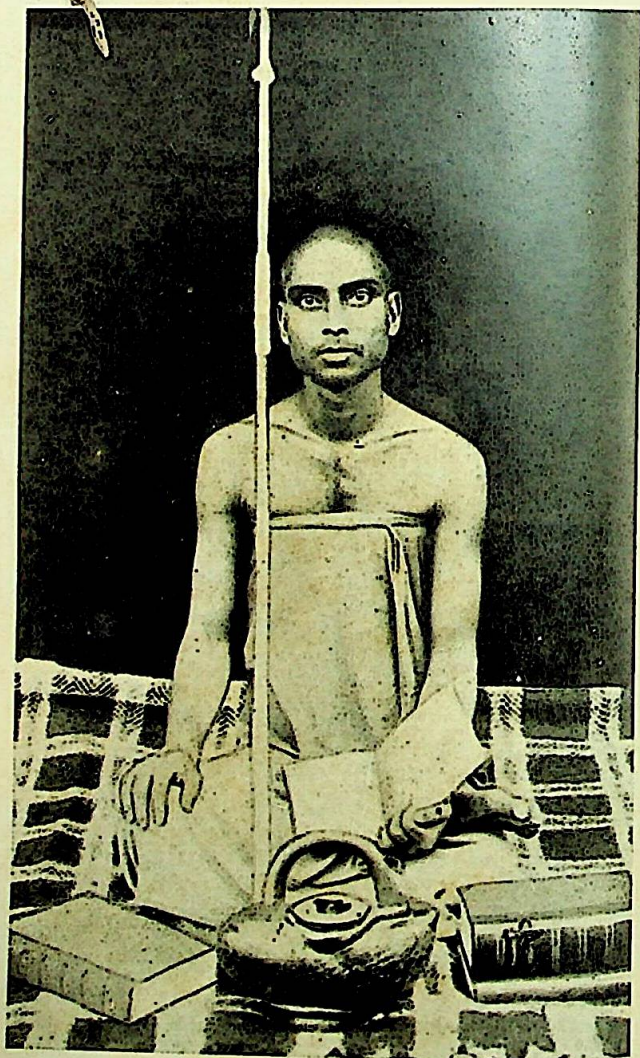
শুনেছি লোকের মুখে সে মধুর হাসি
শেষ ত'ক সে বয়ানে ছিল পরকাশি

'তব ইচ্ছা হোক সম্পাদন
চাই না হে স্বর্গমোক্ষ চাই না দুঃখমোচন'

নাস্তিক আস্তিক হই মানুষ হওয়াতে
কর্ত্তব্য এসেছে ঘাড়ে শান্তিকে খুঁজিতে
নাস্তিকেও করে যদি প্রমাণ অন্বেষণ
করে সে মনুষ্যযোগ্য কর্ত্তব্য পালন
নাস্তিকে বিভুর প্রেম নহে কিছু কম
যেই খোঁজে সেই পায় তাঁহার নিয়ম।

[১২]

ক্রমশঃ কৈবল্যাশ্রমের দেখিতে দেখিতে
ব্যাধির করালছায়া পড়িল দেহেতে
সুদীর্ঘ সুন্দর তনু—মহত উপম
তাহার লাবণ্য করি নিঃশেষে হরণ
উজ্জল শ্যামল বর্ণে ঢালি দিল মসী
কিন্তু সে প্রশান্ত ভাব সুধামাখা হাসি
অপার্থিব সে লাবণ্য জগতের নয়
কালের কি অধিকার তাহা হরি লয়?
"কত কষ্ট পাও বাবা!" কহিতেন হাসি,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক এই ভালবাসি
স্মরণে পড়িলে মাগো তাঁর প্রেমমুখ
অসহ ভাবিনা আমি নরকের দুঃখ
রোগশীর্ণ পাণ্ডুর বরণ সে বদন
তাতে হাসি ও আনন্দ মনে হোত যেন
বরষার মেঘের আঁধার করি নাশ
চাঁদের জ্যোছনা ক্ষীণ হতেছে প্রকাশ

হেরিনু দুদিন সুগভীর ধ্যানাশ্রয়ী
তৃতীয় দিনেই দেখি রোগশয্যাশায়ী
দেখামাত্র অসঙ্কোচে বালকের মত
পাখা দেখাইয়া বলে "এসো বসো মাতঃ
একটু বাতাস দাও,"—তখনি আমার
অনুভব হইল যে পবিত্রতা তাঁর
দ্বিধাহীন স্নেহে কৈনু নিকটে গমন,
সে হইতে কাছে বসি করিতে ব্যজন
হতো না সঙ্কোচ প্রাণে এই ভাব গাঁথা
যেন মোর বালক অথবা রুগ্নপিতা
সেব্য আজ মোর কাছে বালকের সম
জননীর মত হ'য়ে করিব সেবন।

[১৩]

হয়েছে কঠিন আর অজানিত ব্যাধি
চাই বহু সেবাযত্ন প্রচুর অর্থাদি
পূর্ব্ব পরিচিত আছে কত লোকজন
"তাদের সাহায্য চাও" বলিনু তখন
বাঞ্ছা নহেক মাতঃ ধরম আমার
আমার নির্ভর শুধু উপরে তাঁহার
অবস্থা তো জানে সবে আপন ইচ্ছায়
যদি খুসী হয় দিবে তাঁর প্রেরণায়।
সুদীর্ঘ সময় রোজ বসিয়াছি কাছে
শুনি নাই তার মুখে দু'মাসের মাঝে

আর সহেনা'ক এই অসহ যাতনা
দেহকষ্ট অর্থকষ্ট অভাব বর্ণনা
কি হইবে কি করিব বলেনি কখন
দিলে কিছু হাত পেতে করিত গ্রহণ।
বলিত "ভিখারী আমি সবার তনয়
পিতামাতা তোমরা সকলে বিশ্বময়"
কত হাসি কালীমাখা মলিন বয়ানে
দেখিয়া বিস্ময় আমি মানিতাম মনে
এই অবস্থার মাঝে এ রোগ যাতনা
শিরা ও হাড়ের মাঝে বিষম বেদনা
শয্যাগত হস্তপদ করিতে চালন
অক্ষম তাহাতে ওঁর নাই ধনজন
নড়িতে চড়িতে পর উপরে নির্ভর
পরমুখাপেক্ষী আর সে কেমন পর ?
নহে মাতা, ভাই, বন্ধু, কুটুম্ব স্বজন
কর্ত্তব্যবোধেতে এরা করিছে সেবন
এইখানে না সারিলে কোথা যাবে হায়
পথে কি পড়িয়া রবে ?—কি হবে উপায় ?
চিকিৎসক নাহি বোঝে রোগ কি ভীষণ
সারিবে, না কি হইবে বলিতে অক্ষম
ব্যাধির প্রকোপে তুমি মরার মতন
দিনে দিনে ক্ষীণদেহ দুরবল মন
আমরা পড়িলে বাপ হেন অবস্থায়
হাসি দূরে থাক মরিতাম নিরাশায়

শুনিয়াছি লোকমুখে সে মধুর হাসি
শেষ ত'ক সে বয়ানে ছিল পরকাশি।

[১৪]

কহিত সে মোরে "মাগো নহি নিরাশ্রয়
বাইশ বর্ষেতে আমি ত্যজি লোকালয়
রহিনু দ্বাদশ বর্ষ গঙ্গোত্রীর পথে
নিরজন হিমালয়ে আজতো গৃহেতে
মানুষ পেতাম গেলে দু'মাইল পথ
লোকমুখ দেখা যেত আহার মিলিত
আত্মহারা কতদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
পথ হারাইয়া ফেলি পাহাড়ের পথে
যে দিকেতে চাই ধূ ধূ ধবল তুষার
কোথায় কুটীর কোথা লোকালয় আর
পড়েছি বাঘের মুখে পাও পিছলিয়া
অতল গুহাতে প্রায় পড়েছিনু গিয়া
সে সময় যে রাখিল যোগাল আহার
সেই তো দেখিবে মাগো নির্ভর আমার"
নাহি মম তপোবল ক্ষুদ্রা নারী আমি
নাহি দিব্য চোখ আর নহি অন্তর্য্যামী
সাধ্য কি যে আমি সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া
কে কত উন্নত তাহা লইব মাপিয়া
শৈশব হইতে সাধু সাধক সুজন
শত শত হেরিয়াছি সাধুর লক্ষণ

বুঝিয়াছি এক এই,—যাঁহার দর্শনে
আনন্দ পবিত্র ভাব স্বতঃ আসে প্রাণে
সেই সাধু বটে, তার মাঝে কোনজন
আপন ঐশ্বর্য্য কিছু রাখে প্রকটন
দেখিলে তাঁদের,—আর তাঁদের প্রভাব
হয় যে দেবতা-বোধ আসে ভক্তিভাব
কেহ কেহ নিজ ঐশ্বর্য্য করি সংবরণ
ধরিয়া মাধুর্য্য ভাব করে বিচরণ
তাহারে দেখিলে পরে মনে বোধ হয়
বালক অথবা নারী পুরুষ তো নয়
লজ্জা ভয় আসে নাকো তাঁদের দর্শনে
আসে শুধু স্নেহ, দয়া, কোমলতা প্রাণে।

[১৫]

দেখেছি অনেক সাধু তাঁদের নিকটে
দাঁড়ালেও সততই আসে হৃদিপটে
পুরুষ বুদ্ধিতে তাঁরে মহালজ্জা ভাব
প্রণাম করিতেও আসে সঙ্কোচ স্বভাব
এ যে কত দ্বিপ্রহর বৈকাল সন্ধ্যায়
কাছে থেকে ঔষধাদি দিয়াছি তাঁহায়
নাজির গৃহিণী আমি দুপুর সন্ধ্যায়
নিকটে রয়েছি পাখা করিয়াছি গায়
আহা কি মাধুর্য্য তাঁর কিবা পবিত্রতা
চকিতের মত প্রাণে আসেনি একথা

বালকের সেবা বিনা, সেবিছি পুরুষে
একদিনও এই কথা মনে নাহি আসে
অতি অভিমানহীন ছিল যতিবর
সামান্য রমণী মোরা মোদের উপর
মাতৃভাব ছিল গর্ভজাত পুত্রের মত
অনুভব তাহা করিতাম অবিরত
প্রণাম করিত মোদের যে ভক্তি ভাবেতে
ভাষায় সে ভক্তি আমি নারিব বুঝাতে।

[১৬]

হ'ল না বিধান কিছু কমিল না ভোগ
চিকিৎসা যতেক হ'ল না সারিল রোগ
আসিল আত্মীয়গণ নিয়া যেতে চায়
"চল আমাদের কাছে নিজ গৃহালয়
তোমার তো সবই আছে,—গিয়াছ ত্যজিয়া
এখন বিপদকালে থাকহ আসিয়া"
জানাইল ধন্যবাদ অনিচ্ছা প্রকাশে
মোদের বিস্মিত দেখি কহিলেন শেষে
"কোথা মোর গৃহ? মোরে শৈশব হইতে
পথিক করেছেন প্রভু অনন্তের পথে
করেছেন প্রভু মোরে বৃক্ষতলবাসী
ছাড়িব তদ্দত্ত পথ হইয়া সন্ন্যাসী?
যা হবার হবে ভাগ্যে লঙ্ঘিয়া নিয়ম
যাইতে নারিব ফিরে সেই পূর্ব্বাশ্রম।"

[১৭]

পূর্ব্ব উপকৃত এক দয়া হ'ল তার
চিকিৎসা করাবে বলি নিতে চায় ভার
লয়ে যাবে বলিলেক নিজ গৃহে তার
বলিনু তখন,—"ভ্রাতা ভগিনী তোমার
নিতে এল অসময়ে করি সমাদর
তাদের উপেক্ষি নাহি গেলে সেই ঘর
যাও আজ কার ঘরে ঘরের সকলে
করিবে তো যত্ন তোমার,—ভক্তিমান হ'লে ।
"মাতা চ' পার্ব্বতী মোর পিতা মহেশ্বর
বান্ধব সকলি মাগো তাঁহাতে নির্ভর
স্বগৃহ এ ত্রিভুবন কোথা নিজ গৃহ
তাঁহার অধীন জীব কোরো না সন্দেহ
আমি যেন করি তাঁর উপরে নির্ভর
সর্ব্বশক্তিমান দেখিবেন তারপর
তাঁর কৃপা ছাড়া আমি হ'ব না কখন
তিনি দেখিবেন মোর কিবা প্রয়োজন
দুঃখ ঘুচাবেন,—কিংবা হরিবেন দুঃখবোধ
অথবা দুঃখেই সুখ করাবেন বোধ
অথবা নিমিষে সেই নিয়া যেতে পারে
সুখদুঃখ প্রয়োজন অপ্রয়োজনের পারে
তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাহিক ভুবনে
অদেয় কিছুই নাই অনুগতজনে

দেহবোধের পরপারে তাও পারে নিতে
ওই চাই তাঁর হ'য়ে পড়িয়া থাকিতে
নির্ভরেই হয় দুঃখ হ্রাস দুঃখ দূর
(মোরা) আপন মৎলবে দুঃখ বাড়াই প্রচুর
গৃহ বা অরণ্য হোক প্রভুই সর্ব্বত্র
সর্ব্বত্রই শুধু তাঁরই ব্যবস্থা কর্ত্তৃত্ব
তদিচ্ছায় গৃহ বন, বন হয় ঘর
পর হয় আপন, আপন হয় পর
তবে যদি বল পূর্ব্বাশ্রম সে ত' তাঁর
তাতেই বা এত কেন বিদ্বেষ তোমার
ঘরে গেলে তাহাতে কি হয় না নির্ভর ?
তাঁর রাজ্য অন্তর্গত নহে কি তব ঘর ?

[১৮]

তবে শুন মোর এই জ্ঞান ও বিশ্বাস
সদগুরু মধ্যেতে হয় বিভুর প্রকাশ
সদগুরু শ্রীভগবানে হন যোগযুক্ত
তন্মধ্যে প্রকাশেন প্রভু জীবে কর্ত্তে মুক্ত
যোগযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কাহার ভিতরে
'তাঁর শক্তি'-'তাঁর আজ্ঞা' প্রকাশিতে পারে ?
(তাই) সদগুরুতে প্রকাশিয়া পথের নির্দ্দেশ
শক্তি সঞ্চার করেন,—করেন আদেশ
সদগুরু আজ্ঞা তাই ভগবদ বাক্য
শিষ্যের পক্ষে উহা বিনা নাই গতি মোক্ষ

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরুর্পদং সাধনমূলং
গুরুর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা"—গুরুগীতা

লাগ্ ভেল্কি লাগ্ বলি বাজিকরের মত
যেই বিভু মায়াচ্ছন্ন করেছে জগত
তাঁরি হাতে একমাত্র মুক্তি চাবিকাঠি
বিভিন্ন সাধনপথ সেও তাঁরই সৃষ্টি
সাধন কাহাকে বলে? "লইয়া শরণ
যাকে যা করিতে বলেন তা করা সাধন
তাঁরই শক্তি সে সাধনে করেন নিহিত
যার উপরে যেই আজ্ঞা তাহাই বিহিত
আজ্ঞাকারী অনুগত পেয়েছে মুক্তিরে
তাঁ বিনে কি মুক্তিদাতা আছয়ে সংসারে?
অমুক সাধন ভিন্ন আসিতে পারেন না
তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ হইতে পারেনা
সকল সাধন, শক্তি, যাঁরই সৃষ্টি দান
তিনি কোনটার বাধ্য অধীন হবেন
যা যাকে করিতে বলেন তাই শাস্ত্র বেদ
যাকে যা বারণ করেন পরম নিষেধ
যা' তা' কেন না বলুন পরিপূর্ণ শক্তি
নিহিত করেন তাতে প্রদানিতে মুক্তি
উহাই কাটারী হ'য়ে মায়ার বন্ধন
কচ্ কচ্ করিয়া তা করিবে কর্ত্তন
এই বিভু আজ্ঞা সদ্‌গুরুর মুখ দিয়া
পরকাশ হয় ভবে শিষ্যের লাগিয়া
মোরে গুরু আজ্ঞা 'প্রাচীন যতি-ধর্ম্ম
প্রাণপণে পালি করো দৃষ্টান্ত স্থাপন

ইঁহা হইতেই তব জগতের সেবা
মোক্ষলাভ দুইই হবে ইহাই জানিবা’
এই আজ্ঞা মোর হয় প্রধান সাধন
সযতনে শিরে ধরি করেছি পালন
ঈশ্বরে ধেয়ায়ে দণ্ড কমণ্ডলু ল’য়ে
নগ্নপদে আর পরিব্রাজক হইয়ে
ভিক্ষায়ে জীবন ধরি ভারত ভ্রমণ
যতদিন শক্তি ছিল কাটালাম জীবন
গৃহস্থের গৃহে বাস তাও করি নাই
এখন কি পূর্ব্বাশ্রমে যাব সহজেই ?
বহুদিন আগে গুরু দেখায়ে দিয়েছে
বিপদে পাইবে সেবা নারীগণ কাছে
তাই দ্বিধা না করিয়া তব সেব্য হই
নহিলে কি মাতা আমি নারীর সেবা লই !
গুরু আজ্ঞা যতি ধর্ম্ম করিতে পালন
নারীর কোনও সেবা লইনি কখন।”

[১৯]

সেখানে গিয়াও হায় কমিলনা ভোগ
বরং আগের চেয়ে বেড়ে গেল রোগ
আসিল দু চার জন সহায়তা দাতা
ঠিক হ’লো দেখা যাক যেয়ে কলিকাতা
ভাড়াকরি কলিকাতা লওয়া হ’ল বাসা
ডাক্তারেরা আসে যায় করয়ে চিকিৎসা

'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্ত ভিক্ষান্ন মাত্রেন চ তুষ্টিমন্ত
প্রশান্ত মন্তঃকরণে চরন্ত কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত'—শঙ্করাচার্য্য

কলিকাতা বাসা করি চিকিৎসা ব্যাপার
রাজসিক ব্যয় বেশী দিন চলা ভার
আকাশ বৃত্তির মত সে রোগ শয্যায়
ভরসা দশের পরে দশের দয়ায়
নাহিক নির্দ্দিষ্ট তেমন অর্থ দিবে কেবা
নাই হেন ভার নিয়ে যে করিবে সেবা
এই কয়মাসে পূর্ব্ব পরিচিতগণ
অনেকে জানিল তাঁর রোগ বিবরণ
অর্থ ও সামর্থ্যহীন তার মাঝে যাঁরা
সহায়তা বেশী কিছু পারিলনা তারা
করিতে ক্ষমতা রাখে তারাও অনেকে
মৌখিক সহানুভূতি দেখাইল মুখে
ইহারাই একদিন শোকতাপদুঃখে
সুমধুর জ্ঞান উপদেশ তাঁর মুখে
শুনিয়া সান্ত্বনা পেয়ে পথের খবর
জানিয়া কল্যাণ লাভ করেছে বিস্তর
বেদান্ত তত্ত্বের হৃদে অনুভব লয়ে
ভিক্ষান্ন ও বৃক্ষতলে সন্তোষিত হ'য়ে
আনন্দপূর্ণিত চিত্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ
শাস্ত্রোক্ত এই যে দিব্য সাধুর জীবন
তাঁহাতেই দেখি তারা পাইয়া প্রমাণ
নাস্তি ঘুচি পেয়েছিল অস্তি বোধ জ্ঞান
কতজনে তাঁর দেওয়া ঔষধ সেবনে
রোগের যাতনা নাশে বেঁচেছিল প্রাণে

তবু হেন ভোগাশক্ত মানবচরিত্র
কৃতজ্ঞতা সেবাদানে অক্ষম সতত
সাধুর হ'লনা তাতে ক্ষোভ ও বিকার
শেষ তক সকলেরে আশীর্ব্বাদ তাঁর
মঙ্গল প্রার্থনা মুখে ছিল উচ্চারিত
সাধুর জীবকে দয়া এমনই বিচিত্র।

[২০]

সেবাজন্য অগ্রসর হ'য়েছিল যারা
একনিষ্ঠ চালাইতে পারিলনা তারা
কেহবা কয়েকদিন করিছে যতন
তারপর বাড়ী গিয়ে আসিতে অক্ষম
কেহবা ২।১ মাস করি অর্থ দান
না করে শেষেতে পত্র উত্তর প্রদান
কাহারো প্রেরিত অর্থ নিকটে পৌছেনা
পথে চুরি হয়ে যায় এমনি ঘটনা
দুইবারে কুড়ি টাকা আমি পাঠালাম
কে জানি তা লয়ে গেল লেখাইয়া নাম
দয়া আছে তবু কেহ দূরে থাকে তাঁর
কাছে গেলে পাছে ঘাড়ে পড়ে সব ভার
কেহবা নিকটে এলে হয় বিগলিত
দূরে গেলে ভুলহয় সংসার বিব্রত
নানাঅবস্থার মাঝে কাটায়ে ক'মাস
তবু কিবা দৃঢ়তার দেখাল প্রকাশ

'রোগে কিম্বা শোকে স্বর্গে কি নরকে যখন যেখানে থাকি
যেন সে চরণোপ'রে নিষ্কামভক্তি ডোরে বাঁধা রহে প্রাণ পাখী'

লিখিতাম চিঠি "বাপ কি ভীষণ কষ্ট
কতকাল পাবে আর—হয়েছে যথেষ্ট
ডাক ভগবানকে, তব শক্তি তপস্যার
প্রয়োগ করিয়া দেহ সার আপনার"
লিখিল, নরকে পড়ি ভুগি যদি ভোগ
রোগারোগ্যে যেন শক্তি না করি প্রয়োগ।

[২১]

অর্থযত্ন সেবা ঠিক এভাবে থাকিয়া
চলিবেনা বেশী দিন ইহাই দেখিয়া
বেলগেছে মেডিকেল হাসপাতাল মাঝে
লইল আশ্রয় দীন কাঙ্গালের সাজে
মেডিকেল হাসপাতাল নরকের ছবি
পাপ ও কর্ম্মের ফলভোগে যথা পাপী
বিষম রোগের ভোগ ঘোর আর্ত্তনাদ
বিকট চীৎকার যেথা রোদন বিষাদ
আশৈশব অভিলাষী সাধু জীবনের
বিষয় সম্পদ সব তেয়াগি গৃহের
কায়মনে কামিনীকাঞ্চন পরাঙ্মুখ
কম্বল সম্বল সর্ব্ববিষয় বিমুখ
বালব্রহ্মচারী আর কিশোর সন্ন্যাসী
পরিব্রাজকের ব্রতী হিমালয়বাসী
ভগবৎ চিন্তা রত ;—লোকেরই কারণ
বছরেতে আট মাস করিয়া ভ্রমণ

শারীরিক মানসিক চিকিৎসা করিয়া
নানামতে জীবসেবা করিত ঘুরিয়া
ভাস্করানন্দের গুরু গঙ্গাতীরবাসী
কাশীতে আচার্য্য শ্রীল অনন্ত সন্ন্যাসী
বিখ্যাত সে যতি ;—তাঁর শিষ্য প্রিয়তম
ভাস্করানন্দের ভ্রাতা কৈবল্য আশ্রম
সাক্ষাৎ নরকবৎ সেই হাসপাতালে
মহাপাপী জীবও যথা ভোগে দলে দলে
তাহাদেরই মাঝে শুয়ে,—তাহাদেরই সাথে
ভুগিল প্রারব্ধ ভোগ অটল ভাবেতে।

[২২]

পাঠালাম ছেলে সেতো দেখিয়াছে তাঁরে
বলে, মাগো কি ভীষণ ! চিনিব কাহারে ?
খুঁজিলাম সারা হল্ কাছে দিয়া তাঁর
গেলাম ও দেখিলাম কত কত বার
অবশেষে নার্স ডেকে নাম ও নম্বর
বলিতে লইয়া গেল তাঁহার গোচর
কি যে সে কঙ্কালমূর্ত্তি যায় নাকো দেখা
বিছানাতে ভরা শত শত ছারপোকা
কামড়ায় সদা তবু দুহাত নাড়িয়া
চুলকাতে ক্ষমতা নাই র'য়েছে পড়িয়া
সারেনি অসুখ আর ডাক্তারেরগণ
কতদিনে কি সারিবে বলিতে অক্ষম

বলিলেন, মার কাছে বলিও সকল
হ'য়েছি মুমূর্ষু তাই মনও বিকল
হয়ে,—দুইদিন জ্ঞান ডুবি আঁধারেতে
সহেনা যাতনা ভাব প্রকাশিল হৃদে
আশীর্ব্বাদ যেন মাতা করেন সদাই
ঈশ্বরে নির্ভর আমি কভু না হারাই
দুই মাস পরে শেষে কহিল ডাক্তার
প্রয়োজন নাই আর এখানে থাকার
লয়ে যাও এঁকে কেহ আপনার ঘরে
তথা গিয়া বেশীদিন ঔষধ খেলে পরে
হ'য়েছে একটু ভাল আরও ভাল হবে
লাঠি নিয়া কিছু কিছু হাঁটিতে পারিবে
ভাই পুনঃ এলো নিতে কি ভাবিয়া মনে
গেল গৃহে জন্মভূমি পবিত্র কারণে
কয়েক দিনের পর সবারে ডাকিয়া
বলিয়া কহিয়া কালী মন্দিরেতে গিয়া
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে বসি সমাধি যোগেতে
দেহ খাঁচা ভেঙ্গে গেল অনন্তের পথে
বসিয়া আসনোপরি করিয়া ধেয়ান
যোগীজনোচিত ভাবে করিল প্রয়াণ।

[২৩]

নাজিরের ঘরে সাধু যতদিন ছিল
সেবা আদি একরূপ তারা চালাইল

যদিও তাদের অর্থ অনটন ছিল
ডাক্তারী ও কবিরাজী দুইই করিল
দুটী মাস ইন্দুবাবু তাঁহার ছেলেরা
পিতাপুত্রে সাধুসেবা ক'রেছিল তাঁরা
কথনো প্রস্রাব যান কভু শৌচে যান
ছেলেরাই করাইত ;—করাইত স্নান
গৃহস্থা দম্পতি দুটী পরম সুজন
সাধু-সেবা করি কৈল গৃহীর ধরম
সে বাটী ছাড়িয়া রামবাটী যাওয়া ত'ক
মাঝে মাঝে তাঁর কাছে পাঠাতাম লোক-
তিনিও দিতেন পত্র এইরূপে আমি
তাঁহার খবর সব বিস্তারিত জানি
প্রতি পত্রে সুকঠিন ব্যারামের কথা
তাঁর সঙ্গে ভগবানে ভক্তি নির্ভরতা
কি সুন্দর চিঠিগুলি যত্ন করি আমি
রাখিয়া দিয়াছি সব মূল্যবান মানি
রামবাটী গেলে পরে না পাইয়া চিঠি
কি হইল ভেবে আমি ব্যস্ত হ'য়ে উঠি
হেন কালে তাঁর ভাই গ্রামবাসীগণ
ইন্দুবাবু কাছে দিল মৃত্যু বিবরণ
ভবানন্দ ব্রহ্মচারী সে সময়টা'তে
রামবাটী গিয়াছিল পারিনু জানিতে
তাঁর কাছে চিঠি দিয়া বিস্তারিত জেনে
সেই চিঠিখানাও আমি রেখেছি যতনে

লিখিল যে সাধু আমি নিকটে থাকিয়া
সুন্দর মরণ তাঁর দেখেছি বসিয়া
দুই তিন দিন আগে বলিলেন মোরে
সত্বর যাইতে হবে এই দেহ ছেড়ে
বিস্মিত হইল যত গ্রামবাসিগণ
দেখে তাঁরে ;—আর তাঁর সুন্দর মরণ
মরণের পরে তারা চতুর্দ্দশী দিনে
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত মনে
শুনেছি এখনো তাঁরা ভক্তি করে তাঁকে
ফল পায় ;—বিপদে পড়িয়া যদি ডাকে।

[২৪]

ভাবিতে পারেন কেহ;—মরণ সময়
সমাধিতে দেহ ছাড়া সোজা কথা নয়
কিন্তু এককথা সবে রাখিবেন মনে
তাঁর অদেয় কিছুই নাই অনুগত জনে
সকল শকতি আর সকল যোগ্যতা
মুহূর্ত্তে পারেন দিতে সে পরমপিতা
অর্জ্জুন কি তপ করি হইলা প্রস্তুত
দেখিতে প্রভুর বিশ্বমুরতী অদ্ভুত
গোবিন্দানুগত সদা পাণ্ডবেরা ছিল
দিব্যদৃষ্টি অকস্মাৎ তাই সে পাইল
রোগের শয্যায় পড়ি পরম যাতনা
সাধুর হইতেছিল পরম সাধনা

তব ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক এভাব যেমন
আঁকড়ি থাকিতে সাধু কৈলা প্রাণপণ
গুরুআজ্ঞা অনুগতি মুক্তির কারণ
ইহা ভাবি সাধু যেমন কৈলা প্রাণপণ
প্রভুও তেমনি তারে পরীক্ষার পরে
অন্তকালে নিজে কোলে করি নিলা পারে
কেহ কহিবেন, হোক্ সমাধি মরণ
আগেতো নরক ভোগ হইল বিষম
এমন নরক ভোগ পাপী সাধারণ
ভোগ করে কদাচিৎ কখন কখন
হইয়া শরণাগত ভজে যেই লোক
তাহার কি প্রতিফল নরকের ভোগ ?
আজীবন ভরি জীবসেবা সাধনার
কেন এই দুঃখভোগ হ'লো পুরস্কার ?

[২৫]

উত্তরেতে শ্রীভাগবত ভক্তমাল হ'তে
একটী দৃষ্টান্ত মাত্র চাই দেখাইতে
বলি মহারাজার বিরাট যজ্ঞসভা
লক্ষ মুনিঋষিগণে করিয়াছে শোভা
হোম, যজ্ঞ, স্তব, পূজা, আরাধনা, দান
শতকণ্ঠে বেদধ্বনি হরিনাম গান
কোটী কোটী ব্রাহ্মণ ও দর্শক ভিখারী
বিদায় করেন রাজা পরিতোষ করি

'অর্থশালীগণের নিম্ন সাধারণের হিতার্থে ধর্ম্ম উৎসব পর্ব্বাদি করা উচিত, যাহাতে তাহারা যজ্ঞস্থলে আসিয়া সাধুসজ্জনসঙ্গ দ্বারা কিছু জ্ঞান ও দান লইয়া যাইতে পারে।'

যার যাহা আছে কিছু ঐহিক অভাব
চাওয়ামাত্র হইতেছে প্রতিকার লাভ
দাও দাও খাও খাও লও লও রব
বহুদূর ব্যাপী হয় মহাকলরব
সকলেই আসি সেই মহাপূজা স্থলে
কিছু দান কিছু জ্ঞান পেয়ে ঘরে চলে
হেনকালে কিবা এক অদ্ভুত দেখিয়া
সব কলরব গেল হঠাৎ থামিয়া
যে যাহা বলিতেছিল রয়ে গেল মুখে
অবাক্ রহিল চাহি ;—দেখিয়া কাহাকে
মুনিঋষিগণ প্রাতঃস্নান সমাপনে
আসনে বসিয়াছেন পূজার কারণে
তাঁদের হাতের কাজ রহিল পড়িয়া
নারায়ণ ধ্যান তাঁরা গেলেন ভুলিয়া
সবাই দেখেন এক বালক বামন
তেজ ও রূপেতে যেন তরুণ তপন
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে উপবীত গলে
ধীরপদে আসিছেন যজ্ঞসভাস্থলে
বিস্মিত মোহিত হ'য়ে যত ঋষিমুনি
বলিতে লাগিল চুপে,—কে ইনি কে ইনি
আমরা দেখেছি কত মুনিসুরনর
এমনতো দেখি নাই পরম সুন্দর
বলিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে
পাদ্যঅর্ঘ্য আসন দিলেন মনসুখে

শ্রীচরণ ধোয়াইয়া লইলেন শিরে
অনন্ত কর্ম্মবন্ধন গেল তাঁর দূরে
চরণে পড়িয়া ক'ন রাজা আর রাণী
হে ব্রহ্মণ্যদেব প্রভো কে হন আপনি ?
অধমের আয়োজন সার্থক করিতে
আসিলেন যদি প্রভো ! তবে হবে দিতে
এ অধমে তব এক সেবা অধিকার
যাহা চান তাই দিব সর্ব্বস্ব আমার।

[২৬]

কহেন বামনদেব ধন্য মহারাজ
তব উপযুক্ত এই কথা,—এই কাজ
প্রহ্লাদ যাহার দাদা পিতা বিরোচন
তার এই ভক্তি দান না হইবে কেন ?
হরিভক্ত তুমি রাজা পুরুষানুক্রমে
তব পিতা নিজ পরমায়ু দিলা দানে
কিন্তু নরবর আমি ব্রাহ্মণ যখন
পার্থিব ধনেতে মোর কিবা প্রয়োজন
তিনপদ পরিমিত ভূমি যদি পাই
তথায় বসিয়া ধ্যান করিবারে চাই
বলির দক্ষিণ দিকে রয়েছেন বসি
দৈত্যগুরু হিতকারী শুক্রাচার্য্য ঋষি
তিনিও মোহিত হ'য়ে নির্ব্বাক হইয়ে
বামনদেবের দিকে আছিলেন চেয়ে

এতক্ষণ পরে তাঁর চমক ভাঙ্গিল
ত্বরিতে আসিয়া ঋষি করেতে ধরিল
কি কর কি কর রাজা পাগল হয়েছ ?
মোর বিষ্ণুমায়া তুমি বুঝিতে নারিছ ?
একটীও আর বাক্যব্যয় নাহি কর
বিচার করহ নিজে আবেগ সংবর
তেজে আর রূপে দেখ জ্বলন্ত পাবক
ইহারে কি ভাবিয়াছ ব্রাহ্মণ বালক
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি ওহে নরবর
নারায়ণ এই,—নহে তার অনুচর
মহা দুঃখ দিতে তোমায়,—করিতে সর্ব্বনাশ
করিতেছে প্রতারণা আর পরিহাস
যে প্রকার দানকরা শকতি অতীত
সেই দান মানুষের নহেক উচিত
বল তুমি,—"আপনি বিরাট নারায়ণ
আপনাকে দিতে দান পারে কোন্‌জন"
আমি শুধু করি তব পদে নমস্কার
আর কিছু শক্তি প্রভো নাহিক আমার।

[২৭]

গুরুমুখে ইহা শুনি বলি নরবর
হইলেন আনন্দ পূর্ণিত কলেবর
গদ গদ কণ্ঠ আর সজল নয়ন
"হে গুরু ! ইনি কি জগদীষ্ট নারায়ণ ?

কত যতি যোগীবর জনম জনম
ধেয়ায় কি গুরুদেব ইঁহার চরণ ?
ভজন সাধন হীন আমি কোন ছার
পরাণ নিছিয়া দিব চরণে ইঁহার
হরিকে করিয়া দান হোক সর্ব্বনাশ
ইহাতে নাহিক মোর ভয় ও হতাশ
দয়াশীল সুজন মহতের গণ
দিতে দিতে পথের ভিখারী তাঁরা হন
সামান্য লোকেরে তাঁরা দেন মনসুখে
আমি কেন সরবস্ব দিবনা হরিকে ?
তাহা ছাড়া নিজ মুখে সত্য বদ্ধ আগে
যাহা চাও তাহা দিব বলেছি ইঁহাকে
হে গুরু তোমায় কাছে পেয়েছি সুশিক্ষা
সত্য লাগি প্রাণকেও করিবে উপেক্ষা
কেমনে সে সত্য আজ করিব লঙ্ঘন
তব দাস বলি তাহা করিতে অক্ষম ।”
গুরুদেব বলিলেন, ‘বেশ ভাল কথা
হ’য়ে যদি থাকে তব এতই যোগ্যতা
মনসুখে দান কর,—আমি না রহিব
অচিরাৎ রাজ্য লক্ষ্মী সব যাবে তব
গুরুবাক্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া
বলি মহারাজা রহিলেন দাঁড়াইয়া
বামদিকে দাঁড়াইয়া বলির গৃহীনী
পট্ট বস্ত্র পরিহিতা দেবী তপস্বিনী

বৎসরেক কাল ধরি স্বামীর সহিতে
যজ্ঞেতে দীক্ষিতা হ'য়ে সমান ভাবেতে
করিছেন জপতপ পূজা দান ধ্যান
সংযম হবিষ্য, ব্রহ্মচর্য্য, প্রাতঃস্নান
কঠোর তপস্যাক্লিষ্ট বদন কমল
ভক্তির লাবণ্যে মাখা পরম উজ্জল
পূর্ব্বকালে যত যত ভারত ললনা
সুযোগ পাইত এরূপ করিতে সাধনা
তাই তাঁহাদের নাম সহধরমিনী
এখন ভারত নারী সহবিলাসিনী।

[২৮]

নামে রুচি, দান, দয়া, দেশের উপকার,
বহুর কলাণ ইচ্ছা হৃদয়ের প্রসার
ঈশ্বরীয় চর্চ্চা, জ্ঞান চর্চ্চা, আলোচন
নরনারী দুয়েরই দোষে গিয়াছে বিসর্জ্জন
নারীর ধর্ম্ম ত্যাগের জন্য দোষী নারীরাই
পুরুষেরাও এজন্য কম নয় দায়ী
তাঁহারা বলেন 'হবো আমরা যেমন
তোমাদেরও হ'তে হবে ঠিক সেরকম'
স্বামী মালিক,—যাহা চান স্ত্রী তাই হবে
সদসৎ কোন তার ব্যক্তিত্ব নাহি র'বে
কেহ বলেন, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখাই
পতি অনুগামী ছাড়া নারীর পথ নাই

পূর্ব্বকালে এ ভারতে এ ধর্ম্মই ছিল
নারীগণ সবে পতি অনুগামী হ'ল
প্রশ্ন এই, তা'হলে কি সেকালের নারী
জ্ঞানহীন ভাবহীন ছিল রেলগাড়ী ?
ছিল নাকি তাহাদের কোন ভাব আশা
ঐহিক নৈতিক ধর্ম্মের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আশা
সদসৎ সর্ব্বভাব আশা আকাঙ্ক্ষাহীন
জড় রেলগাড়ীর যেমন পতি হন ইঞ্জিন
জড় রেলগাড়ী যেমন ইঞ্জিন সহগামী
এরূপ সহগামী কি ভারত রমণী ?
ছিলেন পুরুষগণ স্বধর্ম্ম আশ্রয়ে
সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহাদের সহগামী হ'য়ে
পুরিত সকল আশা রমণীগণের
দৃষ্টান্ত তাই কম, স্বাধীন ধর্ম্মাচরণের
যুগলে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ ব্যবস্থা
"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অত্যুত্তম কথা
স্বামী স্ত্রী যুগলে হবেন স্বধর্ম্মে দীক্ষিত
এইতো সুগম সুখের পথ ও উচিত
অপরকে সাথে ল'য়ে পথ চলিবারে
ইচ্ছা নাই সেইজন্য চেষ্টা নাহি করে
তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু দিবে না পূর্ণফল
এ সঙ্গীত্বে একের কিছু ক্ষতি সেও ভাল
চেষ্টাতেও স্বামী যদি কিছু না করিবে
তবে কি সেখানে নারী বসিয়া থাকিবে ?

[২৯]

আছেন অনেক নারী যাঁরা ধর্ম্মপ্রাণা,
তৎসাধনে পান স্বামীর বাধা ও যন্ত্রণা
সাথী না হইলে যদি,—পথ রুধিও না
সাহায্য না কর কর বাধাটী দিও না
এর নাম হয় কোন দেশী বিবেচনা
নিজেও করে না, অন্যে করিতে দিবে না
পতি যদি না হন স্বধর্ম্ম কর্ত্তব্যপরায়ণ
কার কাছে ব্যক্তিত্ব নারী দিবে বিসর্জ্জন
চলি তামসিক বুদ্ধির আদেশ অনুসারে
ডুবিবে কি নারী অবনতি অন্ধকারে
সত্য যে ইঁহারা শুভাকাঙ্ক্ষী তাহা নয়
নিজেদের প্রভুত্ব প্রাধান্য শুধু চায়
বিনা অনুমতিতে স্বাধীন আচরণ
নিজ মতে চলিতে চাও মম ইচ্ছা ভিন্ন ?
স্বতন্ত্র অভিলাষ স্ত্রীলোকের আবার ?
স্ত্রীজাতির স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন বিচার
পতির সুবিধা সেবা ইচ্ছামতামত
ইহা ছাড়া নারীর পার্থক্য কি নিমিত্ত ?
এই ভাব তাঁদের তাঁরা নিজের কর্ত্তৃত্ব
খাট কৈল স্ত্রী ভাবিয়া রাগিয়া উন্মত্ত
তোর স্বাতন্ত্র্য রহিবে না আমার ইচ্ছা ভিন্ন
ইহা ছাড়া স্ত্রীর কার্য্য উত্তম কি অধম

এ বিচারে তাঁরা শাস্তি দিতে নাহি চান
আমি খাট হবো ভাবি ক্রোধে হতজ্ঞান
এতদূর হইয়া অজ্ঞান অপ্রেমিক
যোগ্যতা আছে কি কারু হইতে মালিক ?
ধর্ম্মভাবহীন,—প্রভুত্বপ্রিয় অধিপতি
এত অধীনতা যথা এত ভয় ভীতি
আচরণ দূরে থাক সচ্চিন্তা পর্য্যন্ত
প্রকাশ না হয় তথা ভয়ে লুক্কায়িত
স্বচক্ষে দেখেছি এসব,—এই সবলোকে
নিজেও চলে না আর দেয় নাকো স্ত্রীকে।

[৩০]

আর একদল আসেন ধর্ম্মের পোষাকে
বলেন স্বাতন্ত্র্যে নারীর ধর্ম্ম নাহি থাকে
স্বামী পত্নীর পূজনীয় হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভু
পরমগুরু দেবতা সাক্ষাত সেই বিভু
স্বামী ধর্ম্ম আচরিলে স্ত্রীর তাই কর্ম্ম
স্বামী সাধু হ'লে স্ত্রীর সন্ন্যাসই ধর্ম্ম
স্বামী যদি উল্টা হন কি করিবে আর
তাঁহাকে সন্তোষ ভিন্ন ধর্ম্ম নাই তোমার
স্বামী নিষেধিলে কিছু করাতো চলে না
স্ত্রীরতো ঈশ্বর আর নাই স্বামী বিনা
কথা এই বিশ্বের একটী তৃণতক
ঈশ্বরের জিনিষ তিনি প্রকৃত মালিক

মানুষ ঈশ্বর নয় ঈশ্বরই পতিরূপে
বিরাজ করেন সত্য নারীর সমীপে
পতিতে হরির পূজা ধ্যান খুব মানি
কিন্তু প্রভু আপনাতে মোহাবরণ টানি
দিয়া যথা ধরেছেন অনীশ্বর বেশ
দিতেছেন অবিদ্যা পূর্ণিত উপদেশ
সেখানে কি করা যায় মতি হয় ভ্রান্ত
এইখানে এই সুমীমাংসা সুসিদ্ধান্ত
ভজনীয় ঈশ্বর,—"মানুষতো নয় ?"
তাই ঈশ্বরাজ্ঞা পাল্য,—অবিদ্যাবাক্য নয়
ঈশ্বর আশ্রয়ের ফল জ্ঞানের বিকাশ
সে চেষ্টাই করেন যাঁরা হ'তে চান দাস
পতিতে ঈশ্বর বুদ্ধিযুক্ত ভক্তগণ
ধর্ম্ম পথে না চলিয়া থাকিতে অক্ষম
স্বামী হবেন কৃপণ সংকীর্ণ অনুদার
দান দয়া সেবাহীন বিষয়ভোগসার
ধর্ম্মচর্চ্চা আপনি কিছুই না করিবে
স্ত্রী কৈলে ও তাঁর ভাল না লাগিবে
যাঁরা পতিতে দেবতাদর্শন চাহেন
পতি বিগ্রহে পূজক সাধক বটেন
তাঁদেরও উদার ভাব জ্ঞানের সাধনা
করিতে হইবে,—'যা, তা করিলে চলে না
ঈশ্বরের আজ্ঞা!—যদি মম পথ ধর
তবে তুমি জ্ঞান প্রেমে ক্রমোন্নতি কর

অনিশ্বর বাণী যদি পতি আদেশ করে
ধর্ম্ম ছাড় ঝাঁপ দাও ভোগের সাগরে
অবিদ্যা প্রসূত বাক্য কি করিয়া শুনি
জীবের উচিত শোনা ঈশ্বরীয় বাণী।

[৩১]

ধর্ম্মসাধনার বলে বলিরাজরাণী
ভক্তিমতী ; স্বামীর সহায় ও সঙ্গিনী
রাণী বলে, প্রভু কেন বিচলিত চিত্ত
আপনি যা বুঝেছেন তাই মহাসত্য
হইয়াছি আমি নাথ পরম ব্যাকুল
পূজিতে ঐ শিবারাধ্য চরণ রাতুল
এসো গঙ্গাজল ল'য়ে দানমন্ত্র পড়ি
আপনা সহিতে সরবস্ব দান করি ;
এতবলি মহারাণী আনন্দে ভাসিয়া
আসিলেন গঙ্গাজল কলস লইয়া
সহধর্ম্মীনীর বাক্যে মনমরা ভাব
ঘুচিয়া রাজার উপজিল পূর্ব্বভাব
পুলকে আকুল হ'য়ে লয়ে গঙ্গাজল
রাজা রাণী দানমন্ত্র পড়িতে লাগিল
দেবতা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর সপ্তঋষি
ব্রহ্মার সহিতে যত ব্রহ্মলোক বাসী
সেইকালে তথায় করিল আগমন
দেখিতে রাজার হরিচরণ পূজন

সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল
বিপদ জেনেও বলি চরণ পুজিল।

[৩২]

দেখিতে দেখিতে সেই ব্রাহ্মণ বালক
হইলেন ত্রিভুবন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক
দোঁহাকারে কৃপাকরি সেরূপ দেখাল
আত্মহারা রাজারাণী ভূমেতে লুটিল
দুইটী চরণে প্রভু জুড়িয়া ভুবন
ডাক দিয়া কন "বলে ! অপর চরণ
কোথায় ফেলিব ? তাহা দেখাইয়া দাও
সত্য ভঙ্গ কৈলে এবে নরকেতে যাও
হরির আদেশ পেয়ে গরুড় আসিয়া
বরুণপাশে বলিরে ফেলিল বাঁধিয়া
বলির দুর্গতি দেখি সুরনরগণ
হইলেন সকলেই বিষাদিত মন
তারপর সকলের প্রতিনিধিরূপে
ব্রহ্মা আসিলেন হরিচরণ সমীপে
করযোড়ে বলিলেন, জগত জীবন !
খেলাছলে বিভু তুমি জগত সৃজন
করিয়াছ, পালিতেছ, করিছ সংহার
মহামোহে ভাবে জীব আমিও আমার
ওহে সর্ব্বভূতনাথ !—এক নিবেদন
জল বিন্দু দিয়ামাত্র পুজি যে চরণ

পায় লোকে সুদিব্য পরম শুভগতি
তাঁহাকে সকল দিয়া এহেন দুর্গতি
পাইবে কি বলি ?—করি আত্মসমর্পণ
সর্ব্বনাশ বন্ধন ও নরক গমন ?
বলির নিগ্রহ দেখি জগত ব্যথিত
ইহাকে মোচন করা তোমার উচিত।

[৩৩]

সকলের ভাব দেখি মধুর হাসিয়া
বলে হরি সকলের অজ্ঞান নাশিয়া
প্রজাপতে! তোমরা কাহাকে দুঃখ কহ
কাকে অনুগ্রহ ভাব কাকে বা নিগ্রহ
দুঃখে ও নিগ্রহে যেই দুঃখ ও নিগ্রহ
নাহি বুঝে, শিরে লয় করিয়া আগ্রহ
দুঃখ ও নিগ্রহে যার দুঃখ বোধ নাই
সে কেমনে নিগৃহীত বল মোরে তাই ?

রাজ্যধন সিংহাসন অতুল বৈভব
চেয়ে দেখ বলিরাজা হারায়েছে সব
জ্ঞাতি বন্ধুগণ আর শ্রীগুরু ইঁহায়
হ'য়েছে বিরূপ,—তাদের কথা না শুনায়
দারুণ পাশবন্ধন যাতনা লইয়া
পশুবৎ ভূমিতলে রয়েছে পড়িয়া
চলিয়াছে নরকেতে আমার আজ্ঞাতে
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক বলিতে বলিতে

সুখ দুঃখানুভূতির রহি পরপারে
ভাসিতেছে দেখ বলি আনন্দ-সাগরে
অবস্থা বিপর্য্যয়ের নাম দুঃখ নয়
দুঃখে দুঃখ অনুভূতি যদি নাহি র'য়
আমার মায়ায় রাজ্য করি অতিক্রম
অতি উচ্চভাবে বলি র'য়েছে এখন
বাহিরে দেখায়ে আমি শক্রতা চরম
ভিতরে ইহাকে করিয়াছি আলিঙ্গন
মোর দিব্যভাবে পূর্ণ রহিলে হৃদয়
সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি হয়
সুখের আরাম আর দুঃখের ব্যথারে
ঈশ্বরানন্দেতে যদি ডুবাইতে নারে
তবেতো ঐহিক যত সুখ দুঃখ ব'ল
তাহারাই আমা হ'তে বড় হ'য়ে গেল
ভাঙ্গিল সবার ভ্রম প্রভুর বচনে
লুটায়ে পড়িল সবে রাতুল চরণে।

[৩৪]

তার পরে করি বলি বন্ধন মোচন
করিলেন প্রভু তারে সুতলে প্রেরণ
বলিলেন "বলি তুমি সুতলেতে যাও
ভুবনাধিপতিপদ ইন্দ্রে ছাড়ি দাও
সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি দারিদ্র্য ও ধন
চক্রবৎ আসে যায় আমার নিয়ম

শুন বলিরাজ ! তুমি সুতলেতে থেকে
সততই দেখিবারে পাইবে আমাকে
গদাহাতে র'ব তব দ্বার পাহারায়
বৈকুণ্ঠ হ'তেও শান্তি পাইবে তথায় ।"
আগেতেও বলিরাজা রাজ্যলোভ করি
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পদ নেয়নিকো কাড়ি
কেবল ইন্দ্রের অকারণ শত্রুতায়
ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজ্যভ্রষ্ট ক'রেছিল তায়
এখন পরমপদ পাইয়া আনন্দে
তৃণ গণি ইন্দ্রপদ ছাড়ি দিল ইন্দ্রে
রাজার অসংখ্য জ্ঞাতি বান্ধব কিঙ্কর
দর্পকারী অত্যাচারী আছিল বিস্তর
পশুস্বার্থপর আর নাস্তিক রূপেতে
অনার্য্য ও দৈত্য নাম তাদের জগতে
যদিও প্রহ্লাদ, বলি,—সেইতো কুলের
নিজ শক্তি গুণে বাধ্য করি জ্ঞাতিদের
করিতেন ভক্তিপূজা দান জপ যাগ
আসিতেন জ্ঞানী মুনি ঋষি মহাভাগ
সতত ব্রাহ্মণগণ আসিতেন দৈত্য-পুরী
অনার্য্য বলিয়া ঘৃণা বিদ্বেষ না করি
ভাগবত ক'ন ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে
দৈত্যকুল সহ বলি ছিল নিরাপদে
অসুরভাবেরা যবে হইয়া নরম
ছেড়ে দেয় সজ্জনের হিংসা ও পীড়ন

জীবে অত্যাচার, পর পীড়া দেয় ছেড়ে
কাহারও ধর্ম্মেকর্ম্মে বাধা নাহি করে
তখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষমিয়া তাহার
সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ দেয় যাতে আস্তিক্য পায়
অনার্য্য অধীন হ'য়ে ছাড়ি ধর্ম্মপথ
কখনো চলেন নাই বলি ও প্রহ্লাদ
তাঁদের সংসর্গে আর অধীনে থাকিয়া
আর্য্যসঙ্গ, আর্য্যকর্ম্ম, পাইয়া দেখিয়া
দৈত্যগণের পশু ভাব আগেই ক'মেছিল
হরিকৃপা মনুষ্যত্বে উন্নীত করিল।

[৩৫]

সেই দৈত্যগণে হরি দিলেন এই বর
আস্তিক সজ্জন হবে বলিঅনুচর
জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য বলি অনুগত যেই
রক্ষক ও ত্রাতারূপে মোরে পাবে সেই
অনার্য্যের এইরূপ উন্নতি করিয়া
কহেন শ্রীহরি,—কেহ উচ্চ জন্ম পাইয়া
অথবা সৎকর্ম্ম দান পুণ্যাদি করিয়া
অথবা বিদ্যা ও ধন ঐশ্বর্য্য পাইয়া
গর্ব্বিত হইয়া কারু ঘৃণা করিও না
নীচেরও কল্যান সাধনে হেলা করিও না
গর্ব্ব, ঘৃণা, অজ্ঞানতা সকল মঙ্গল
নাশ করে মঙ্গলেরে দেয় রসাতল

তাই আমাদের সাধু কৈবল্য আশ্রম
বাহিরে হইল তার দুখের চরম
হইলেও হরি তাঁকে করেননি ত্যাগ
আনন্দ হারাননাই সেই মহাভাগ
অতএব দুঃখী দুর্দ্দশাপন্ন তাঁকে
ভগবান নিদয় তাঁতে বলিতে পারে কে
বরং ইঁহাদের দুঃখে ফেলিয়া একান্ত
ভগবান জগতে করেন প্রমাণিত
প্রাকৃতিক রাজ্যের যা সুখদুঃখ হয়
ভক্তিবলে সে সকল করা যায় জয়
আজও মনে পড়ে তাঁর সে গুণ উদার
সবার হউক হিত ভাব ছিল তাঁর
কত সার্ব্বজনীনতা এবে শুনা যায়
বহুদিন আগে উহা দেখেছি তাঁহায়
আচণ্ডালে রোগকালে ঔষধাদি দিয়া
আচণ্ডালে ধর্ম্মনীতি পথ দেখাইয়া
উচ্চনীচ জাতি অবিচারেতে করুণা
প্রভু কাছে সকলের উন্নতি কামনা
দুষ্ট দমন হউক করি শুভমতি লাভ
শিষ্টেরা পাউক উচ্চগতি উচ্চভাব
এজন্য প্রার্থনা আর কাজ সাধ্যমত
ইহাতে জীবন যিনি করিলেন গত
চঞ্চল নহিতেন,—দুষ্টে হইয়া আক্রোশ
বলিতেন—"যন্ত্রবৎ জীবের নাই দোষ।"

[৩৬]

সার্ব্বজনীন পিতা প্রভু ভগবান
সর্ব্বজনীন সাধু তেমনি মহান
সর্ব্বোন্নতি মাগে শুধু আত্মমুক্তি নয়
সার্ব্বজনীন উচ্চ সাধক সে হয়
সপ্তম স্কন্ধেতে যেই গৃহস্থআশ্রম
বর্ণনা করিতে গিয়া ভাগবত কন
অন্ত্যজ চণ্ডাল আর ইতর প্রাণীগণ
যথাযোগ্য সর্ব্বসেবা গৃহীর ধরম
সার্ব্বজনীন সেই গৃহস্থ আশ্রম
সকল গৃহস্থাশ্রম মধ্যেতে উত্তম
উচ্চনীচে তার শক্তিমত পথ দিয়ে
প্রেমবাহু পসারিয়ে ডাকে নিজাশ্রয়ে
সে কারণে হিন্দুধর্ম্মে স্তব করে সব
সার্ব্বজনীনতা তার পরম গৌরব
যেই শ্রীমন্দির যেই ভাগবত সভার
সবারে দর্শন দিতে শক্তি আছে যার
আপন দুষ্ট ছেলেকে শাসনে রাখিতে
অবনতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইতে
তারে বলি শক্তিমান সভা শ্রীমন্দির ,
হবে সেথা সার্ব্বজনীন নতশির
জগতের পতি বিষ্ণু জগতপালন
সার্ব্বজনীনতা তাই বৈষ্ণবের সাধন

তাই আমাদের সাধু কৈবল্য আশ্রম
বাহিরে হইল তার দুখের চরম
হইলেও হরি তাঁকে করেননি ত্যাগ
আনন্দ হারাননাই সেই মহাভাগ
অতএব দুঃখী দুর্দ্দশাপন্ন তাঁকে
ভগবান নিদয় তাঁতে বলিতে পারে কে
বরং ইঁহাদের দুঃখে ফেলিয়া একান্ত
ভগবান জগতে করেন প্রমাণিত
প্রাকৃতিক রাজ্যের যা সুখদুঃখ হয়
ভক্তিবলে সে সকল করা যায় জয়
আজও মনে পড়ে তাঁর সে গুণ উদার
সবার হউক হিত ভাব ছিল তাঁর
কত সার্ব্বজনীনতা এবে শুনা যায়
বহুদিন আগে উহা দেখেছি তাঁহায়
আচণ্ডালে রোগকালে ঔষধাদি দিয়া
আচণ্ডালে ধর্ম্মনীতি পথ দেখাইয়া
উচ্চনীচ জাতি অবিচারেতে করুণা
প্রভু কাছে সকলের উন্নতি কামনা
দুষ্ট দমন হউক করি শুভমতি লাভ
শিষ্টেরা পাউক উচ্চগতি উচ্চভাব
এজন্য প্রার্থনা আর কাজ সাধ্যমত
ইহাতে জীবন যিনি করিলেন গত
চঞ্চল নহিতেন,—দুষ্টে হইয়া আক্রোশ
বলিতেন—"যন্ত্রবৎ জীবের নাই দোষ।"

[৩৬]

সার্ব্বজনীন পিতা প্রভু ভগবান
সর্ব্বজনীন সাধু তেমনি মহান
সর্ব্বোন্নতি মাগে শুধু আত্মমুক্তি নয়
সার্ব্বজনীন উচ্চ সাধক সে হয়
সপ্তম স্কন্ধেতে যেই গৃহস্থআশ্রম
বর্ণনা করিতে গিয়া ভাগবত কন
অন্ত্যজ চণ্ডাল আর ইতর প্রাণীগণ
যথাযোগ্য সর্ব্বসেবা গৃহীর ধরম
সার্ব্বজনীন সেই গৃহস্থ আশ্রম
সকল গৃহস্থাশ্রম মধ্যেতে উত্তম
উচ্চনীচে তার শক্তিমত পথ দিয়ে
প্রেমবাহু পসারিয়ে ডাকে নিজাশ্রয়ে
সে কারণে হিন্দুধর্ম্মে স্তব করে সব
সার্ব্বজনীনতা তার পরম গৌরব
যেই শ্রীমন্দির যেই ভাগবত সভার
সবারে দর্শন দিতে শক্তি আছে যার
আপন দুষ্ট ছেলেকে শাসনে রাখিতে
অবনতে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইতে
তারে বলি শক্তিমান সভা শ্রীমন্দির ,
হবে সেথা সার্ব্বজনীন নতশির
জগতের পতি বিষ্ণু জগতপালন
সার্ব্বজনীনতা তাই বৈষ্ণবের সাধন

স্বার্থত্যাগ দয়া সেবা হৃদয় উদার
সর্ব্ব সংকীর্ণতানাশকারী জ্ঞান যার
আদর্শ, সাধনা,—"সার্ব্বজনীন সেই হয়"
সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় শুধু নয়
সনাতন পুণ্যভূমি এ ভারত মাতা
সার্ব্বজনীন দয়া ত্যাগ সুবিখ্যাতা
তাহারই দৃষ্টান্ত লোকমাঝে করি দান
মায়ের সুপুত্র সাধু করেছে প্রয়াণ
আজিকে কৈবল্য নাই নয়নগোচর
তাঁহার গুণের স্মৃতি হৃদয়ে অমর।

[৩৭]

কৈবল্য কাহিনী আর বলি উপাখ্যান
অনার্য্যেতে কৃপা,—আর স্বয়ং ভগবান
যাহা উপদেশ দিলেন বলির সভায়
তাহা নিয়া আরও আলোচিতে মন চায়
ছন্দরসহীন দীর্ঘ যদিও হইবে
ধৈর্য্য ধরি চিন্তা করি পড়িবেন সবে
আবোল তাবোল মোর বাহুল্য কথার
মাঝেও একটী দুটী পাইবেন সার
সে আদিকালেই লোকগুরু ভগবান
করিলেন আমাদের সত্য শিক্ষা দান
সেই আদিযুগে হরি বলির সভাতে
গর্ব্ব ঘৃণা অজ্ঞানতা বলিলেন ছাড়িতে

'লম্পট, মাতাল ইত্যাদি উচ্চজাতি হইলে স্বচ্ছন্দে জাতিতে লই। কিন্তু একজন নীচজাতি ভাললোক হইলে তৎসঙ্গে আহারে জাতি যাইবে ইহাতেই আমাদের দেশে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে।' —স্বামিজী

অজ্ঞানতা ঘৃণা গর্ব্ব না কমিলে পরে
গিয়াছে,—আরও দেশ যাবে ছারখারে
গর্ব্ব, ঘৃণা, অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা আর
ভুলভ্রান্তি,—মোদের অঙ্গশোভা অলঙ্কার
এক অজ্ঞানতা মোদের জাতির নির্ণয়
যেরূপে করিতা শাস্ত্র বহির্ভূত হয়
সপ্তম স্কন্ধ একাদশে ভাগবত কয়
চতুর্ব্বর্ণ অন্ত্যজাদি লক্ষণে নির্ণয়
নাস্তিক, নির্দ্দয়, কামী, ক্রোধী, লোভী, ঘোর
প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, দস্যু, চোর
জিহ্বা পেটসর্ব্বস্ব, অন্যায়বোধহীন
ব্যভিচারী, মারামারি, কলহ প্রবীণ
পশুবৎ স্বার্থভাব,—পশু ক্রোধ কাম
যে কোন দোষ যাতে প্রবল বর্ত্তমান
জঘন্য কার্পণ্য নারী সর্ব্বনাশ করা
ইত্যাদি যাহারা পারে,—'অন্ত্যজ তাহারা'
নিদারুণ কষ্ট দিয়া মৃত্যুর কারণ
হওয়া,—আর ছুরি মারা একই সমান
জীবমাত্রে সুখলিপ্সু, সুখ লালায়িত
সেই সুখ চেষ্টা নানাদিকে প্রবাহিত
জ্ঞান অনুযায়ী ;—জ্ঞান যাহার যেরূপ
সুখের সামগ্রী ;—চেষ্টা তাহার সেরূপ
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষচর্চ্চায়
বিদ্যাচর্চ্চা, বিদ্যালাভে কেহ সুখ পায়

ঐ সব নানা সুখাস্বাদ নাই যার
মান, যশ, রূপ, রস, অর্থে সুখ তার
কেহ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, উপস্থাদি ভোগে
মহাতৃপ্তি পায় ;—আর চায়না কিছুকে
যেই রস যাকে প্রভু করায়েছে আস্বাদন
সেই রসেই জ্ঞান তার সে রসে যতন
ধন, মান, রূপ, রস, বিত্তার চর্চ্চায়
পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগে সত্য সুখ পাওয়া যায়
কিন্তু ভগবৎ বিশ্বাস ভক্তি ও দয়ার
ক্রমশঃ প্রকাশ হৃদে হওয়া দরকার
প্রেমময় ভগবদবিশ্বাস ভক্তিরস
শ্রেষ্ঠতম পরম জীবন্ত দিব্যরস
উহা যার আছে তার জীবে প্রেম দয়া
রহিবেই রহিবে ;—কায়ার পাছে ছায়া
একবিন্দু যার আছে ঐ বিশ্বাস জ্ঞান
জীবে দয়া রসে তিনি নিশ্চয় সুখ পান
না পাইতে প্রেমময়ের পাদপদ্ম ছায়া
না মিলে প্রকৃত সার্ব্বজনীনতা দয়া ।

[৩৮]

এই রস আস্বাদন করেন যাঁহারা
ভাগবত কন ব্রাহ্মণাদি, উচ্চজাতি তাঁরা
পূর্ব্বোক্ত ভোগাদি রস করি আস্বাদন
নাহি পান সুখ উচ্চরসের সমান

কার্পণ্য, হিংসা, ভণ্ডামী, ভয়, কলহ, উদ্যমহীনতা তমো লক্ষণ ও অন্ত্যজলক্ষণ।'—ভাগবত

মত্ত ও আসক্ত নহেন,—তাই ঐ রসে
শরীরন্তরেন্দ্রিয়াদি তাই তাঁদের বশে
প্রেমানন্দ হৃদে ধরি অন্যান্য রসেতে
বিচরণ করেন,—রস পারে না বাঁধিতে
আত্মরক্ষা আর জীবসেবার কারণ
সব ভোগ রস লয়েন যাহা প্রয়োজন
রস আস্বাদনাপেক্ষা রসবিতরণে
তাঁদের পরম সুখ প্রিয় জীবগণে
দয়াবান সুখপান সুখ বিতরণে
বঞ্চিত, দলিত, দুঃখী, কাঙ্গালের গণে
গণ্ডির মাঝেতে তাঁদের করুণা উদার
বদ্ধ হ'য়ে অন্যতে করে না অবিচার
সেবা আকাঙ্ক্ষায় করেন ধন আহরণ
সেবা আকাঙ্ক্ষায় করেন বিদ্যা উপার্জ্জন
দেশে অর্থাগম হবে লইয়া আগ্রহ
সকল বিদ্যার তাঁরা করেন সংগ্রহ

[৩৯]

ইন্দ্রিয়াদি সুখরস, আস্বাদন ছাড়া
নাই দয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা,—অন্ত্যজ তাহারা
আপনার সুখস্বার্থ সিদ্ধির কারণ
যে কোন কুকর্ম্ম তারা করিতে সক্ষম
জ্ঞান, আস্তিক্য, বিবেক, দয়াশূন্যজন
আত্মসুখমাত্রৈক সুখেচ্ছা তীব্রতম

যাহাদের ;—তাঁরা হোন বিদ্বান শিক্ষিত
অত্যাচার অবিচার কুকর্ম্মে অকুণ্ঠিত
তবে বিদ্যা ;—বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করে ব'লে
বিদ্বানের সাথে যুক্তি দিয়া তর্ক চলে
আহারের চেষ্টা আর সন্তানের টান
পশুর মাঝেও ইহা আছে বর্ত্তমান
কোন পশুশ্রেণীতে আরো গুণ রয়
হইয়া সমাজবদ্ধ বসতি করয়
তথাপি আহার নিদ্রা রমণাদি সুখ
ইহা ছাড়া পশু উচ্চ সুখেতে বিমুখ
উচ্চসুখ বিমুখ, অথচ বিনীত স্বভাব
নহেক দুর্দ্দান্ত হিংস্র আসুরিক ভাব
আপনি কাহারো কিছু অনিষ্ট করে না
নিজেরো সভ্যতা সুখ উন্নতি চাহে না
বুঝেনা অপরে কি সুখের কথা কয়
মদ্যমাংস খাদ্য পেলে মহা সুখী হয়
ধর্ম্ম, সেবা, দয়া, স্নেহ, ধন, মান, যশ
এসব রসবোধ নাই নিতান্ত অলস
ঘুমাইয়া বসিয়া কাটাতে সুখ পায়
বিনায়াসে ইন্দ্রিয়সুখ যা জুটে তাই চায়
দুই দিন খাটি যদি করে কিছু আয়
যতদিন হাতে থাকে ভাল ভাল খায়
পুনঃ দশদিন ঘরে কাটায় বসিয়া
উদ্যমহীন অলস জড়বৎ হৈয়া

উপবাসে পুনরায় করিলে অস্থির
অঙ্গমোড়া দিয়া হয় ঘরের বাহির
তামসিক আলস্য সুখে নিমগণ এরা
যে কুলে জনম নিক অন্ত্যজ ইহারা
এমন অন্ত্যজ যদি প্রচুর অর্থ পায়
আলস্যেতে ঘোর অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়
তাই শাস্ত্র ব্যবস্থা যেন না পায় বহু ধন
অলস ও হিংস্র লোকউৎপীড়ক জন
মাথার ঘাম পায় ফেলি যে ব্যক্তি যে জাতি
সৎপথে চলিয়া অর্থ উপার্জ্জনে মতি
সেই যোগ্য অধিকারী অর্থ পাওয়ার
সুযোগ সুবিধা করি দিতে হয় তার
অলসের উপর দারিদ্রের পীড়ন
মঙ্গলের কারণ, চরিত্র সংশোধন।

[৪০]

এরূপ অনেক রকম অন্ত্যজেরগণ
আর চারি বর্ণ বলি শাস্ত্র যাদের ক'ন
বিভিন্ন স্বভাব দিয়া জাতির নির্ণয়
ভাগবত কন জাতি লক্ষণেতে হয়
আমরা উদোরপিণ্ডী বুধোরে চাপাইয়া
একে অন্য জাতি ভাবি ভাব না দেখিয়া
ব্রহ্ম, বৈশ্য, ক্ষত্রোচিত চরিত্র যাহারা
যেকুলে জনম নিক্ সেই জাতি তারা

নীচভাব উচ্চকুলে জনম লইলে
উচ্চজাতি তাকে ভাগবত শাস্ত্র নাহি বলে
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে
চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি হরি বলে
শ্রীমুখে বলিয়াছেন গৌর ভগবান
আর জাতি নির্ণয়ের কি চাই প্রমাণ ?
চৈতন্য ভাগবত কহেন যারা নীচবর্ণ
সে ঘরেও উচ্চজাতি বহু লন জন্ম
সত্য কথা ;—নীচকুলে উচ্চের প্রকাশ
অসংখ্য হওয়ার স্বাক্ষী দেয় ইতিহাস
আবার একটু যদি তলাইয়া চাই
ভদ্রেতে অন্ত্যজ ক'ত দেখিবারে পাই
বিশ্বাসঘাতক নির্দ্দয় নাস্তিক কৃতঘ্ন
মাত্রাধিক,—কামী ক্রোধী,—অন্ত্যজ লক্ষণ
এসবও ভদ্রবংশ ভিতরেতে রয়
বংশগত জাতিসংস্কার অজ্ঞতা কি নয় ?
চতুর্থ অজ্ঞতা যারা সত্য নীচমন্য
কোনও আদর্শ নাই তাহাদের জন্য
নীচকুলে জন্মিলে তো হ'লই নীচজাতি
তাছাড়া নীচের নাই আদর্শ, ধর্ম্ম, নীতি,
ধর্ম্মনীতি আর কার উচ্চজাতি ছাড়া
ধর্ম্মপথে নাই কোন সোপান পরম্পরা
বাস্তবিকই যারা নীচভাব নীচমতি
শাস্ত্রে আছে তাদেরও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম নীতি

'কেহ কেহ বলেন লক্ষণাদি জাতি নির্ণায়ক হইলেও নীচজাতি মধ্যেইতো প্রায় ৫৯ লোক নীচ প্রকৃতি দেখিতেছি। চরিত্রোন্নতি বিধায়ক সৎশিক্ষার সুযোগ, অধিকার-লেশ মাত্রই বা তাদের কোথায় ?'

তেমন শিক্ষক শিক্ষা পায় যদি তবে
স্বধর্ম্মের পথে সেই অবশ্য যাইবে
সৎশিক্ষা পাইবে থাকুক,—আরো কুশিক্ষায়
পশুভাব নিয়া আসে তাই নিয়া যায়
গীতা ক'ন শূদ্র পাপ-যোনী দুরাচার
মোর পথে তাহাদের আছে অধিকার
বাস্তবিকও যে পশুচরিত্র তমোগুণী
তারও নীতিধর্ম্ম আছে ভাগবতে শুনি।

[৪১]

একাদশে ভাগবত বলেন,—অন্ত্যজের গণ
সাধুসঙ্গই তাদের পরিত্রাণ ভজন
সৎসঙ্গ করুক সাধু জীবন দর্শন
পাউক আগে ধর্ম্মনীতির ;—অস্তি প্রমাণ জ্ঞান
পূর্ব্বোক্ত কুকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জীবন
যাপনই তাদের নীতির আদর্শ পরম
সাধুসঙ্গে ঈশ্বরেতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস
ভদ্রসঙ্গে বিদ্যাদির উচ্চ অভিলাষ
সুচরিত্র নীতিতে শ্রদ্ধা জনমিবে
কদাচার, কুকর্ম্মেতে, অশ্রদ্ধা জাগিবে
কারু কারু হবে এসব,—হবে না সবার
কিন্তু উচ্চলোকে মান্য শ্রদ্ধার সঞ্চার
শয়তানীত্যাগ খেটেখাওয়া, ইহা বহু লোকে
অন্ত্যজ করিবে গ্রহণ,—শিক্ষা যদি থাকে

অন্ত্যজ চরিত্রের নাই উচ্চতর নীতি
কুকার্য্য ত্যাগ তার পক্ষে ভাগবতের বিধি
রুগ্ন না হঠাৎ হয় মহাবলবান
মূর্খ না হঠাৎ হয় পরম বিদ্বান
প্রায় দেখা যায় লোক যে যেই ভাবের
ক্রমোন্নত নীতিধর্ম্ম বিকাশে তাদের
সমাজ উন্নতি চেষ্টা না কর না কর
হে অন্ত্যজ! সমাজের শান্তি নাহি হর
না থাকুক দান দয়া সেবা সুবিস্তার
পালিও আপন পুত্র কন্যা পরিবার
পিতামাতার অপালন,উপকারীর অপকার
করিও না,—না কর নাই পরউপকার
নিজ গণ্ডি ও কুটুম্বগণের সহিত
মিলে থেকো অন্য দলে করোনা আঘাত
সাধুর শক্তি দেখি হউক নাস্তিকতা নাশ
জন্মুক একটু আগে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস
তার পরে পঞ্চযজ্ঞ জপধ্যান ভজন
বর্ত্তমানে ওসবে তোমার নাই প্রয়োজন
প্রকৃত অন্ত্যজস্বভাব জন্মুক যেই কুলে
তার জন্য এই বিধি শাস্ত্র বাক্য বলে
কুবুদ্ধি কুভাব কুচরিত্র মজ্জাগত
হঠাৎ কি হ’তে পারে অধিক উন্নত?
হুজুকে মাতিয়া কর বৃহৎ ঘটনা
তাহাকে প্রকৃতি সিদ্ধ শকতি বলেনা

বলিয়া একটা ধুয়া উঠিয়াছে। সমাজ হিতার্থে আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে বোঝে না
চায় না তার পক্ষে সমাজ হিতে ত্যাগ কি ? —স্বামিজী

ভোগেশা—প্রবল আর দুর্ব্বল চরিত্র
থাকিতে ও যদি মানুষ নিতে হয় বাধ্য
আহার বিহারে উচ্চ সংযমপ্রাধান্য
হইবে তা পাখীর হরিনাম যেন
সংযম ত্যাগ ধর্ম্ম একপতিনিষ্ঠা প্রেম
সত্যই আদর্শ ইহা সত্যই উত্তম
কিন্তু নাই যাতে এই চরিত্র-গুণবল
ভণ্ডামী ত্যাগের বেশ পরায়ে কিফল ?

[৪২]

কাজেই বাল বিধবা সন্তানাদিশূন্য
ব্রহ্মচর্য্য পালনেতে যদ্যাপি অক্ষম
কাম প্রবল করিবেই ব্যভিচার কর্ম্ম,
যে বিধবা তার পক্ষে বিবাহই ধর্ম্ম
ত্যাগপ্রধান বৈধব্য ছাড়ি দোষ হয়না তার
তারাও ছাড়ুন সধবা কুমারী ব্যভিচার
কুমারী জীবন আর সধবা জীবন
ব্যভিচার যুক্ত হইলে সর্ব্ব অকল্যাণ
বরদাআইনে সধবার অন্য পরিণয়
তাতে সমাজের ঘোর অকল্যাণ নিশ্চয়
সন্তানহীন বিধবা বিবাহে সমাজেতে
যা ক্ষতি, অনেক বেশী সধবা বিয়েতে
অসম্ভব—সমাজে সুখী হইবে প্রত্যেক
বিধবা আর সধবার বিবাহ তফাৎ অনেক

অমানুষ জানোয়ার পতির হাতে পড়ি
ভীষণ-যন্ত্রণা ভোগে কোন কোন নারী
অন্যরূপে করিতে হবে ব্যবস্থা ইহার
অন্য পতি গ্রহণ এই মত নহে প্রতিকার
ত্যাগ সংযম প্রধান হবে সমগ্র সমাজ
এক দলের এই যে মত দেখা যায় আজ
তারা বলে এই দেশে এইতো নিয়ম
যে না লয় ঘৃণাস্পদ পাতকী সেজন
ইহা ভুল ;—"শ্রীরামের অনার্য্যবন্ধুরা
বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহিত তারা
তাঁরাকি পাতকী ? চিরব্রহ্মচারী রাম
প্রেমে কি তাদের কোল দেননি গুনধাম
অনুন্নত ব্যক্তিও সমাজে এ বিধান
থাকাই উচিত তাই রাম ভগবান
স্বধর্ম্মানুযায়ী তাদের বিধবা গ্রহণ
উচিত ভাবিয়া তাতে সন্তোষিত হন
ত্যাগসংযমপ্রধান, নীতী ও চরিত্র
লইবেন ;—যাঁরা-ভাবে ব্রহ্ম বৈশ্য ক্ষত্র
হীনবুদ্ধিমতিভাব দুর্ব্বল চরিত্রগণ
ক্ষুদ্রত্যাগ সংযমাদি করিবে গ্রহণ
স্বধর্ম্মপরায়ণ সেই অবনতগণে
করিবেন যত্নাদর উচ্চ আর্য্যগণে
যে যেদিকের সুখ লোলুপ, ভোগলোলুপ তাকে
কতকটা সুবিধা দিতে হবেই সেই দিকে

সেজন্য উচ্চেরা কেন ঘৃণা করিবে তায়
তাকে স্নেহ দয়ার কি আছে অন্তরায় ?

[৪৩]

আর এক মুস্কিল যারা সমাজের ভিতর
মঙ্গলের বিরোধি ও অনিষ্টে তৎপর
সেই একদলের উপর দ্বেষ পূর্ণপ্রাণে
অন্যদল জাগিয়াছে ক্রোধাবলম্বনে
দুষ্ট ও নীচেতে প্রতিহিংসার উত্তেজনা
এভাব,—বুদ্ধিমান,—হৃদয়ে প্রশ্রয় দিবেন না
ঈশ্বর নিকট প্রার্থনা ও উপায় চিন্তন
ক্রোধ হিংসামত্ত হৃদয় করিতে অক্ষম
দ্রৌপদী ও কুন্তীদেবী পাণ্ডবেরগণ
দময়ন্তী চিন্তা দেবকী যত নারীগণ
পড়িয়া ভীষণতম দুষ্টের খর্পরে
কৃপার্থী শরণাগত হ'লেন ঈশ্বরে
জয়শ্রী পত্রিকাদিতে দেখি নারীকুল
পুরুষ অবিচারী বলি রাগিয়া আকুল
পরিবার ও সমাজ মধ্যে ঈশ্বরের বিধানে
স্বার্থপর রবেই অল্পাধিক পরিমাণে
অন্যদল হ'লে বুদ্ধিহীন ও দুর্ব্বল
যাহা ইচ্ছা করে তারা প্রকাশিয়া বল
আধ্যাত্মিকতা চরিত্র বিদ্যাবুদ্ধি বল
বাড়াউন, আসিবেক সুপথে সকল

দুর্ব্বুদ্ধি ও কমবুদ্ধিরা অবিচার অত্যাচার
করিবেই,—ইহা ছাড়া কি করিবে আর ?
অস্ফুট যাহার মাঝে ধর্ম্ম নীতি জ্ঞান
ধর্ম্ম নীতির রাজ্যে সেই শিশুর সমান
ধর্ম্ম নীতির রাজ্যে যেই অপোগণ্ড শিশু
তার ভাব কাজই দেখা যায়, যেন পশু
মারামারি, কাড়াকাড়ি,—অশুচি আচার
শিশুগণ করে ;—গোলযোগ ও চীৎকার
সব বিশৃঙ্খলা করা,—ভাঙ্গা চোরা গুণ
দুর্দ্দান্ত রাগিলে দেয়,—ঘরেতে আগুণ
রাগ হ'লে তাই ছোঁড়ে যাহা হাতে পায়
ঠেলা দিয়া অন্য শিশু ফেলে দেয় কুয়ায়
মলমূত্র মাখে, চুরি করিবার যম
প্রতি পরিবারে ইহা শিশুর ধরম
পরিবারের বড়রা তাতে আক্রোশ না করে
কি হবে করিয়া ক্রোধ অজ্ঞান উপরে
ওহে আর্য্য ! প্রতিহিংসা অন্তরে জ্বালিয়া
দুষ্ট শাসন আগেই নিজে, মরিবে পুড়িয়া
প্রতিহিংসা ক্রোধপূর্ণ হইলে হৃদয়
দুষ্ট দমন শক্তি, বুদ্ধি ও সস্ফুরিত না হয়
তার চেয়ে যুধিষ্ঠির কাম্যক কাননে
যা বলিয়া বুঝাইলেন পত্নী ভ্রাতাগণে
তাই দেখ, রাজা বলিলেন ভ্রাতাগণ।
ঈশ্বরের বিধানে সব হয় সংঘটন

'পোষ্টাফিস শুভ ও অশুভ সংবাদকে বহন ও দান করেন, কেহ তাহা পাইয়া উল্লাসমত্ত, কেহবা শোকমত্ত মৃতবৎ হইলেও পোষ্টম্যান উহার দাতা বা কর্ত্তা নহেন, প্রেরকই উহার দাতা, তাদৃশ শত্রু-মিত্র হইতে শুভ ও অশুভ প্রাপ্তি ঘটিলেও তাহারা পোষ্টাফিসমাত্র, ভগবৎবিধানই উহার প্রেরক, কর্ম্মফলই উহার হেতু।'

দুষ্টমতি সদবুদ্ধি আলো অন্ধকার
যে প্রাণে যেমন যোগান তেমন কাজ তার
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি ভাব স্বভাব যা হয়
কাহার কর্ত্তৃত্ব কিংবা স্বেচ্ছাকৃত নয়
কিন্তু দিওনাকো দোষ ঈশ্বর উপরে
প্রেমময় এ বিশ্বের প্রয়োজন তরে
নানারূপী শত্রুমিত্র সুখদুঃখক্লেশ
আঘাতে আরামে করেন মঙ্গল অশেষ
এই ভেবে ছাড়ি প্রতিহিংসা উত্তেজন
অন্তরকে শান্ত চেষ্টা কর্ত্তব্য প্রথম
মাথাকে করিয়া ঠাণ্ডা শান্ত করি মন
ধৈর্য্য ধরি উপায় করিবে অন্বেষণ
সময় আসিলে করি উপায় বিধান
তাহার কল্যাণ কর সমাজ কল্যাণ
শান্তি, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বিশ্বাস ঈশ্বরে
যার আছে সব সুযোগ আসিবে তার করে।

[৪৪]

প্রতিহিংসা বিষদ্বারা জর্জ্জর যে প্রাণ
সে করিতে নারে কোন উন্নতিবিধান
ক্রোধে দ্বেষে হয় যদি বিক্ষিপ্ত পরাণ
সর্ব্বাভীষ্টে দিতে হয় জলাঞ্জলি দান
শিশুজ্ঞানে না রাগিয়া, শুধু কর্ত্তব্য জ্ঞানে
জ্ঞান দ্বারা নিজ ক্রোধ রাখিয়া শাসনে

সমাজ শান্তির আর উন্নতি কারণে
অবশ্যই দুষ্ট জনে রাখিবে দমনে
শিশুরে পালন আর শাসন করিয়া
লক্ষ্য রাখি তাতে ;—আর আয়ত্বে রাখিয়া
তৎপর বড়রা নিজ নিজ কার্য্য করে
আর্য্যরা রাখিতেন ঐরূপ অনার্য্য প্রকৃতিরে
তাছাড়া শত্রুতা চক্ষে যে দেখে যাহাকে
সে কখনো শোধিতে নাহি পারে তাকে
অহিংসক হৈয়া কর কর্ত্তব্য পালন
প্রতিহিংসা দ্বারা হিংসা যাবে না কখন
অহিংসক চিত্তে ন্যায় ধর্ম্ম স্থাপন জন্য
দুষ্টজনে করিলে দমন শাসন

দমনও হয় শোধনও হয় অনেক স্থলে
হিংসায় জব্দ হ'তে পারে,—শোধেনা কোন কালে
শোধন কৈলেই হয় প্রকৃত দমন
জব্দ করি লোকে, রাখা যায় কি সর্ব্বক্ষণ ?
সমাজের নীচ দুষ্ট অত্যাচারীজন
শোধন প্রয়োজন তাকে ,—নহেক বর্জ্জন
বর্জ্জনে কি শান্তি আছে আর এক আকারে
শত্রুতা সাধিতে সেই আসিবে অচিরে
দুষ্ট নীচেরেও নিজাশ্রয়ে দিবে স্থান
কৌশলে অধীন রাখি করিবে পালন
নানাভাবের লোক নিয়া করিতে সংসার
দশদিকে হ'তে হয় কৌশলী হুঁসিয়ার।

[৪৫]

ইন্দ্রিয় অর্থ লোলুপ পাইলে সুযোগ প্রলোভন
ন্যায়অন্যায় বিচার বিবেক রাখিতে অক্ষম
তারা যদি ভোগ্য বস্তু পায় নিজ করে
গ্রাসিবেই কষ্ট দিয়া বঞ্চিয়া অপরে
দ্বেষ না করিয়া এদের রক্ষণ পালন
করা উচিত, কিন্তু ওদিক হইতে সাবধান
হওয়া চাই,—না হইলে মূর্খতা তোমারি
পরে তার কুফলে মিথ্যা দ্বেষ মারামারি
সমাজ দেশ পরিবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
সংঘে মঠে যাঁহারা নেতা বুদ্ধিমান
দলে নিতে করেন লোকচরিত্র বিচার
দেন না সবাকে অন্তরঙ্গ অধিকার
অথবা দলের মধ্যে দুষ্ট যারা থাকে
কৌশলে সাবধানে রাখেন আয়ত্বে তাহাকে
কামান্ধ লোভান্ধ মিথ্যাআশ্রয়ী নির্দ্দয়
তারা যদি ঘনিষ্ঠতার কোন সুযোগ পায়
নেতা হয় কর্ত্তা হয় বা ঘনিষ্ঠবান্ধব
দলের অপর দশের ন্যায্য ভাগ সব
গ্রাসিবে তা জানা কথা,—সে ইচ্ছায়ই বশে
বহু স্থলে ভিতরে ঢুকিতে তারা আসে
পরের ন্যায্যপ্রাপ্য হরণ একচেটিয়া করা
প্রলোভন ছাড়িতে নারে,—অন্ত্যজ যাহারা

সর্ব্বশক্তি দিয়া তারা করতলগত
বস্তুর ভাগ দিবেনা অন্যে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ
তার কর্ত্তৃত্বে গৃহ সমাজ ব্যবসা, প্রতিষ্ঠান
নষ্ট হবে এই সত্য ভবিষ্যৎ বিধান
এ অবশ্যম্ভাবী ফলে হা হতোস্মি শেষে
লাভ নাই ক্ষিপ্ত হ'য়ে ক্রোধে ও বিদ্বেষে
চোরেরা সুযোগ পেলে, করিবেই চুরি
দুয়ার খুলিয়া রাখা দোষ সে তোমারি
রক্ষিবে সমাজ, পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
দুষ্ট প্রতি লক্ষ্য রাখ,—থাক সাবধান
তা না কর তারা যখন গাড়িয়া বসিবে
মাথা কোটো বিফল হয়ে, তুমিই মারা যাবে
তাই বিধি তাদের রাখা একটু দূরে দূরে
নিষেধ অন্তরঙ্গ ভাবে ঢুকাতে ভিতরে
তাই শাস্ত্র বিধি অন্ত্যজস্বভাব লোক সাথে
বেশী ঘনিষ্ঠতা অন্ন না খাওয়া তার হাতে
পাপে ভয় আছে যার সেই ভালজাতি গণ্য
নিশ্চয়ই খাওয়া যায় তার প্রস্তুতান্ন
ঘরের ভিতরের কাজে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে
অন্তরঙ্গ কাজ দিলে অন্ত্যজ স্বভাব গণে
চুরি, ডাকাতি, কাজ পণ্ড করিবে মহা ক্ষতি
তাহারা দেখিবে শুধু নিজ স্বার্থ সিদ্ধি
দুরত্ববিধান নহে জাতি বিশেষ লেগে
"যে জঘন্য প্রবৃত্তি", দূরে রাখিবে তাদিগে,

'যে পরদোষ লখহি সহ সাখ. পরহিত ঘৃত জিনকে মনমাখ'
'যে দুষ্ট সে সহস্রচক্ষু হইয়া পরদোষ দেখে এবং মক্ষিকাবৎ পরহিত ঘৃতে পড়িয়া ঘৃত নষ্ট করে।' —তুলসী দাস

উচ্চবংশ নীচ হ'লে সরাইবে দূরে
নীচ বংশ উচ্চ হ'লে ঢুকাবে ভিতরে
ন্যায়নিষ্ঠ দয়াবান বুদ্ধিমান উদার
দাও তাকে সর্ব্ব অধিকার,—দশের ভার
তাই শাস্ত্রে দেখা যায়, এ বিধি ব্যবস্থা
দিও না অন্ত্যজকে কর্ত্তে বেশী ঘনিষ্ঠতা
দশের ভার যেন তাদের হাতে নাহি পড়ে
না ওঠাই ভাল ঐহিক উন্নতি শিখরে
স্বার্থপর বিধান ইহা শাস্ত্রের, ভাবিয়া
জ্বলিয়া উঠেন যাঁরা,—দেখুন না গিয়া
কি সুন্দর ফল পান দুষ্ট ব্যক্তি সনে
বেশী ঘনিষ্ঠতায় সর্ব্ব অধিকার দানে।

[৪৬]

দুষ্ট-স্বার্থপর অর্থাৎ অন্ত্যজেয়গণ
ভালবাসিও না বলা যায়না এমন
অবিদ্বেষ আর স্নেহ ক্ষমাই আদর্শ
তবে তা, একটু দূরে রাখিয়া অবশ্য
হৃদয়ের ধর্ম্ম চায় ভালবাসা পাত্রে
নিকটে আনিয়া সব অধিকার দিতে
আবেগে অন্ধ করে এদোষ ভালবাসার
বিচারবুদ্ধি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সঙ্গে তার
থাকা চাই, যদিও হয় প্রিয় পুত্র মিত্র
দশের স্বার্থে ঢুকাতে নাই হইলে অপাত্র

দুষ্ট অযোগ্যে পাইলে বড় ধনমানাধিকার
তাহারই কারণে অর্জ্জন করে পাপভার
অলস ও আসুরিক ব্যক্তি আর জাতি
ধনমান মর্য্যাদার প্রাচুর্য্য উন্নতি
পেয়ে অকর্ম্মণ্য হয় ; নষ্ট হয় আর
দুর্ব্বল নির্দ্দোষীকে করে ছারখার
তাই একথায় নাই পক্ষপাত অবিচার
কুপুত্র অযোগ্য পেতে সম্পদ পিতার
ভালবাসিলেও, তার মর্য্যাদা রক্ষণ
জন্য সেই সৎপথে চলিতে অক্ষম
হইবে,—নিজের ভোগ লোলুপতার জন্য
তাই তারে দিও নাকো বিশেষ প্রলোভন
তব ভালবাসায় হয়তো ভাল হ'তে চাবে
প্রলোভন এলে সংযম করিতে নারিবে
তাই ভালবাসা স্নেহ দিলেও তাদেরে
তাদের যোগ্য স্থান ছাড়ায়ে নিওনা বেশী দুরে
যদি বুদ্ধির দোষে, ভুলে, অথবা দৈবক্রমে
বিশৃঙ্খল সমাজবিধান জন্য,—পরাক্রমে
কর্ত্তৃত্ব করয়ে তারা,—বিদ্বেষ তখনে
ন্যায় জন্য সংগ্রাম ধর্ম্ম, এই যুক্তি এনে
চালাতে চাহিবে তোমায় তাদের বিরুদ্ধে
তখন তা পতঙ্গের প্রবেশ অগ্নি মধ্যে
হয়তো ঘটিবে এমন লড়িলে তাদের সাথে
ধর্ম্ম, প্রাণ, মান তোমার যাইবে নিশ্চিতে

তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবা সেজন্য
তব ধর্ম্ম মান প্রাণ করিবে বিপন্ন
এ অবস্থায় দুষ্টের জয়ই ঈশ্বরেচ্ছা জেনে
ছেড়ে দাও সময় প্রতীক্ষা কর শান্ত মনে।

[৪৭]

আর এক অজ্ঞতা নীচকুলে জন্ম যার
যোগ্যতা সত্ত্বেও নাই উচ্চ অধিকার
কিন্তু শাস্ত্র ইতিহাস পুরাণ খুঁজিলে
দেখিব যোগ্যতা মত অধিকার মিলে
জাতি নির্ব্বিশেষে পাবে সব অধিকার
থাকিলে তদনুযায়ী যোগ্যতা তাহার
খুলে দিতে হবে শিক্ষা সৎসঙ্গের দ্বার
নিতে হবে সৎশিক্ষাদি সম্মুখে সবার
নীচবংশ উচ্চবংশ ভেদ নাই ইহায়
সেই অধিকারী যে প্রাণের সহিত চায়
শিক্ষা সঙ্গ পাইয়া আর দেখিয়া শুনিয়া
কে কেমন দাঁড়ায় আর উঠয়ে গড়িয়া
বেশী বিকশিবে যাতে উচ্চতা যোগ্যতা
সেই বড় জাতি পাবে উচ্চ ক্ষমতা
সমাজ সংশোধনের মুল সৎশিক্ষা বিস্তার
নীতি ধর্ম্ম স্বাস্থ্য অন্নার্জ্জন আচরি প্রচার
দেশ সৎশিক্ষিত হ'য়ে গড়িলে জনমত
সুবিধান সমাজে হবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত

দেশ সুশিক্ষিত না হইতে গার জোরে
কোন মত লওয়াতে পারা যায় না সমাজেরে
শিক্ষা বিনে নিজে ভাল মন্দ না বুঝিয়া
যা লইবে অচিরাৎ ফেলিবে ঝাড়িয়া
হাজার কাঁদ দেশ দুঃখে হাজার প্রার্থনা
কিছু হবে না আচণ্ডাল প্রত্যেককে শিক্ষা বিনা
অতএব আগে বিধান স্থাপন চেষ্টা ছেড়ে
ধৈর্য্যেতে সৎশিক্ষা দাও প্রতি মানুষেরে
কুকার্য্য কুসংস্কার দেখি করোনা রাগ ঘৃণা
অশিক্ষিতে ক্রোধ ঘৃণা দণ্ডাদি চলে না
যতকিছু সুবিধান হ'তেছে আলোচন
সমাজ সৎশিক্ষিত হ'লে হইবে স্থাপন ।

[৪৮]

আর এক ভুল সমাজ সংস্কারকগণ
এভাবে খেপায়ে তুলে জনসাধারণ
সবাই মানুষ হয় আমিও তাহাই
মনুষ্যত্বের দাবীতে মোরা সকলে সব চাই
কোনো পথে এবিধি নয় সুবুদ্ধি সম্মত
অধিকার তাহা ; যাহা যোগ্যতা সঙ্গত
পদদলিতেরা, সামাজিক প্রাধান্যজন্য
প্রমাণিতে চায় মোরা বংশেতে ব্রাহ্মণ
ওহে ভাই ব্রহ্ম স্বভাব যদি না গড়িবে
পৈতাতে ও প্রমাণেতে ব্রাহ্মণ না হবে

'হৃদয়ের ভিতরকার জাগরণ ও সংস্কারের সহিত বাহিরের উপনয়নাদি সংস্কারাদি সংযুক্ত হওয়া মঙ্গলজনক। ধর্ম্মনৈতিক জীবনোন্নতি আকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধা লাভ করিয়া তৎ-প্রকাশ সহায়ক কার্য্যকলাপ, আচার নিয়ম চিহ্নাদি ধারণকারীই সংস্কার-সম্পন্ন ব্যক্তি'

উচ্চাদর্শ নিয়া যেই জীবন গঠন
করিতে ইচ্ছুক তার হ'য়েছে জাগরণ
নিয়মবিধি কাজ, উচ্চজীবন সহায়
যাহা কিছু, যোগ্য পাত্রে পড়িল তথায়
পৈতাদি সংস্কার নিয়া ব্রাহ্মণ আদর্শ
ধরি সে,—ভাবিবে নিজকে ব্রাহ্মণ অবশ্য
উচ্চধর্ম্ম নীতি তরে অব্যাকুলজন
সম্মানপ্রাধান্য লোভে হয় কি ব্রাহ্মণ ?
প্রচণ্ড তপস্যা তাই করি বিশ্বামিত্র
ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য নয় হ'লেন নির্ণীত
বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণোচিত দয়া অহিংসা ক্ষমা
কোথা বিশ্বামিত্রের সেই গুণের গরিমা
কোন অধিকারে বাধা জাতিকুল দিবেনা
শুধু কর্ম্মে হবে তার যোগ্যতা বিবেচনা
একদল সংস্কারকের এমনই সংস্কার
বোঝেনা গুণগতজাতি, অধিকার
কেন সাম্য অধিকার সবার একমত
শাস্ত্রে নাই ইহা দেখি দয়ার্দ্র উত্তেজিত
প্রত্যেকে না দাঁড়ালে নিজ নিজ অধিকারে
সেদিককার সাধনা-সিদ্ধি যায় ছারখারে
শাস্ত্র দিলেন বৈশ্য হাতে ধনের ভাণ্ডার
আর বৈশ্য কাকে বলে দিলেন লক্ষণ তার
পরিশ্রমী সৎপ্রকৃতি দানশীলজন
যার দানে পুষ্ট সর্ব্ব হিতপ্রতিষ্ঠান

অর্থলাভাকাঙ্ক্ষাপ্রবল,—সেই বৈশ্যজাতি
ধনকুবের হইতে তাকে বাণিজ্যাদি বিধি
এই সব সদুদ্দেশ্য আর মূল সত্য
বিকৃত হ'য়ে যা দাঁড়াইল তা অদ্ভুত
অধিকার বাদের বিকৃতি নিয়া দেশে
যে অধর্ম্ম অত্যাচার দাঁড়াইল শেষে
তাও ধর্ম্ম, যুক্তি দয়া শাস্ত্র বহির্ভূত
অকল্যাণকর অর্থশূন্য ও অদ্ভুত
যেই শাস্ত্রে আছে ওসব অদ্ভুত ব্যবস্থা
দূর হোক সেসব শাস্ত্র আর শাস্ত্রকর্ত্তা
শিক্ষা সত্ত্বেও অযোগ্যতা দেখা যাবে যাতে
নিম্ন অধিকারে তাকে হইবে থাকিতে
যোগ্যতা নাই গার জোরে অধিকার চায়
মুকুতার মালা যেন অযোগ্য গলায়
প্রত্যেক অধিকারী নিজ সোপানেতে রয়
স্বধর্ম্মোচিত উন্নতি যগুপি দেখায়
তবেই সমাজ হয় সুন্দর উন্নত
সবার লাগে না হ'তে সমান মহৎ
সব পথেই পর পর শ্রেণীবহু হয়
তাহা দেখি শাস্ত্র কৈলেন স্বধর্ম্ম নির্ণয়।

[৪৯]

উপাসনা আত্মরক্ষা, চরিত্র গঠন
দেশ সেবা ভোগ এ পাঁচ লইয়া জীবন

প্রত্যেক বিষয়ে এর, যার যেরূপ শক্তি
যেইরূপ বিদ্যারুচি যেরূপ প্রকৃতি
তদনুসারে যদ্যপি অধিকার পায়
খানিক উন্নতি হয় অনিষ্টে না যায়
ভাগ্যবশে শক্তি যাতে যেটুকু বিকশিত
তৎপরিমাণ কর্ম্ম তার স্বধর্ম্মনির্ণীত
ঠাকুর ও দেবতায় বিশ্বাস নাই যেতক
বিগ্রহ পূজাধিকারে হয়কি পূজক
দয়াহীনের কর্ম্ম নয় সমাজের তরে
দয়াবান সম বড় আত্মত্যাগ করে
কম জ্ঞানের কর্ম্ম নয় বড় জ্ঞানীর ধর্ম্ম
কম স্বাস্থ্যের উচিত নয় বলবানের কর্ম্ম
ভোগেতেও মানবচিত্ত কর বিশ্লেষণ
দেখিতে পাইবে তার কোন কোনজন
জিহ্বোপস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভোগেতে
বেশী সুখ পায়,—কেহ সুখী সম্মানেতে
কেহ বেশী সুখ পায় অর্থলাভ করি
কেহ চায় হ'তে যশ কীর্ত্তি অধিকারী
যে যেই ভোগপ্রিয় সেই পথে তাকে
সুযোগ না দেওয়া ;—আর যার যেই দিকে
মাথা খেলে ;—সেইদিকে জীবিকা অর্জ্জিতে
না দিলে উন্নতি সুখ নাহি হয় তাতে।

[৫০]

সবদিকে প্রকৃতির উপযোগী যাহা
তাহা পেলে সেই দিকে স্বধর্ম্ম লাভ তাহা
সব দিকে যোগ্যতা ও ভাব অনুসারে
কে কিসের অধিকারী নির্ণয়ের পরে
পরীক্ষা করিয়া হেডমাষ্টার ব্রাহ্মণ
তদযোগ্য শ্রেণীতে তাকে ভর্ত্তি করিতেন
ক্ষত্রস্বভাব কষ্ট সহিষ্ণু উদার চিত
লোকরক্ষা সৎকর্ম্মে মরিতে অকুণ্ঠিত
মাতব্বরি প্রাধান্য সে প্রভুত্ব ভোগপ্রিয়
তাই শাসক রক্ষক প্রতিপালক ক্ষত্রিয়
নিজ শ্রেণী যোগ্য হয় পাঠ্যের নির্ণয়
নিজ পাঠ আয়ত্ব হৈলে প্রমোশন হয়
আপন স্বধর্ম্ম যখন মজ্জাগত হবে
তখন আবার উচ্চের অধিকার পাবে
হিন্দু ধর্ম্ম একে কয় স্বধর্ম্ম অধিকার
স্বধর্ম্ম পাইলে সমাজ কল্যাণ তাহার
গন্তব্য পথেতে বড় বড় অধিকার
হোক তাহা উচ্চ ;—"যদি অযোগ্য হই তার"
সেই ব্যবস্থায় আমি হবোনা উন্নত
উন্নতে আবার যদি না পায় যোগ্যপথ
ছোট অধিকার দিয়া অধীন করিয়া
অধিপতিগণ যদি রাখে তায় বাঁধিয়া

অনিষ্ট করিল সমাজের আর তার
পথ পেলে তদ্বারা হ'তো উভয় উপকার
উচ্চভাবান্বিতের পক্ষে উচ্চতর কর্ম্ম
যার যাতে শক্তি আছে তা তার স্বধর্ম্ম
অনেক অভিভাবক আর সমাজপতিগণ
বাহির দেখি করে কেবল স্বধর্ম্ম গণন
পর সর্ব্বনাশ যার প্রবৃত্তি ব্যবসার
নহে,—দেবতার কাছে যে মাথা নোয়ায়
সেও হায় অজলচল, ভাবকে মর্য্যাদা
দিতে নারে মিথ্যাবংশকুসংস্কারে সদা
সদভাব বুদ্ধিশক্তিকে, সৎজাতি না গণি
আনিবে মান্ধাতাকালের বংশ হিসাব টানি
যেহেতু রমণী তাই ঘরকন্না মাঝে
গণ্ডীবদ্ধ করি কর্ম্ম বিধাতা দিয়াছে
থাকুক যোগ্যতা, প্রাণ, জ্ঞান, শক্তি, বল
অন্য কর্ম্ম করিলে সে যাবে রসাতল
বলিবেক ;—তুমি গৃহী গৃহের কল্যাণ
তব ধর্ম্ম ;—দেশ হিতে সামান্য কিছু দান
এর বেশী ভাবনা কাজ তব জন্য নয়
সাধু ত্যাগীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট উহা হয়
শাস্ত্রে বলেন, উদার বড় প্রাণ যার
সমগ্র সমাজ হয় কুটুম্ব তাহার
যোগ্য হয়ে বড় কর্ম্ম করেছে যাজন
ইতিহাসে বহু আছে ;—অধিপতিগণ

দেখেও তা দেখিবে না স্বার্থের কারণ
সবার পক্ষে এক পথ করিবে নির্ব্বাচন
পাছে তাদের ব্যক্তিগত অসুবিধা হয়
একাধিপত্য সম্মান পাছে অন্যে লয়
কথা না শুনিও এঁদের ; দ্বেষও না কর
যা যন্ত্রণা দেয়, সহি যোগ্য পথ ধর
যে যুগে পুরুষ নীতি ধর্ম্ম পরায়ণ
সে যুগের আনুগত্য বিধি কিসের জন্য ?
ধর্ম্মনিষ্ঠের দাসত্বে স্বাস্থ্য ধর্ম্মনীতি
জীবনে বিকাশ হ'তো নারীর উন্নতি
যেখানে পুরুষ হ'য়েন স্বধর্ম্ম বিচ্যুত
নারী কি করিবে খামখেয়ালীর দাসত্ব ?
যত কিছু গালি দিক কাণে দেও তুলা
দিউক ছুচার ঘাঁ পিঠে বাঁধ কুলা
দুঃখ সয়ে যেই ক'রে স্বধর্ম্ম পালন
নিশ্চয় তাহারে প্রভু দিবেন চরণ
তার পরে কালক্রমে অনেকে ইঁহার
ভুল বুঝি ছাড়িয়া দিবেন অত্যাচার ।
অভিভাবকেরগণও করুন বিবেচনা
জাগিতে দিউন সব ভারত ললনা
জীব তো আর আম্র বৃক্ষে হয় না ফলন
মার মনোবৃত্তি দিয়া শিক্ষা ও জনম
মায়েরা যদ্যপি না হয় উন্নত মহান
কিরূপে উন্নত হবে তাদের সন্তান

"সেই পাশ্চাত্য মহিলাদের আমার দেশীয় অভ্যাস বশতঃ আমি মাতৃসম্বোধন করিলে তাহারা চমকিয়া উঠিতেন, আমিও অপ্রস্তিভ হইতাম।'—স্বামীজী
(ভারতীয় নারী)

মাতৃগণ যদ্যপি রহেন অবনত
কি উপাদানে গড়ি হবেন উন্নত
ধর্ম্মজ্ঞ সহধর্ম্মিনী যদি সাথে র'বে
উন্নতি আপনাদের কত সোজা হবে
দুর্গম ঝটিকাপূর্ণ এসংসার পথে
বলির মত সাহায্য পাবেন স্ত্রী হ'তে
কেন আজও বহু ঘরে দেখি রমণীরে
একটু সৎকার্য্যে ইচ্ছা জাগিলে অন্তরে
আপনারা দিবেন না ভাবি ভয়ে ভীত
সাতবার অনুমতি চেয়ে উপেক্ষিত ?
তারা যেমন আপনাদের মা ভগ্নি রমণী
তেমনি দেশের কন্যা ভগিনী জননী
ভারতের পথে ঘাটে যে কোন নারী হন
সর্ব্বজনে করে তাকে মাতৃ সম্বোধন
এদেশীরা বিলাত গিয়া অভ্যাস বশতঃ
মা বলি ফেলি নারীকে হন অপমানিত
এতেই প্রমাণ ভারত নারীর আদর্শ
সর্ব্ব মাতৃরূপ হেথা চরম উদ্দেশ্য
ওহে অভিভাবকগণ! করযোড় করি
প্রার্থনা করুন ঐরূপ হোক ভারত নারী
যেমতে নারীর হৃদি হয় সুপ্রসার
উৎসাহ দিন রাস্তা খুলিয়া দিন তার
শিক্ষা ও সুযোগ দিন হ'তে মাতৃরূপ
পাউক সে নিজ মহিমান্বিত স্বরূপ

যবে সে নিজকে দেশের মাতা ভগ্নি জ্ঞানে
করিবে দায়িত্ব বোধ ইহাদের জন্যে
যবে পথের লোকেরও মা ডাকিবার রীতি
এর গুঢ় উদ্দেশ্য কি বুঝিবে নারী জাতি
বুঝিবে তাহার স্বরূপ সর্ব্বমাতৃমূর্ত্তি
সে সত্য সম্পর্ক হেতু মা ডাকার রীতি
এই মা আহ্বান যবে সে সম্পর্ক জ্ঞানে
দুর্গত দেশের প্রতি করুণা নয়ান
তাকাইবে নারীগণ জানিবেন সেদিন
ভারতের উদ্ধারের আসিল সুদিন
কিন্তু সেই ভগবান বিশ্বপ্রেমরূপ
তদাশ্রয় বিনা স্ফুরণ হয়না এস্বরূপ
তাই সর্ব্বদাই নারীদের ধর্ম্মপথে
অবাধ উৎসাহ দিয়া দিবেন চলিতে ।

[৫১.]

একদল নবীনা বিদুষী ভগিনী
লাঠ্যৌষধে ইঁহারা সংস্কারাদি কামী
নিজস্ব পত্রিকাদিতে ইহারা আপন
মতামত ব্যক্ত করে জানে পাঠকগণ
ইঁহাদের ভাব হে পুরুষ ! হে ব্রাহ্মণ
নারী শূদ্রে অত্যাচারী অবিচারীগণ।
বিচ্ছেদ আইন প্রস্তাব করাইতে গ্রহণ
আন্তরিক ইচ্ছা মোদের আছে অনুক্ষণ

'বর্ত্তমান যুগের অনেক বিদুষী মহিলা, বিখ্যাত মহিলা পরিচালিত পত্রিকার বিদুষী সম্পাদিকা ও অনেক লেখিকা নিম্নোক্ত ভাবাবলম্বিনী। তাঁহারা সাত বৎসর অনুপস্থিতি, তিন বৎসর জন্য ত্যাগ, নিষ্ঠুর ব্যবহার ও মদ্য পান বিবাহের পূর্ব্বে কোন অঙ্গহীনতা বা রোগযুক্তত্বাদি প্রমাণে পতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ ক্ষমতা-যুক্ত বরদা আইন পক্ষপাতিনী ও প্রচলনে চেষ্টিত।'

শয়তানীর দিন এবে হইয়াছে গত
বরদা আইন আদি করি হস্তগত
তোমাদের শাস্তি দিতে দাঁড়াইব যবে
তখন তোমরা ঠিক সায়েস্তা হইবে
শত্রুতার ভাব নিয়া আর রেষারেষি
সংস্কার সুবিধাজনক এতে হয় না বেশী
প্রেম সহিষ্ণুতা আর সৎশিক্ষা বিস্তার
ধৈর্য্য, ত্যাগে বহুস্থলে সুন্দর সংস্কার
প্রেম, সহ্য, সৎশিক্ষাদান, নারীর আদর্শ
সকল সংস্কার ক্ষেত্রে রাখিবে অবশ্য
মেয়েরাই পরিবার আর সমাজের
মাতা ও ভগিনীরূপা ঘরের ও দেশের
ছেলেরা জননী আর বড় বোন কাছে
প্রাথমিক সৎশিক্ষা পায়, অন্যে শিখায় পাছে
বুঝাইয়া শিখাইয়া ফল না দেখিয়া
আগে কি ব্যবস্থা সভায় যেতে হয় চলিয়া?

অল্পদুঃখ পেয়ে আর ঐহিক সুখতরে
ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ধর্ম্মপতিরে
তার উপর অন্য পতি গ্রহণ ক্ষমতা
বরদায় যে আইন হয়েছে অতীব ঘৃণিতা
ধর্ম্ম বিবাহের দেশে বিবাহ বিচ্ছিন্নতা
নাই এই যে মত, অতি সত্য কথা

বিধবা বিবাহ বিধি অপারগের জন্য
এক পতি নিষ্ঠাই ভারতনারীর ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিবাহের দেশে ধর্ম্ম কারণেই
বিচ্ছেদ যা হ'তে পারে মনে হয় তা এই
চরিত্র ধর্ম্মকে খাট, কাহারো খাতিরে
করা যায় না, এটী মহাসত্য এ সংসারে
তা যদি না সহ্য হয় তাড়ায় যদি দূরে
অগত্যা যাইতে হবে মীরার পথ ধ'রে।

[৫২]

সতী নারীর অনুনয় না শুনিবে কাণে
গ্রাহ্য না করিবে তার সেবা আত্মদানে
সতীকে ছাড়িয়া কুৎসিৎপথে বিচরণ
করি বেড়ায় যেই স্বামী অগম্যাগমন
ঘরে আসি ক্ষতগুলি কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত
সন্তানের জন্ম দিবে বংশেতে পর্য্যন্ত
সেই রোগ সঞ্চারিবে, অপরাধ শূন্য
বংশপরম্পরা দুঃখ পাইবে ভীষণ
যদি চাও পতির কল্যাণ সমাজ কল্যাণ
করিতে হইবে গিয়া দূরে অবস্থান
যে স্বামী করেন বিষম প্রহার অত্যাচার
দেহে, না সহাতে সঙ্গ ত্যাগ কর তার
এর নাম তো বিবাহ-বিচ্ছিন্নতা নয়
অন্য-বিবাহ হিংসাক্রোধে হৃদয় বিচ্ছেদ হয়

'স্বামিজী ইহা স্বীকার করিতেন যে, যেখানে বিবাহ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিলে ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় সেক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রী উভয়ের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন হওয়াই মহত্ত্ব ও সাহসের কার্য্য'—ভারতীয় নারী

যত বুঝাও না শুনি অবিচার অত্যাচার
দুর্ব্বলের করিলে, তীব্র প্রতিবাদ চাই তার
যা খুসী করুন পতি নির্ব্বাক রহিবে
সতীত্বের ধুয়া, এই মিথ্যাযে কহিবে
তা শুনিলে পতির পাপে হয় প্রশ্রয় দান
পতি-পত্নী সমাজ এতে তিনের অকল্যাণ
স্বধর্ম্ম গ্রহণ করি স্বধর্ম্ম সঙ্গত
ভোগে বাধাদানরূপ অত্যাচার রত
গুরুজনও সমাজবিধান কোরোনা স্বীকার
প্রাণ দিল অম্বা, এর করিতে প্রতিকার
যুবতী কুমারী কারু সঁপেছে কিনা প্রাণ
না জেনে হঠাৎ তাকে হরণ, অন্যে দান
মহাত্মা ভীষ্মের আর সমাজের পক্ষে
কতদূর অত্যাচার ইহা নারীর দিকে
দুই কুলে ত্যাজ্যা হ'য়ে ভীষ্মের নিধন
সমাজ কু-বিধান নাশে অম্বা দেয় জীবন
যদি বল হিংসাবশে ভীষ্মের নিধন
অম্বার পক্ষেতে ইহা অধর্ম্ম কারণ
কিন্তু ভীষ্মদেব ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়
সবিশেষ লাঞ্ছিত করিলেন অম্বায়
শাল্বত্যক্তা হ'য়ে অম্বা যখন উপস্থিত
বিনা ব্যবস্থায় ভীষ্ম কৈলেন বিদূরিত

অহিংসা উচ্চের পক্ষে নিম্নের পক্ষে নয়
হিংসা পেলে হিংসা তার পক্ষে দোষ নয়
পিতা, সমাজ, শাল্ব, ভীষ্ম, সকলেরই দোষ
এক ভীষ্মোপরি অম্বার পড়িল সব রোষ
এই এক বড় পাপ অম্বার যায় দেখা
তবু এই উপাখ্যানে পাই বহু শিক্ষা
কি কঠোর তপস্যা কি অদ্ভুত দৃঢ়তা
অম্বার চরিত্রে বীর নারীর যোগ্যতা
অতি দুঃখ পেয়ে যদি চণ্ডালিনী শাপে
এড়াতে পারেনা তাহা ব্রাহ্মণের বাপে
এই শাস্ত্র বাক্য সাক্ষী এই উপাখ্যান
অম্বাকোপ উপলক্ষে ভীষ্মের মরণ
বিশ্বজয়ী শ্রেষ্ঠ নর মরিল অম্বাকোপে
তাই সমাজ ধ্বংস হ'তে পারে নারী শাপে
একে মহামতি ভীষ্ম গুণের নিদান
নাহি জানিতেন অম্বা শাল্বগত প্রাণ
এজন্য ক্ষমা কৈলে তাঁকে মহত্ব হইত
কিন্তু অন্য দিকে তিনি মহাদোষ যুক্ত
যুবতী হরিলেন কেন সমাজ কুবিধানে
শাল্বত্যক্তা অম্বা দুঃখ না শুনিলেন কাণে
বয়স্থা কন্যা মিশিতে দিয়া শাল্ব সাথে
তারপর বীর্য্যশুল্কা করি অন্য হাতে
দিতে যাওয়া এর নাম নিশ্চয় অত্যাচার
অম্বার উপরে সমাজ,—পিতা ও মাতার

'রোমান ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করিয়া বহু শক্তিশালী
স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমিও এই বিষয়ে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি যে, জাতির
জীবনে পূর্ণব্রহ্মচর্য্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও জীবনকে বিচ্ছেদ-
হীন পুন্যময় করা আবশ্যক'—"স্বামিজী" ভারতীয় নারী।

সমাজ অভিভাবক স্বামী যে কেন না হবে
যা করুক তাতে কি নারী মুখ বুঁজে রবে ?
আছে কতগুলি লোক গুণে না হয় নত
সোজা অঙ্গুলিতে নাহি বাহিরায় ঘৃত
তাহাদের জব্দ করা, উৎপীড়িতার জন্য
দয়া ও সংগ্রাম ভাল ক্ষত্রগুণ চিহ্ন
ভাল তাঁরা, অন্যায় বিরোধী শক্তিমতী
কিন্তু প্রকাশিবেন ধর্ম্মানুমোদিত শক্তি
ভেবে দেখুন দোষী নয় সব পুরুষ জাতি
অল্পের দোষে সকলের না কর্ত্তে হয় ক্ষতি
পুরুষেও আছে যেমন সদ অসৎ মতি
নারীতেও আছে বহু শয়তানী প্রকৃতি
সামান্যে অন্য বিবাহ ক্ষমতা পাইয়া
শয়তানী নারীগণ উঠিবে বাড়িয়া
অন্য দলের শয়তানের করিয়া সুবিধা
এই দলের শয়তানদের দমনের প্রথা
ইহা যেন ঘরে সর্প বাসা যদি লয়
ঘর পোড়াইয়া ফেলিবার মত হয়
নারী উৎপীড়নকারী শয়তানে দমাও
পাশ্চাত্য আইন নাহি আনিয়া সাঁধাও।

[৫৩]

হে পুরুষগণ কহি কর জোড় করিয়া
হৃদয়েতে জাগাউন স্নেহপ্রীতি দয়া
জননী ভগিনী পত্নীরূপে যেই জাতি
হৃদয়শোণিত আর স্নেহ দয়া প্রীতি
দিয়াছে ;—যে গুণে নর জীবন ধারণ
তার প্রতি হউন স্নেহ দয়াবান
সে জাতির উপর ভক্তি কৃতজ্ঞতা বশে
সেবা ও উন্নতি ইচ্ছা যেন হৃদে আসে
নারী দুঃখ নাশে নারী ব্যস্ত কেন আজ-
নারী দুঃখ নাশ তো আপনাদের কাজ
যেই অভিভাবক করে অন্যায় উৎপীড়ন
তাদের দমন করুন অনাথা পালন
নারীরা চেষ্টিত কর্ত্তে নারীহরণ নাশ
এতে কি আপনাদের পৌরুষ প্রকাশ ?
অনাথা কি আজ এই দেশের নারী কুল
নিজের সর্ব্বপ্রকার ভাবনা ব্যাকুল
সুখী আর নিরাপদ মম পত্নী কন্যা
এ ভাবিয়া সবে সরি থাকিলে চলেনা
সমাজ সংহতি শক্তি শাসনাদি নাই
বাঁচিতে কি পারে লোকে নিজ নিজ লই
অন্যায় নাহি করুন,—অন্যায় দেখিয়া
যে নীরবে থাকেন সেও যাইবেন দহিয়া

'মৎপরায়ণ গৃহস্থব্যক্তি যথাশক্তি বেদাধ্যয়ণ স্বধা স্বাহা ও অন্নাদি দ্বারা প্রত্যহ ৮৭
মৎস্বরূপ দেব ঋষি পিতৃ ও ভূতগণের উপাসনা ন্যায়ানুসারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিবেন'—ভাগবত ১১ শস্ঃ ১৭ থঃ

সমাজকে সংশোধিত উন্নতি নারী কুলে,
বিপদে পড়িবেন,—এর সাহায্য না কৈলে
না বুঝেন যদি এসব কথা সুসঙ্গত
একদিন শুনিবেন ভুগি প্রায়শ্চিত্ত
মহৎ পথেও যদি চলিতে চায় নারী
অভিভাবকেরা তার পায়ে দিয়া বেড়ি
আপত্তি গঞ্জনা করে জানেন না কি তা
শতকরা পাঁচজনে পায় স্বাধীনতা
বহু স্বামী অভিভাবক অবিচার দোষী
আপনাদের নীরবতায় বাড়িয়া যায় বেশী
নব্যমতের নারীগণ শাস্তি দিতে তার
সমাজে আনিবে অশান্তির হাহাকার
বিচ্ছেদাদি আইন তারা যখন আনিবে
ভাল মন্দ দুইয়েরই ফল ভুগিতে হইবে
অবলা পাইবে দুঃখ প্রবলের হাতে
আপনারা চক্ষু বুজি র'-ন যদি তাতে
পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ভাবভাবিতা নারীগণ
যা খুসী করিবে এতে না শুনি বচন
বিচ্ছেদাদি আইন তারা যখন আনিবে
সবাকেই তার ফল ভুগিতে হইবে।

[৫৪]

আর এক মুস্কিল ধর্ম্ম পথ চান যারা
সমাজ সেবাকর্ম্ম দেখিলে সরিতে চান তাঁরা

তাঁরা ভাবেন ইহা কর্ম্ম এতো ভজন নয়
অতএব এতে ভক্তি লাভের বাধা হয়
তাহ'লে কি সেবাধর্ম্ম' এযুগে নূতন এলো
ভূঁই ফোঁড় ,—কিংবা আকাশ হইতে পড়িল ?
প্রতিযুগে সেবাধর্ম্ম ভজনাঙ্গ রূপে
এদেশে বিরাজমান নব নব ভাবে
ভাগবত ভারতাদি পূর্ব্ব ইতিহাসে
পঞ্চযজ্ঞ ভজনাঙ্গ বলি উপদেশে
এই পঞ্চযজ্ঞ ;—"সর্ব্বভূত সেবা যাহা
নিত্যকর্ম্ম অপরিত্যজ্য গীতার মত ইহা"
অবিরত গাও নাম আর কর ধ্যান
ভক্ত সেবা কর ;—'আর দীনজনে দান'
কর তব বিদ্যা বুদ্ধি ধন ও সম্মান
শঙ্করাচার্য্যের এই এক উপদেশ প্রধান
নামে রুচি জীবে দয়া ভক্তের সেবন
ইহাই ধর্ম্মের পথ শুন সনাতন
এই শিক্ষা দিয়াছেন গৌর ভগবান
রামকৃষ্ণ স্বামিজীর শিক্ষা সাক্ষাৎ বর্ত্তমান
সেবা দয়া কর্ম্মাদি সাথে অবশ্যই রবে
ভাব বদল করি উহা ভজন বানাবে
নানা মূর্ত্তিধারী শ্রীনারায়ণ সেবা
এতদূর উচ্চভাব অনুভবেন যেবা
সেতো উচ্চকথা ;—কিন্তু প্রবর্ত্তকগণ
যাঁদিগেতে ঐ ভাব হয়নি স্ফুরণ

"উচ্চবর্ণীয় হিন্দু গৃহস্থগণের জন্য পঞ্চযজ্ঞে সাধুঋষি, দেবতা, পিতৃ মনুষ্য ও ইতর প্রাণীগণ সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হওয়ার অর্থ সাঙ্গোপাঙ্গ সাবরণ জগন্মাতাকে পূজা করা, ঋষিযজ্ঞ দেবযজ্ঞ নরযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ও ভূত যজ্ঞ-রূপ ইতর প্রাণীর সেবানুষ্ঠানের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাবে বিশ্ব সেবাই রহিয়াছে, ঐ বিশ্ব সেবাই বিশ্বজননীর সাঙ্গোপাঙ্গের পূজা'

(যাঁরা) সবে মাত্র ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস নিয়ে
সাধুসঙ্গ নামগান প্রার্থনা সহায়ে
পথে উঠিবেন তার হ'য়েছে উপক্রম
তাঁহাদেরও যোগ্য ভাব আছয়ে এমন
যেভাব তাঁদের পক্ষে সুবোধ্য সুগম
যদবলম্বনে কর্ম্ম হ'য়ে যায় ভজন
কর্ম্ম ভজন বানাইতে অনেক ভাব আছে
ভাগ্যে থাকিলে তাহা আলোচিব পাছে
স্বামিজী যখন মিশন স্থাপন করেন
কর্ম্মে সন্দেহিত ভক্তগণে বলিলেন
ভাবিতেছ বুঝি ;—ওহে বিভু প্রেম স্বরূপ !
অহো তব কি মহিমা কিবা গুণরূপ
ইহা ভিন্ন আর সব অভক্তি অভজন
কর্ম্মে ভজন হয় না তার নাই প্রয়োজন
ভাবিছ তোমরা তাকে ফেলেছ বুঝিয়ে
আমি বুঝি নাই সেই বিশ্বপ্রেমময়ে
দেশ সেবা করিতে নাবে ভজনের সহায়
হাত পা গুটাইলেই কর্ম্ম ছাড়া যায় ?
মহা সত্য কথা ;—কাকে বলা যায় ভজন
যাতে প্রভু সুখ পান তা কি নয় ভজন
ত্যাগী ভক্তেরাও প্রবর্ত্তক সাধারণে
সৎপথে চালাতে আসেন কর্ম্ম আচরণে

প্রভু যদি হন জীব জগতের মাতা
জগৎ সেবার সঙ্গে হবেন সেবিতা
সাঙ্গপাঙ্গ সাবরণ সহিত পূজিলে
দেবতার পূজা হয় শাস্ত্রে এই বলে
কৃষ্ণ পূজায় গোপগোপী রাখাল বংশীবট
গাভীবৃন্দ পূজিতে হয় করি মন্ত্র পাঠ
বিষ্ণুকে করিতে পূজা বৈকুণ্ঠবাসীগণ
গদাশঙ্খচক্রকে হয় করিতে পূজন
সেইমত জগন্মাতা দেবতা ভগবান
তাই পঞ্চযজ্ঞে সর্ব্বজীবসেবা বিধান
জীবের অবস্থা যখন নহে একরূপ
সেবাও তখন অবশ্য হবে নানারূপ
দুষ্টহিত অভিলাষী, হিংসা শূন্য চিত্ত
হ'য়ে যিনি অবাধ্য দুষ্টে করিয়া শাসিত
পাপকার্য্য ছাড়ান ; সে কার্য্যও পূজা সত্য
দুষ্ট যেমন দেবতা, তার তেমন চাই নৈবেদ্য
জগতের হিতকার্য্যে মতি যার নয়
কিরূপে সে জগত নাথের ভক্ত হয়
জীব হিত ইচ্ছা দয়া একদম বাদ দিয়া
তাঁর সাধন হবে শুধু স্তব স্তুতি করিয়া ?

[৫৫]

গীতা বলেন আমরা পড়েছি আরও ভুলে
দুঃখ যায়, অন্নস্বাস্থ্য পাইলেও দিলে

যদি লাভ হয় বহু সুখৈশ্বর্য্য ধন
করে যদি বহু জনে চরণ সেবন
স্বাস্থ্যবান বলবান যদি হই ভবে
হই যদি অতি বড় বিষয় বিভবে
কিছু নয় কিছু নয় জানিবে নিশ্চয়
নিজ অধিকার স্বধর্ম্ম যদি না লাভ হয়
স্বধর্ম্ম বিমুখ হ'য়ে বিষয় বৈভবে
ধর্ম্ম নৈতিক জীবন ক্রমে অবনত হবে
ধর্ম্ম নৈতিক জীবনে পড়িলে অভাবে
ভোগের কপালও তখন পুড়িয়া যাইবে।
বরং কিছু ভোগ হবে থেকে স্বধর্ম্মেতে
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসরও হবো মুক্তি পথে
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া বেশী ভোগ হবে আশা
করে যেই সেই মহামূর্খ বুদ্ধিনাশা
স্বধর্ম্ম সহায় হেতু চাই অন্ন স্বাস্থ্য
কর্ম্মে আর স্বাস্থ্যাদি ফলে না হইয়া মুগ্ধ
জ্ঞান ভক্তি লাভ জীবনোদ্দেশ্য জানিয়া
তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত বা আসক্ত হইয়া
জীব তাঁর সন্তান তাকে আপন ভাবিয়া,
জীবে দয়াদি প্রভুর প্রেরণা জানিয়া
স্বধর্ম্ম ঈশ্বর লাভের পথ এ জানিয়া
ঈশ্বর চরণে ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া
স্বধর্ম্ম পালন সহায় অন্ন স্বাস্থ্য জেনে
করিলে উপার্জ্জন দান অনাসক্ত মনে

এই ভাবের কর্ম্মে এড়াই কর্ম্মের বন্ধন
বাঁচা যায় না কর্ম্ম হ'তে পলাইয়া বন
ব্যাধি নাশাদি ফল মোহে যদি মন গ্রাসে
হইলাম অমনি বদ্ধ মিথ্যা মোহপাশে
অন্তর যদি চায় শুধু ঐহিক ফললাভ
প্রভু পরমার্থিক দিবেন দেখিয়া কোন ভাব ?
ধন স্বাস্থ্য বিদ্যাই জীবনোদ্দেশ্য ভাবিয়া
কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িলে ঐফল লোলুপ হৈয়া
সেইলোভে সেই ভাবে মিলে না জ্ঞানধন
যাহা চাবে তাই পাবে বিধাতা নিয়ম
মন যদি চায় একমাত্র ব্যাধি নাশাদি ফল
প্রভু কি দিবেন ঘোল প্রার্থনার জল
কর্ম্ম লাগি চাঞ্চল্যতা রজোগুণ হয়
কিন্তু তাহা সাধকের উপযোগী হয়
অবনত ভারতে ধর্ম্ম নীতির স্থাপনে
তার সহায়তা স্বরূপ অন্নবস্ত্র দানে
স্বধর্ম্ম সঙ্গত ভোগলাভ সহায়তা
এ উদ্দেশ্যে যেই হয় কর্ম্মী আর দাতা
তাহার কর্ম্মাদি যায় ভজন হইয়া
স্বধর্ম্মস্থাপক কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী হৈয়া
ঈশ্বর আসক্ত চিত্তে নিজ ও অন্যের
স্বধর্ম্ম সুবিধা লোভে যে কোন কর্ম্মের
অনুষ্ঠান করিলে তাহাই ভজন
হইয়া দাঁড়ায়,—ফলে আনে জ্ঞানধন ।

'ভক্তি স্বতন্ত্র সব সুখদানী
বিনু সৎসঙ্গ ন পাঁওহি প্রাণী।

পুণ্য পুঞ্জ বিনু নমিলহি সন্তা
সৎসহত্তি বিনু সংসার নহু অন্তা।'

—তুলসী রামায়ণ

[৫৬]

গুরুদত্ত নামাশ্রয়, ধ্যান, ভক্ত
সঙ্গ নিষ্ঠা রাখিলে ;—হৃদয়ে জাগ্রত
স্মৃতিতে জাগ্রত থাকে সে বস্তু মহান
স্বাস্থ্যাদি ফলে কাজেই হয় না বড় জ্ঞান
তৎপর অনাসক্ত চিত্তে যতটা পারিবে
কর্ম্ম কর সেই কর্ম্মে ভজন হইবে
নামনিষ্ঠা ভক্ত সেবা বাদ দিয়া তাই
শুধু জীবে দয়া তো গৌরের আদেশ নাই
জীবে দয়া উড়াইয়া শুধু হরিনাম
তাওতো বলেন নাই গৌরভগবান
উল্টাইয়া সে কথাই গীতায় শুনিবে
ফলে মোহ কর্ম্ম ত্যাগ দুইই না করিবে
নাম ও ভক্ত সঙ্গে হবে ফল মোহ ক্ষয়
কর্ত্তব্যকর্ম্মে অপরাধ বিনাশ করয়
সাধুসঙ্গ মহিমার একমাত্র কারণ
সাধুসঙ্গে পাই ঈশ্বর অস্তিত্ব প্রমাণ
ঐরূপে দেখি প্রভুকে,—নাম প্রণাম প্রার্থনা
আধ্যাত্মিক নিম্নস্তরের এইই উপাসনা
নামাশ্রয়ী জনের নাই, পাপপুণ্য আদি
দোষ কৈলে হন শ্রীনাম নিকট অপরাধী
রাজপুত্রে শক্তি নাই শাস্তি দিতে কার
তা বলিয়া প্রজা উপর অবিচার অত্যাচার

রাজা সহিবেন না দিবেন আঘাত কঠোর
এইমত ভক্ত, নামাশ্রয়ীর উপর
অধিকার নাই বিধাতা যম ও দেবতার
প্রজা ক্লেশ ঘটালে ঈশ্বরই দণ্ড করেন তার
নামনামী অভেদ তারকব্রহ্ম ভগবান
নাম নিকট অপরাধে বিরূপ হ'ন নাম
নামাশ্রয়ে পাপে সাহস শাস্ত্রোক্ত অপরাধ
নির্দ্দয়তা পাপ তাই, নাম নিকটে অপরাধ
সাধ্যমত দয়া ত্যাগ নাম অপরাধ
অপরাধে নামব্রহ্ম ঘটান বিঘ্নবাধ
নামব্রহ্ম করেন প্রাণে আধ্যাত্মিক স্ফুরণ
দয়ায় তুষ্ট হ'য়ে করেন বিঘ্নাপসারণ
জীবপ্রতি ভ্রাতৃবুদ্ধি দয়া সেবা আদি
নামেরই আজ্ঞা প্রেরণা, অগ্রাহ্য করি যদি
আর যাই পাই তাকে পাইব কিরূপে
বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপ্রেমিক যে ভবে
প্রেমময়ে আর নির্দ্দয় সংকীর্ণ হৃদয়ে
তেল আর জলেতে কি কখনো মিশয়ে
ভজন করিনা বটে কিন্তু প্রভুর কর্ম্ম
অন্নাদি দান করিতেছি দয়া বড় ধর্ম্ম
মায়ার ছলনা এই আত্মপ্রবঞ্চন
ভুলায়ে দেয় মাঝে মাঝে সাধকের মন
সংসার তার-কর্ম্ম তার-সদা অনুভূতি
প্রভুর কাজ বলিয়াই কর্ম্মের উপর প্রীতি

যার আছে, সে এও জানে সর্ব্বশক্তিমান
সর্ব্বকর্ত্তা ও মাতা গীতার এই জ্ঞান
এসব ভক্ত নিজেরাও আনন্দ পাথার
অন্যেও করিতে পারে মুক্ত নির্ব্বিকার
জনক ঋষির তুল্য ইহারা সদাই
কর্ম্মে লিপ্ত হতে পারে জ্ঞান না হারাই
স্বাভাবিক ধ্যানময় ইহাদের জীবন
সর্ব্বকর্ম্মে সংসারে তাকে-করেন দর্শন
এদের না রহিতে পারে পৃথক ভজন ধ্যান
এর পূর্ব্বে নাই,—যে বলে তার কাছে সাবধান
সত্য, জ্ঞান, প্রকাশিতে কায় বাক্য মন
আত্মদান করিয়া ভজন প্রয়োজন
অনেক সময় ঐহিক ফল মুগ্ধ মন
প্রভুর কর্ম্ম ছুতায় করে বিবেককে বঞ্চন
ঐহিক ফল লোভযুক্ত সকাম কর্ম্মেতে
জ্ঞানলাভ হবে না শত জনমেতে
দেহ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলায় সে আনন্দ বিনে
দেহরক্ষা ঐহিক সুখ কি বড় এ ভুবণে
তাই সব বঞ্চনা ছাড়ি চিত্তশুদ্ধি জন্যে
দৃঢ়নিষ্ঠা চাই নাম সৎসঙ্গ ও ধ্যানে
জ্ঞানোপায় ভজন ছাড়ি অন্নদানাদি কর্ম্মে
সব শক্তি দিবেন কি উচ্চ অনুভবিগণে ?

সর্ব্বশক্তি দিয়া অন্নার্জ্জন দানাদিতে
রত হ'বে যারা,—তারা আর এক থাক জগতে
আধ্যাত্মিক অধিকারী তদর্জ্জন উদাসীন
হইলে সমাজ হবে ধর্ম্মভাবহীন
অন্নহীন ভারতে যেমন চাহি অন্নাগম
তেমনি চাহি সমাজে ধর্ম্মের স্ফুরণ
দেহ তরে চাই অন্ন উপার্জ্জন দান
জ্ঞান ভক্তি খোরাকের কে করে সংস্থান
সাধু সঙ্গে ভগবানের প্রমাণ পাইয়ে
বিশ্বাস ব্যাকুলতা এলে জীবের হৃদয়ে
তবেতো দিবেন প্রভু নামাশ্রয় জ্ঞান
আধ্যাত্মিক খোরাকের প্রকাশ সংস্থান
অধ্যাত্মিক অনুভবী নিজ শক্তিমত
না ভজিয়া যদি হারান আধ্যাত্মিক পথ
কাহাতে আধ্যত্মিক খোরাক হবে বিকশিত
তাঁহার কল্যাণ জগৎ কল্যাণ নিমিত্ত
কাহার জীবন আর চরিত্র দর্পণ
ঈশ্বরাস্তি সমাজকে করাবে দর্শন
নির্ভীক নিরহং ঈশ্বরালোকিত চরিত্র
কার মধ্যে দেখিবে মানব সমস্ত
সমাজের মহত্তম কল্যাণ কারণ
আধ্যাত্মিক সত্যের বিকাশ প্রয়োজন
তাই ভাগ্যবান আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্তজন
নিজ ও সমাজ আত্মার শান্তির কারণ

বারি মথি বরু হোইঘৃত সিকতাবরু তেল
বিনা হরিভজন ন ভওঁতরহি এই সিদ্ধান্ত অপেল

জল মথিয়া ঘৃত বালি পিষিয়া বরং তেল পাওয়া সম্ভব, তথাপি সৎসঙ্গাদি ভজন ব্যতিরেকে ভয় শোক কামনা মোহ নাশ হইয়া স্বার্থগন্ধহীন উদরে দয়া প্রীতিরূপ ভগবৎভাবাংশ লাভ হইবে না। ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মতসিদ্ধান্ত—তুলসী রামায়ণ

সযত্নে সাধিবেন আগে সৎসঙ্গাদি কর্ম্ম
জানিবেন তাঁর পক্ষে উহা প্রথমস্বধর্ম্ম
নিজ নিজ স্বধর্ম্ম ছাড়ি পরধর্ম্মী যিনি
সমাজ ও নিজের ঘোর অপকারী যিনি
প্রকাশোন্মুখ ধর্ম্মকে ভজন বিনে যিনি
শুকাইয়া ফেলেন ঘোরদণ্ড পাবেন তিনি
ভজন ছাড়িয়া অনাবশ্যকীয়দয়া
তার ফলে শ্রীভরতের হলো মৃগকায়া
রুগ্নদেহে যেমন বহু নিয়মপালনে
দেহ তাজা রাখি প্রবেশিতে হয় কর্ম্মে
তেমনি বিশেষ যত্নে সৎসঙ্গাদি করি
বিষয়ে কর্ম্মে প্রবেশিবেন, সাধারণঅধিকারী
অনেকে পাইয়া কিছু ধর্ম্মেরুচিমতি
চরিত্রগঠনে হেলায় ভুল করেন অতি
ঈশভক্তি না জাগিতে চরিত্র কখন
আপনি সফুরেনা লাগে পৃথকসাধন
সুন্দর সবল দৃঢ় নৈতিকচরিত্র
সমাজরক্ষক,—অধ্যাত্মসাধনপথমিত্র
অন্নস্বাস্থ্য চরিত্রহীনের না হয় ভজন,
ঈশ্বরানুভূতিলাভ চেষ্টার কারণ
চেষ্টাতো দূরে থাক নিত্য নানামতে
দুঃখ কষ্ট বিশৃঙ্খলা ফেলে বিপৎপাতে

এজন্য ভারতে নৈতিকচরিত্রের উপর
বিশেষ শিক্ষা দিয়া,—দিয়াছে খুব জোর
শুধু তা নয় চরিত্র তাঁরই প্রকটরূপ
চরিত্রের তুলনায়,—তিনি হিমাচলস্বরূপ
অতুলনীয়কে, কোন সৃষ্ট বস্তু দ্বারা
বুঝাইতে নাই আর হিমাচল ছাড়া
পবিত্রতাশুভ্র তিনি, তুষারভূষণ
গিরিরাজ সম,—আর দয়া প্রস্রবণ
অগণিতনদী যাহা গিরিপ্রবাহিনী
সেইরূপ বিগলিতা করুণারূপিনী
কোটী কোটী বজ্রাঘাত কঠোর কুলিশে
গিরিরাজ বুকপাতি লয় অনায়াসে
তেমনি দৃঢ়তা সহ্য ধৈর্য্যাদি অপার
গুণবিভূষিত হয় চরিত্র তাঁহার
চরিত্রের সাধনাও ঈশ্বরভজন
চরিত্রকে ভজন হতে পার্থক্য অকারণ
চরিত্রেতে ঈশ্বরের অনুরূপ গুণ
আনয়নচেষ্টা বিনে কিরূপে ভজন ?
তাই যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান
সমাজ ও নিজপ্রতি হয়ে দয়াবান
করুন চরিত্রগঠন পরমস্বধর্ম্ম
কারণ তাঁদের দিতে হবে নীতিধর্ম্ম
ত্যাগসংযমচরিত্র যদি উচ্চে না দেখায়
সমাজ কে রক্ষা করে তাহা ধ্বংস হয়

আচণ্ডালব্রাহ্মণ শ্রীরামের প্রজাগণ
জানে তাঁরে,—তিনি জ্ঞানী ধার্ম্মিক মহাজন
ভুবনবিখ্যাত নারীলম্পটের ঘরে
র'য়েছেন সীতাদেবী বহুকাল ধরে
এতে অল্পবুদ্ধি যত জনসাধারণ
নিঃসন্দেহ তারা হ'তে পারেনা কখন
এর বিষময়ফলে নৈতিকচরিত্র
সাধারণজনের হইবে কলুষিত
কারণ সমাজে যাঁরা শ্রদ্ধার ভাজন
যাঁরে জানে জ্ঞানী উচ্চজাতি মহাজন
তাঁরা যেই পথে চলে সমাজ অবিচারে
চোখ কাণ বুজিয়া সেই পথ ধরে
বিনষ্টসতীত্ব নিয়া, রামের সংসার
অতএব অসতীত্বে ঘৃণা নাহি তাঁর
ইহা যদি সাধারণের হয় বুদ্ধিগত
শিথিল হইয়া যাবে নৈতিকচরিত্র
অসতীত্ব সমর্থন করিলে বড়লোকে
ছোটলোকে ছাড়িবে তা দেখিয়া কাহাকে ?
রাম সর্ব্বত্যাগী না হইলে লোকহিতে,
জনহিতে ত্যাগ ক্ষত্রিয় শিখিবে কাহাতে
এই হেতু যেইদিন ধোপানী ধোপায়
সীতাতে সন্দেহবাণী কাণে গেল তাঁর
সেমুহূর্ত্তে সকলের হিত বিচারিয়া
ফেলিলেন রাম নিজ হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া

সত্ত্বরজভাবহীন যথা ব্যক্তি, জাতি
অর্থ তথা ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞাহুতি
সতের হাতে টাকা তারও অন্যের ভালকরে
অসতের হাতে এলে বিনাশে দুইয়েরে
সুতরাং মনুষ্যত্ব, সৎপাত্রগঠন
হেলাকরি,—টাকা টাকা নেশা অকারণ
টাকার পশ্চাতে যদি চরিত্র না থাকে
টাকায় না তুলিতে পারে,—জাতিকে ব্যক্তিকে ?
শুধু কি দুঃখের কারণ দারিদ্রভারত ?
মনুষ্যত্বে আজও মোরা কত অবনত
মানুষ হ'লে পারে অর্থ করিতে আনয়ণ
অমানুষে পাওয়া অর্থ দেয় বিসর্জ্জন
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দান,—চরিত্রদান
চরিত্র শিখাতে হ'লেই হও চরিত্রবান
নৈষ্ঠিক পালিতে হবে স্বধর্ম্ম আপন
তদবিরুদ্ধভাব ও কার্য্যকে বর্জ্জন
স্বধর্ম্ম প্রকৃতগতি হইবে যাহার
পারিবে সে অপরে তা করিতে সঞ্চার
যত হ'বো নাস্তিক এবং কুচরিত্র
নিজভাবে জগতের ভাব কলুষিত
করিব ; সুতরাং ভাবশুদ্ধি আপনার
সেই কাজও জগতের মহাউপকার
ক্রমশঃই ভাল হবো যেন আমা হ'তে
সংক্রামকব্যাধিসম কুভাব দৃষ্টান্তে,

বিষাক্ত না হয় সমাজ,—আর অন্নাদি দান
তবেই হইল দান সর্ব্বাঙ্গীন দান
বুদ্ধিমান আর্য্যগণ নিজবুদ্ধিবলে
সীতা সতীশিরোমনি বুঝিল সকলে
তা ছাড়া নিষ্ঠাহীনতা,—ব্যাভিচার গনি
সতী সৎ হয় আর্য্যেরা আপনা আপনি
কিন্তু কমবুদ্ধি অনার্য্য ইতরেরও পিতা
সর্ব্বজনহিতৈষী রাম ত্যজিলেন সীতা
চণ্ডাল, অনার্য্য, আর্য্য ইতর,ভদ্রজন
পিতারাম ;—পবিত্রতার দৃষ্টান্ত উত্তম
মাতৃবৎ অন্যনারী ; ইহা দেখাইয়া
রহিলেন চিরন্তন ব্রহ্মচারী হৈয়া
ভক্তি আদর্শ যাঁদের,—তাঁহারা রামের
প্রিয় কার্য্য, ইচ্ছা, জানি দেশ সমাজের
কল্যাণের তরে রামজীবন স্মরণে
স্বধর্ম্মনিষ্ঠা সেবা না আনি জীবনে
হাহা গুণধাম রাম ইহাই বলিয়া
ভক্তি আসিবে কি রামের বিপরীত চলিয়া ?
সকলেই বলেন যে আমি ঠাকুরের
এও মহাসত্য যে ঠাকুর জগতের
তাই জগতেরহিতে মাত্ররুচি নয়
কেমন করিয়া সেই ঠাকুরের হয় ? '
শ্রদ্ধাবান কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানপরায়ণ
হইয়া, ধরিয়া কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন

কোন কোন দলের হইয়াছে অভ্যুদয়
স্থানে স্থানে মঠ মন্দির বহু হয়
এঁদের নিজমত; পথ, প্রণালী, সাধন,
যাহা বলেন তাহা সত্য, সুন্দর, সনাতন
কিন্তু অন্যতম প্রণালীর করি মুণ্ডপাত
অন্য পথিকেরে দেন বিষম আঘাত
প্রবর্ত্তকের নিষ্ঠা ভাঙ্গেন অনিষ্ট বিশেষ
নিজ শিক্ষায় গড়েন যাঁদের,—সংকীর্ণ অশেষ
ইহাদের এই প্রচার বিস্তৃত কম নয়
শত শত অল্পশিক্ষিত সংকীর্ণ তাতে হয়
ব্রাহ্ম শাক্ত শৈব খ্রীষ্টান সকল মত পথ
ইহাদের কাছে সবই তাচ্ছল্য অবজ্ঞাত
সেই সত্য, যে তাঁদের মতে কৃষ্ণপূজক হন
অমুক বিষয়ী অমুক ইন্দ্রিয়পরায়ণ
অমুক রাজসিক অমুক কর্ম্মনিষ্ঠ জন
অমুক শুদ্ধভক্তিপথ করে নাই গ্রহণ
এসব বলিয়া করি ঘৃণা বাছবিচার
অধিকাংশ লোকে করেন ঘৃণাপরিহার
শুচিবাই ভাব নিয়া জগতের সাথে
মাত্র সহানুভূতি পারেননা করিতে
রাজসিক হউক আর বিষয়ী কর্ম্মনিষ্ঠ
অন্যান্যের যদি কোন না করে অনিষ্ট
শক্তিবৎ স্বধর্ম্ম করে,—"যতই ক্ষুদ্র হোক
তবে কি তাহারে ঘৃণাকরে সাধু লোক

রোগীকে সাক্ষাতভাবে অধ্যয়ন ও আপনি রোগচিকিৎসা না করিয়া যেমন
পুঁথিতে রোগবিবরণ পড়িয়া ডাক্তার হইতে পারে না, তেমনি গীতা ভাগবত বর্ণিত বিষয় যাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাকে অধ্যয়ন ব্যতীত কেহ বিশ্বাসী,—ও সাধনারূপ আত্মচিকিৎসা আপন হস্তে না করিয়া কেহ ভক্ত হইতে পারে না। তাই ভাগবতে যজ্ঞপত্নীদের সাধুসঙ্গ ও সাধন ঠিক ঠিক বজায় রাখিয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য ও পঞ্চযজ্ঞাদিতে সমাজহিতাদি উপদেশ করিলেন।

আমাদের প্রেমময় রামকৃষ্ণপ্রভু
বলিলেন বিয়োগাঙ্ক না শিখিব কভু
বিয়োগ অধর্ম্ম আমি করিব শুধু যোগ
আমি আসি নাই ভবে শিখাতে বিয়োগ
বিয়োগের দিন এনয়, যোগের সুদিন
মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন যারা ভকতপ্রবীণ
ছুঁচিবাই ঘৃণা দূর ত্বরান্তে পরিহার
ঐ ধরণ চলে কি বর্ত্তমান যুগে আর ?
তাঁরা যে শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত লয়ে অভিমান
সর্ব্বজনে করেন দুর্জ্জনসমান বর্জ্জন
দেখাযায়, তাঁদেরই কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তগণে
কি আদেশ দিলেন, যজ্ঞপত্নী উপাখ্যানে
স্বর্গকামী কর্ম্মকাণ্ডী ছিল ব্রাহ্মণগণ
গৃহত্যাগী তৎপত্নীদের প্রভু বলিলেন
'ঘরে যাও, আমাতে আত্মসমর্পিয়ে
পতিদের যজ্ঞকর্ম্মে সাহায্য কর গিয়ে
ধ্যান স্মরণ কীর্ত্তনে হ'য়ে মোহশূন্য মন
পতিপুত্র সেবিও আর যজ্ঞ সম্পাদন'
পতিনিষেধ না শুনি মোর ভজন,—দর্শন
জন্য ঘর ছাড়িয়াছ অতীব উত্তম

তমোগুণী স্থাবর তুল্য ;—রজোময় জন
কিছু ভাল,—তাতে আলোক কিছু প্রকাশ হন
পেটুক, কামুক, ধন, বিত্তারস পেল
একটুকু সুক্ষ্মতায় প্রবেশ করিল
অম্লানবদনে কেউ নাশিয়া অপর
ব্যক্তিগত নিজ ভোগ সুবিধা তৎপর
কেউ ক্ষতি করেনা অন্যের,—নিজ পরিশ্রমে
যা পায় নিজেই খায়,—অপরের কারণে
নিজস্বার্থ না থাকিলে দয়াদির বশে
কিছুই না করিতে চায়, —কতক ভাল সে
সেই স্বার্থ হয় যবে পরিবারগত
তখন তাহার ভাব আর একটু উন্নত
তারপর যখন জাগিল মনে আশ
দেশোন্নতি বহুজন হিতঅভিলাষ
পূর্ব্বাপেক্ষা হ'ল সেই অনেক উন্নত
ত্যাগী লোকসেবকেরা,—সুন্দর মহত
তখন সে মহজ্জন শক্তি অনুসারে
যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকুক সংসারে
উদারপরার্থভাব ভিতরে জাগায়
আংশিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বলিব তাহায়
দয়া তার ছড়াইয়া পড়েছে বহুতে
বহুর দুঃখেতে স্থির না পারে রহিতে
স্বর্গাদি, মান প্রশংসা লইয়া অন্তরে
যাগ যজ্ঞ দান বড় বড় কর্ম্ম করে

বড়কর্ম্মী হ'লেও তার হৃদয় শূদ্রসম
বহুহিতে হীনকর্ম্মী ব্রাহ্মণ লক্ষণ
শক্তিমত কর্ম্ম নিলে তবে কর্ম্মপথে
স্বধর্ম্ম পালন হয়,—ভাবের জগতে
যদি কর্ম্ম করে বহুরহিতআকাঙ্ক্ষায়
আংশিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বলিতে হ'বে তায়।

[৫৭]

বহুর দুঃখনাশ আশে,—দেশও দশের
অন্ন, স্বাস্থ্য, চরিত্রাদি, উন্নতি সুখের
লাগিয়া,—অর্থসামর্থ্য দিয়াও যেই জন
মনে ভাবে ঐহিকের অভাবমোচন
এইই জীবনোদ্দেশ্য,—এই জ্ঞান যার
মহত্ব সত্বেও ;—ক্ষুদ্র শূদ্রজ্ঞান তার
হৃদয়ের দিকে কিছু হৈয়াছে উন্নতি
জ্ঞানের দিকেতে, রহিয়াছে হীনমতি,
বহিরন্তরেন্দ্রিয় সুখই, শ্রেষ্ঠ এজগতে
এই অন্ধকারবুদ্ধি রয়েছে তাঁহাতে
দয়া, ত্যাগ বড় বস্তু, বুঝিলেও তারা
জানেননা বিরাটদয়া নাই ঈশ্বরপথছাড়া
জানেননা শ্রীনামব্রহ্ম সদগুরুদেব ;
ইহার আশ্রয় বিনা হয়না ঈশ্বরলাভ
ঐ শূদ্রজ্ঞানে,—যাহা ব্রাহ্মণবুদ্ধি নয়
ভারতীয়কর্ত্তব্য নির্ণয় নাহি হয়

মানুষের মনুষ্যত্ব যা হয়, তা তাঁহার
ভিতরে কতক আছে করা যায় স্বীকার
তথাপি হননি তিনি মানুষ সম্পূর্ণ
পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান আর নাস্তিকতাজন্য
যবে রজঃগুণে কিছু সত্বগুণ মিলয়
দয়ালু দেশহিতৈষী মানুষ সে হয়
উন্নত সে, স্বার্থপররাজসিক হইতে
কিন্তু তাকে হবে আরো উন্নত হইতে
আরো আছে উন্নতি ;—এ দুইটী হুষ
যখন আসিল সেই সম্পুর্ণমানুষ
জীবের স্বরূপ হয়, ঈশ্বরাংশদাস
হওয়া চাই দেবত্ব ঈশ্বরত্বের প্রকাশ
মানবত্ব গণ্ডীর মধ্য দিয়া যাহা
চরিত্রাদি দয়াগুণ, পরকাশে তাহা
তার চেয়ে চরিত্রগুণ,—বড় নাই ভেবে
নাস্তিক হইলে ভারতের না চলিবে
মানবত্বের মধ্যে ব্রহ্ম অল্পই প্রকাশ
দেবমানব ভক্তমধ্যে অধিক বিকাশ
মানবত্বের মধ্য দিয়া যেই পরিমাণ
পরকাশ হয় নীতি চরিত্র ও জ্ঞান
মানুষের প্রেম যাহা দেখা যায় সংসারে
যতটা তা উদার গভীর হ'তে পারে
তা হ'তে অনেক বেশী সুদৃঢ় উদার
চরিত্রাদি,—ভক্ত হৈলে আসিবে তাহার

তাই দয়ালুরও ঈশ্বরপথঅন্বেষণ
জীবনের পরমকর্ত্তব্য,—অন্যতম
অন্নস্বাস্থ্যদানাদি, আর দয়াদিকগুণে
অত্যধিক আসক্ত না হইয়া মনে
করিয়া অন্নস্বাস্থ্য দান দয়া কর্ম্ম
শ্রদ্ধা নিয়া করা উচিত ঈশ্বরান্বেষণ
এ শ্রদ্ধাই কিছু বেশী ;—মানুষের মনে
প্রকাশিলে পা দিল সে দেবত্বসোপানে
ঐ ভক্তিবলে তখন মানুষ হইতে
দয়াদি কতক বেশী, প্রকাশিবে তাতে
আজ যদি দেবতাস্বভাব কতগুলি
দেখা দিত, দেশসেবায় দিত আত্মবলি
তবে কমি যে'ত দেশের অজ্ঞতা অন্নাভাব
মনুষ্যত্বের কাজ নহে, নাশে এ অভাব
মানুষেরা বোঝে এরূপ করিলে হ'তো ভাল
নাই তার, তত প্রেমকঠোরত্যাগবল
মহানন্দে মৃত্যু বিপদ দুঃখকে বরণ
কোন কিছুর লাগিয়া, পারে কয়জন ?
যদি পারে তায় যাতে,—এমন গাঢ় প্রীতি
সে বস্তুতে করিতেছে ঈশ্বরানুভূতি
ঈশ্বরীয়ভূমি এই ভারত, সেজন্য
ঈশ্বরীয় পথে উঠা, পরম স্বধর্ম্ম

যাঁহারা নাস্তিক এবং সকামব্রতাদিতে
স্বর্গলাভই ধর্ম্ম ভাবি, আছেন নিশ্চিন্তে
তাঁহাদের সেই ধারণা, দূর হওয়াই ধর্ম্ম
আস্তিকের অবশ্যকর্ত্তব্য, সেই কর্ম্ম
যাতে তাঁদের জনমে, রুচি ভজনেতে
রুচিবানের চাই, তাঁতে তন্ময় হইতে
ইহার কোন্ স্থানটী, কাহার কারণ
উপযুক্ত তা করিতে হবে নিরুপণ
উপযুক্ত স্থানটী করিয়া গ্রহণ
করিতে হবে অন্যান্য কর্ত্তব্যপালন
নাস্তিক লবেন, সাধুসঙ্গে ঈশ্বরপ্রমাণ
নাস্তি দূর করি বিশ্বাস পাওয়ার কারণ
ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরাস্তি দেখিয়ে দেখিয়ে
আস্তিক্যবিশ্বাস হবে, ধারণা হৃদয়ে
নিম্নসাধারণের, আধ্যাত্মিকস্বধর্ম্মই এই
ঈশ্বরাস্তিবিশ্বাসের উপার্জ্জন চাই
ঈশ্বর আছেন,—আর তাঁর মহিমায়
বুঝি শির যেন আপনা হইতে লুটায়
তৎ মহিমা এক অন্তশ্চক্ষে, দেখে লোকে
ভক্তজীবনে দেখিতে পায়, স্থূল চোখে
আস্তিকেরা জ্ঞানচক্ষে অনুভব করি
দেখুন প্রত্যক্ষ কিছু অনুমান ছাড়ি
প্রত্যক্ষ্যদর্শীর স্বধর্ম্ম সব শক্তি দিয়া
তাঁর দাস হওয়া মোহপাশ কেটে যাওয়া

হানিকি জগ এহি সম কছু ভাই ?

ভজিয়ন রামহি নরতনু পাই

হে ভাই! ভজনলাভযোগ্য এই মানবশরীর পাইয়া ভগবানকে অন্বেষণ না করার মত ক্ষতি ;—ও সুবর্ণসুযোগ হারাইয়া ফেলা কি আর আছে ?—তুলসী রামায়ণ

প্রত্যক্ষ্যানুভবিরা শরণ যদি লয়
ভক্তজীবনলাভ করিবে নিশ্চয়
ভক্ত হয়ে, ঈশ্বরের প্রকটপ্রমাণ
নাস্তিকে দেখায়ে করুন বিশ্বাসপ্রদান
কেহ বা বলেন মোর অতিপ্রিয় ধন
কেহ বা বলেন মোর পুত্রগতপ্রাণ
কেহ বলেন আমি বিদ্যাশক্তি অভিলাষী
কেহবা বলিবেন আমি সৎকর্ম্ম ভালবাসি
আমার যখন এত বিষয়আসক্তি
আকাশকুসুম মোর পক্ষে হরিভক্তি
ভূল ইহা,—ঈশ্বর খুঁজিতে নাই মানা
খুঁজিয়া প্রমাণ পেলে কি বিশ্বাস হবেনা ?
প্রমাণ পাওয়াই এক অতিবড় কথা
বিশ্বাসে আসিবেই বিন্দুভক্তিশ্রদ্ধা
বিশ্বাসেতে বোঝা যাবে বড় বস্তু সেই
বৃহৎ বস্তুতে কিছু শ্রদ্ধা জাগিবেই
ভগবান বড় বস্তু দেখিতে দেখিতে
ধনেজনে অত্যাসক্তি কমিবে অজ্ঞাতে
একাদশে বিংশাধ্যায়ে ভাগবত ক'ন
যেজন বিষয়াশক্তি ত্যজিতে অক্ষম
করুক সে ন্যায্যবিষয় ভোগ ও গ্রহণ
ভগবান বড় বস্তু করুক স্মরণ

করুক প্রভুর গুণ ভজনকীর্ত্তন
নিজ ভোগ্যবস্তু ক্ষুদ্র করিয়া স্মরণ
যে যেই বস্তুপ্রিয় সেদিক দিয়াই
ভগবদাসক্তি জাগিতে পারে মজা এই
রূপরসাসক্ত যদি বিশ্বাস পায় তাঁর
দেখিবেক রূপরস তাঁহাতে অপার
বলবীর্য্যশক্তিপ্রিয় পাইলে সন্ধান
জানিতে পাইবে 'সেই মহাশক্তিমান'
বিদ্যাদি কবিত্বপ্রিয় পাইলে সন্ধান
জানিতে পাইবে তাঁর অসীমবিদ্যাজ্ঞান
সৎকর্ম্মোৎসাহী তাঁতে হবেনা আসক্ত ?
জগতঅশেষহিতে যে প্রভু নিযুক্ত
ধনপ্রিয়ব্যক্তি কি না ভজিয়া পারে ?
অসীমঐশ্বর্য্যময় লক্ষ্মীপতি তাঁরে ?
পুত্রপ্রিয় তাঁরে ভজি না রবে কিরূপে ?
অবতারলীলাময় সে গোপালরূপে।
বিষয়ের নিন্দা পথের বিঘ্ননাশ কেবল
ঈশ্বরকে খোঁজা এই কথা হয় আসল
যেদিক দিয়া কেননা ঐহিককে ধরেছ
ঐহিক বস্তুদ্বারা আশা মিটিবেনা বোঝ
ঐ প্রিয় বস্তুই এমন কোথা পাও
বড় হয় নিত্য হয়,-খুঁজিয়া বেড়াও
নিন্দা করিলেই,—মোহ যায়না কাহার
জানেন দয়ালপ্রভু সর্ব্বরসাধার

যদি ইহা সত্য হয় তবে যাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন যতই অবনত হউক না তদবস্থা হইতেই তাঁহাকে আদর্শের দিকে কিছু না কিছু অগ্রসর হওয়া বা হওয়ান পরমকর্ত্তব্য।

এমন কিছু বস্তু প্রাণে করা চাই উদয়
যাতে বিষয়াপেক্ষা মন বেশী মুগ্ধ হয়
তাঁর রস আস্বাদিলে মোহে অগ্নিযোগ
হইয়া,—জ্বলিয়া যাবে, যাবে ভবরোগ
সকল মোহগ্রস্থগণে করিয়া মোহিত
অসীম রূপগুণবিদ্যা জ্ঞানকর্ম্মভূষিত
দ্বাপরে, প্রকাশ হলেন রসরাজ নাম
সর্ব্বরসিক, কৃষ্ণে মজি, পাইল পরিত্রাণ
বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা, যাবত হৃদে থাকে
ভোগ করিতে হবে, তা' কি ভুলিয়া তাঁহাকে ?
হৃদয়ে আনিয়া শ্রদ্ধাবিশ্বাস সংযোগ
ন্যায়বিধানানুসারে চাই বিষয়ভোগ

[৫৮]

যে যেখানে পড়ে আছি,—সেই স্থান হ'তে
পিছুফিরা যাত্রা করা কর্ত্তব্য সেপথে
যদি বলি পরমপথ মুখের কথা নয়
ইচ্ছা, চেষ্টা, আর হ'লে সদগুরু আশ্রয়
যন্ত্রের মতন পথ ধরাইয়া দিবে
কোথা সেই ত্রাণকর্ত্তা খুঁজিতে হইবে
অন্নস্বাস্থ্য মনুষ্যত্ব,—পাইলেই দেশ
ভারতের উন্নতি হয়নাকো শেষ

চরিত্রাদি স্বাস্থ্যেতে কিছু সুখী হবে
যম যে বসিয়া,—তার কি মীমাংসা হবে
অন্ন, দেহ, চরিত্র, এই নয় সব
দেহের পরপারে যাওয়া ভারতগৌরব
সুচরিত্রে কমে সাধারণ দুঃখসব
সর্ব্বদুঃখাতীত হওয়া ভারতের গৌরব
মনুষ্যোচিত দয়া তাহা,—লৌকিক সাধারণ
অলৌকিক প্রেমদয়া ভারতের পরমধন
অন্নস্বাস্থ্য সাধারণ সুচরিত্র বলে
ভারতীয় পরমঅভীষ্ট নাহি মিলে
যার যেমন আধ্যাত্মিকাবস্থা সেইমত
ঈশ্বরীয়চর্চ্চা আর তাঁহার সহিত
স্বধর্ম্মোচিত, চরিত্র, স্বাস্থ্য, ভোগ্যাদি অর্জ্জন
এর নাম ভারতীয় জাতীয়জীবন
এই ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, চরিত্র, অন্নউপার্জ্জন
যেভোগে ডুবায় অথবা করে শক্তিহীন
সেভোগ অধর্ম্ম ;—ঐসব যথাযোগ্য রেখে
যেটুকু ভোগ চলে,—জাতীয়ভোগ বলি তাকে।

[৫৯]

অবস্থাশক্ত্যানুযায়ী নীতি ধর্ম্ম আর
স্বাস্থ্যাদিঅনুশীলন স্বধর্ম্ম নাম তার
ভারত স্বধর্ম্মআশ্রয় করিবেক যবে
পর্ব্বতদৃঢ়চরিত্র আরো প্রকাশিবে

ভারত স্বধর্ম্মাশ্রয় করিবেক যবে
কত রাজশিরতার চরণে নমিবে
ভারত স্বধর্ম্মাশ্রয় করিবেক যবে
করুণাজাহ্নবীমূর্ত্তি আরো দেখা যাবে
উচ্চস্তরের লোক আরো উন্নত হইবে
নিম্নস্তর এখন চেয়ে উপরে উঠিবে
এত যাইবেনা শোনা,—হা অন্ন হা অন্ন
স্বধর্ম্ম স্থাপন হ'লে কমি যাবে দৈন্য
অন্নস্বাস্থ্যচরিত্রাভাব শিক্ষাভাব অজ্ঞতা
কমাইয়া স্বধর্ম্মশিক্ষার এ তিন বিঘ্নতা
সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মস্থাপন করিলে
জ্ঞানোন্নতসমাজ আসিবে তার ফলে
স্নান আচার আর বানাইয়া ঠাকুরঘর
কিঞ্চিৎ বসিয়া ভাবি,—নিজকে খুব বড়,
ধর্ম্মের বেশভূষা, আচার, বিচার, স্নান সহিত
সমাজেতে ইহাই অধিক প্রচলিত
দেখা যায় লক্ষ লোক গ্রহণের স্নানে
দেখিনাকো দুটী লোক, প্রকৃতঅনুষ্ঠানে
নির্ব্বিকার নিরহং অনাসক্তি, বিবেক,
উদারতা, ক্ষমা দয়া, দৃঢ়তা নির্ভীক
ভক্তি বিশ্বাস ত্যাগ সেবার সাথে খোঁজ নাই
তিলক গলায়মালা একাদশী ছুঁচিবাই

ধার্ম্মিকজগতে শুধু,—ইহাই দেখিয়া
ধর্ম্মোপরি ফেলে লোকে, বিশ্বাস হারাইয়া
পাশ্চাত্যশিক্ষিতেরা অবজ্ঞামনে গণি
ধর্ম্ম শুনি ভাবে এখন, মাথার পাগলামী
সেও বরং ভাল রবো নাস্তিক হইয়া
যেন না দেই, ধর্ম্মে লোকের বিশ্বাস নাশিয়া
নামাশ্রয়,—সদগুরুআশ্রয় আনুগত্য
প্রকাশ করে পূর্ব্বোক্ত সবগুলি সত্য
সদাচার, সাধনার সহায়ক মানি
সেজন্য কি ফলফেলি খোসা টানাটানি
ওহে আস্তিক বিশ্বাসী দয়াবানগণ !
যে বংশীয় হ'ন আপনারাই ব্রাহ্মণ
বাড়াবাড়ি, শুচি, আচার, স্নান, মালা ফোঁটা
এতে কেন বেশী সময় কাটাইয়া ঘটা
প্রভুআজ্ঞা নাম দয়া,—ভক্তের আশ্রয়
এই স্নান ব্রতের তো চাই শক্তি ও সময়
ধ্যানজপ গুণগান ভক্তসেবা সঙ্গ
আর জীবহিতসেবা মুখ্য ভজনাঙ্গ
কোথা সে ভজনপূজন তাতে রুচিশূন্য
ভাবে লোকে স্নান আচার মধ্যে ধর্ম্ম
এইসব অজ্ঞতা কুসংস্কার বিদূরিতে
আত্মশুদ্ধির লাগি ভজন করুন বিধিমতে
বর্ত্তমানে ভারতে স্বধর্ম্মাভাব তাই
অন্নস্বাস্থ্যচরিত্রেও দরিদ্র সদাই

যে রকম শিক্ষা চলিতেছে সেরকম নয় সত্যিকার, কিছু শেখা চাই ; খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে হইবেনা যাহাতে চরিত্রগঠন হয় ;—মনের শক্তি বাড়ে জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে এমত শিক্ষা চাই।—স্বামিজী
—"ভারতনারী"

স্বধর্ম্মপালনফলে আসে মনুষ্যত্ব
মানুষেই অর্জ্জে অন্নস্বাস্থ্য ও চরিত্র
স্বধর্ম্মভাব দুঃখের এক প্রধানকারণ
আরো দুঃখ ; অজ্ঞ এতে জনসাধারণ
অজ্ঞতার নাশে দেশে বহুবিদ্যালয়
হইয়াও সে শিক্ষায় দুঃখ দূর নয়
বর্ত্তমান শিক্ষা,—শিক্ষামন্দিরগুলিরে
শিক্ষাবলা যায়না,—সহায়ক হ'তে পারে
সৎশিক্ষার মর্ম্ম, আর অবস্থা নিজেদের
বুঝিবার বুদ্ধি জন্মায়,—এইগুণ এর
এবিদ্যাশিক্ষায় খোলে, প্রথমনয়ন
যোগ্য হয় ;—সৎশিক্ষাদি করিতে গ্রহণ
সৎশিক্ষায়ও অশিক্ষিত, তাতে ঘোর মুর্খ
তারা হয় সৎশিক্ষার গ্রহণঅযোগ্য
বহু অশিক্ষিত দেশে শিক্ষা কি জানেনা
কি যে নাই, কি যে, চাই, কিছুই বোঝেনা
প্রকৃতশিক্ষায়, অশিক্ষিত তাহা ছাড়া
নিরক্ষর, অজ্ঞমূর্খ, কুসংস্কারে ভরা
নীতিধর্ম্ম স্বাস্থ্যাভাবজনিত ক্লেশ অপার
ভোগ করে,—জানেনা তার কারণ-প্রতিকার
উপায়হীন আঁধারে পড়িয়া মার খায়
খুবই অবনত দুঃখী বলিতে হবে তায়

পাশ্চাত্যবিলাস, ও ভাব আদর্শ আসিয়া
বেড়াজালে ভারতকে ফেলেছে ঘিরিয়া
প্রতি স্বধর্ম্মসোপানের অল্প আর বেশী
ত্যাগ,—যাহা, শিখিয়াছিল ভারতবাসী
স্বধর্ম্মাদর্শের সেই বেড়াজাল আসিয়া
দেশকে, তদনুরূপ ফেলেনি ছাঁকিয়া
এশিক্ষা তাই বৃথা দাঁড়ায়, পেয়ে নব আঁখি
সৎশিক্ষা দৃষ্টান্ত বিনে কুদৃষ্টান্ত দেখি
শিক্ষিতেরা পড়ে যান পরধর্ম্ম স্রোতে
শিক্ষিত হ'য়েও নারেন ধার্ম্মিক হইতে
সুতরাং ভারতীয় ত্যাগসেবাদর্শ
মূর্ত্তি হওয়া ;—ধর্ম্মাকাঙ্খির কর্ত্তব্য অবশ্য
সুখে অনাসক্ত তাঁর আনন্দ পাইয়ে
দুঃখে স্থিরতার বিধান মঙ্গল নিয়ে
কাহারও জীবনে ইহা করিয়া দর্শন
ঈশ্বরপ্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস জনম
যাবত না হয়,—এক প্রধান শিক্ষায়
অভাব রয়েছে, কিসের শিক্ষার অহংকার
২য় উদারমন উদার ভালবাসা
সমাজ ও দেশগত স্বার্থবুদ্ধি আশা
সমাজে সর্ব্বত্র ইহা প্রচলন দরকার
তা'না হ'তে দেশে কিসের শিক্ষার অহংকার
৩য় আত্মসংযম শরীর মনোবল
ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তেজ, তিতিক্ষাপ্রবল

প্রত্যেকের নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমঅনুযায়ী আচরণই তাহার ইহপরলোকে কল্যাণ কারণ। যেই আশ্রমে অবস্থান করিবেন কদাপি সেই আশ্রমধর্ম্মবিমুখ হইবেন না। —ভাগবত

আত্মোন্নতি দুর্ব্বলত্রাণে, এই গুণ সব
ক্ষাত্রগুণ,—ইহা বিনে শিক্ষার কি গৌরব ?
শ্রমশীল বাধ্যতা কর্ম্মশীলতা এসব
বৈশ্যশূদ্রগুণ বিনে শিক্ষার কি গৌরব
উদরান্নযোগাড় ও লজ্জানিবারণ
বিশাল দুনিয়ায়, যারা সংগ্রহে অক্ষম
এই অকর্ম্মণ্যতা ও শক্তির অভাব
প্রকাশ করিতেছেনা শিক্ষার গৌরব
অসীমকর্ম্মঠতা বল শকতি যাঁহার
সে ঈশ্বর,—অকর্ম্মঠতা বিপরীত তাঁর
সাহারামরুর লোকও দুরন্তপরিশ্রমে
দিবানিশি ছুটী উষ্ট্রঘোটকারোহণে
যোগাড় করয়ে সুদুর্ল্লভ জল ;—ও অন্ন
উপায় নাই কি কেবল ভারতবাসীর জন্য ?
স্বধর্ম্মবিহীন সকল আশ্রম ও বর্ণ
ইহাই দেশের দুঃখের প্রধান কারণ
গৃহাশ্রমগুলি স্বার্থ সুখভোগবিলাস
বৈরাগ্যাশ্রম অনেক স্থলে আলস্যনিবাস
কিঞ্চিৎ বিশ্বাস পেয়েই, নিজ পথ চলা
ঢিল দিয়া, আচার্য্য হৈয়া বানাইয়া চেলা
ঈশ্বরচরণে আত্মবিলোপসাধনা
কঠোর বোধ হয়,—তখন ভালও লাগেনা

আরামের সাধনা,—কিঞ্চিৎ পূজাশাস্ত্রপাঠ
বহুশিষ্য টাকা দেয় করে যাতায়াত
কৈশোর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মহতআনুগত্যে
মনুষ্যত্ব অর্জ্জন নাই,—স্বেচ্ছাচারস্রোতে
ভাসিয়াছে তরুণেরা ;—কাজেই সকল
আশ্রমবিকৃত এখন পাপআড্ডাস্থল
কাজেই সর্ব্বত্র শান্তি হইয়া বিচূর্ণ
রোগ. শোক, তাপ, পাপ অকালমৃত্যুপূর্ণ
জ্ঞানের বিকাশ আর প্রসার হৃদয়ের
যতটুকু হওয়া সম্ভব করা চাই মোদের
সেটুকু বজায় রেখে,—যাহা ভোগ সম্ভব
করিবারে ;—গার্হস্থ্য আশ্রম উদ্ভব
ঈশ্বরগড়া সে আশ্রমের, না রাখি মর্য্যাদা
লক্ষ্মীছাড়া গৃহেমোরা শান্তিহীন সদা
গড়িতে ভাঙ্গিতে প্রভু সমান মজবুত
সৃজনসংহারকর্ত্তা প্রভু শ্রীঅচ্যুত
ঈশ্বরোন্মুখ না হইয়া ভাবে স্বভাবে গুণে
ভাবুকতায় ফোটা দুই অশ্রুধারা নামে
হরিকথা শ্রবণে,—এই গুণ দেখি
লোকে ভাবে ভক্ত,—আর মনকে দেই ফাঁকি
সাধনবিনা কি হইবে অশ্রু দুফোঁটায়
যাত্রাগানে কত লোকতো কাঁদিয়া ভাসায়

[৬০]

দুঃখ এই যাঁরা হন সাধক পর্য্যায় ?
কেমনে মোদের দশা দেখিয়া ঘুমায় ?
দয়াত্যাগ করিয়া কি ধর্ম্মলাভ হবে ?
কেন জীবেদয়াবিধি দিলেন প্রভু তবে .
দয়া যদি মায়া কেন গৌরভক্তগণ
নিরন্তর জীবতরে করিতেন রোদন ?
মহাপ্রকাশের কালে প্রভু দয়াময়
কেন তাঁদের দয়া গুণের প্রশংসা করয় ?
আজ্ঞাপেয়ে উৎসাহে ভক্তেরা সিংহবীর
জাতিরে জাগাতে কেন হ'লেন বাহির ?
দয়া দয়াময়ের প্রিয় এতে নাই সংশয়
সে দয়ায় যেন মন আসক্ত না হয়
মানুষের দয়া ক্ষুদ্র ;—কি তার অহঙ্কার
অন্বেষণ চাই কোথা দয়ারপাথার
তাঁহারে পাইলে পরে এ দয়া আমার
সাগরগভীর হ'বে আকাশউদার
মনুষ্যউচিতদয়া রাখি বর্ত্তমান
এ দয়া তাঁহারি দেওয়া ; রাখি এই জ্ঞান
দয়াসিন্ধু উপর শ্রদ্ধা, বা, আসক্তমন
করে, যে দয়ালু,—সে স্বধর্ম্ম পরায়ণ
ঐহিক পরমার্থিক আমি একা পেলেই হয়,
এ স্বার্থপরতা ঈশ্বরবিপরীতভাব নয় ?

জগন্নাথ তিনি জগজ্জীবেতে করুণা
স্বার্থপরভাব একি তাঁহার সাধনা ?
কেহ বলেন প্রচার ছাড়া অন্য সেবা মিথ্যা
অন্নস্বাস্থ্যে বাঁচিলেতো, শুনিব ধর্ম্মকথা
অঘবকইন্দ্রোৎপাতে আগেতে বাঁচিয়া
তবেতো ধাইল রাসে বাঁশরী শুনিয়া ?
স্বধর্ম্ম ঈশ্বরেরি পথ,—চাহে তা যেজন
প্রভুরবিচারে সেকি নহে ব্রজজন ?
ঐহিক বিপদেও বংশীধারী ব্রজজনে
বাঁচালেন,—আবার ধরা দিলেন আপনে
বংশীধারীরউপাসক প্রভু পাছে থেকে
সর্ব্বসেবা করিবেননা স্বধর্ম্মাশ্রীতেকে ?
অন্নশূন্য রুগ্ন আর কুশিক্ষা কুসংস্কারে
চরিত্রহীন দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য কি প্রকারে
আত্মচিন্তা করিবে ? ঐ তিন উপদ্রবে
অস্থির শান্তিহীন দেশ আজ ধর্ম্ম কি করিবে ?

[৬৯]

মহাপুরুষেরা যবে সংসারে আসেন
অন্নস্বাস্থ্য ভোগবৃদ্ধি তরেও খাটেন
মূলউদ্দেশ্য সমাজে স্বধর্ম্মস্থাপন
স্বাস্থ্যঅন্ন ভোগ্য ও লোকের প্রয়োজন
রুগ্ন ক্ষুধার্ত্ত অথবা কঠোর ত্যাগী হয়ে
নিম্ন সাধারণে ধর্ম্ম ওঠেনা পারিয়ে

অন্নগৃহহীন প্রাণভীত দেশে দেশে
সাতবংশ ঘুরিতেছে ভিখারীর বেশে
ধর্ম্মকর্ম্ম কি করিবে ;—তাই বৃন্দাবন
ছাড়িয়া গোবিন্দ করিলেন আগমন
অন্নস্বাস্থ্য স্ত্রীপুত্রাদি সুখভোগপ্রদান
সহ নীতিধর্ম্মানুষ্ঠান দিলেন ভগবান
যতদিন হয় নাই নীতিধর্ম্মচ্যুত
সপ্তবংশরক্ষাকারী ছিলেন অচ্যুত
যখন সাধুগণে বিদ্রূপ অনাদর উপহাস
সুরাদ্বেষ, অনৈক্য, দর্পে, নীতি কৈল নাশ
এতশ্রমে শ্রীসম্পন্ন যাদের করিলেন
ধ্বংস তাদের, নির্ব্বিকার ভাবে ঘটালেন
স্বধর্ম্মপালকজনে সহায় নিমিত্ত
অন্নস্বাস্থ্য সব দেন ;—স্বধর্ম্মসঙ্গত
ভোগও দেন ; কিন্তু নীতিধর্ম্মত্যাগীজনে
বিমুখ হ'য়েন সব সহায়তাদানে
স্বাস্থ্য, পত্নী,পুত্র, বৈষয়িকধনমান
ভোগই মাত্র অভীষ্ঠ,—ভাবিলে ভগবান
তবে কেন পরিপূর্ণ সম্পদের কালে
সাতবংশ কৈলেন ধ্বংশ, সাগরেরকূলে
মুর্খঅজ্ঞ ধর্ম্মহীনে আছে তাঁর ক্ষমা
শিক্ষিত স্বধর্ম্মত্যাগীজনে নাই করুণা

তাঁর এই কৃপাদণ্ড ভারতে দেখিবে
চিরকাল ;—ধর্ম্ম ছাড়িলেই সে ডুবিবে
সবদিকে ছেড়েছে সবে স্বধর্ম্ম আপন
তাহাই দেশের দুঃখের প্রধান কারণ।

[৬২]

মানবত্বগণ্ডীর ভিতরে যতটুক
দয়া, দৃঢ়চরিত্রাদি পেয়ে থাকে লোক
ভক্তিশ্রদ্ধা সংযোগে, তা, হয় আরো উচ্চতা
নাম হয় ; ব্রহ্মক্ষত্র ; সমাজ পিতামাতা
পিতৃতুল্যক্ষত্র, আচণ্ডালের কারণ
চিন্তিত, চেষ্টিত, ত্যাগ, কর্ম্মপরায়ণ
সকলস্তরের লোক ;—সর্ব্বভাবান্বিত
যাতে বাঁচে,—আর হয়, স্বধর্ম্মদীক্ষিত
এরজন্য ক্ষত্রিয়,—করেন যতন
রক্ষণ পালন দণ্ড তাড়ন শাসন
সমাজ হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট অন্নহীন
ক্ষত্রিয় ভাবেন মম বৃথাই জীবন
নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যে, অন্নে, সমাজ যদি মরে
কি কারণে বেঁচে আমি রহি এসংসারে
ক্ষত্রিয়ের চেষ্টাতে সমাজের যখন
স্বেচ্ছাচারভাব হয় ভীত ও দমন
আসিলেন তথা ব্রাহ্মণ, সমাজজননী
সর্ব্বজনে প্রেমযুক্তা স্বার্থত্যাগিনী

হে ভাই ভরত! সীতার দিক দিয়া তুমি যাহা যাহা বলিলে সবই সত্য কিন্তু আমি
ক্ষত্রিয় রঘুবংশজাত,—বেদ ও লোকধর্ম্মরক্ষক আচারণই আমাকে করিতে হইবে,
সুতরাং সীতা বর্জ্জন করিতেই হইবে, তুমি কি জাননা ধর্ম্মরক্ষা ও শিক্ষার্থ ভগীরথ
হরিশ্চন্দ্র রঘু প্রভৃতি কঠিন ক্লেশ সহ্য ও দশরথজী প্রাণত্যাগ করিলেন।
—বাল্মীকি রামায়ণ ও তুলসী রামায়ণ

সমাজের প্রতিস্তরে যথাযোগ্য জ্ঞান
দিয়া সুশিক্ষিত করা উদ্দেশ্য প্রধান
ত্যাগব্রতী আজীবন জ্ঞানের সাধনা
শিক্ষাদানসেবা ; যাঁর এক উপাসনা
শিক্ষাজ্ঞান দিয়া তিনি উচ্চনীচযত
স্বধর্ম্ম অনুশীলনে করিবেন রত
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের সমাজসেবা জ্ঞানদান, পালন,
বৈশ্য শূদ্রের সেবা নয় এহ'তে অধম
শারীরিকসেবা আর ধনের যোগাড়
বৈশ্যশূদ্রকর্ম্ম ইহা,—মহা দরকার
বৈশ্যশূদ্রের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট এই ধর্ম্ম
সমাজহিতে কিছু সময় করিবেন ঐকর্ম্ম
ধন উপার্জ্জিয়া বৈশ্যের করিতে হবে দান
সমাজ-উন্নতির,—অর্থসমস্যাসমাধান
জ্ঞান দান, বিপত্রাণ, টাকার যোগাড়ে
তিন গেলে,—দেহ গৃহ সেবা কেবা করে
ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রের তেজ ও প্রভাব,
বৈশ্যের বিষয়বুদ্ধি, প্রতিভা স্বভাব,
যার কম সেই শূদ্র,—সমস্ত সমাজে
রহিবে যে শরীরের সেবা,—গৃহকাজে
দেহ, গৃহসেবা, আর ধনের যোগাড়
শূদ্র বৈশ্য কর্ম্ম,—ইহা মহা দরকার

শুদ্রোত্তম ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করয়
সমাজহিতে কিছু সময় গতর খাটায়।

[৬৩]

সদবুদ্ধি যাহাতে প্রভু করেছেন জাগ্রত
সৎশিক্ষা আয়ত্ত ; দান তাহারই দায়িত্ব
ভারতীয়জীবনাদর্শের সাধন
করিয়া হইবেন তারা আদর্শজীবন
শিক্ষাদাও শিক্ষাদাও নিম্নশ্রেণীগণে
এ আকাঙ্খা ; জাগিয়াছে অনেকের মনে
বর্ত্তমানে যে শিক্ষিত, মোরা দলে দলে
কুলাইবেনা শুধু এই শিক্ষা দিলে
খুলে দিয়ে, সৎশিক্ষা সৎসঙ্গের দ্বার
নিতে হবে সংশিক্ষাদি সম্মুখে সবার
শিক্ষাসঙ্গ পেয়ে কেবা, কিরূপ দাঁড়ায়
তা দেখিয়া হয় জাতি,—স্বধর্ম্মনির্ণয়
আদর্শব্রাহ্মণক্ষত্রাদিচরিত্র,—লোকের
নিকটে স্থাপন করি নীতি ও ধর্ম্মের
অস্তিত্বে বিশ্বাসদান, আগে প্রয়োজন
তৎপরে সমাজমধ্যে, স্বধর্ম্মস্থাপন
নীচজাতি নীচকর্ম্মীগণেও, দেখা গেছে
সৎশিক্ষা পাইয়া তারা স্বধর্ম্ম লয়েছে
শুধু তাহা নয়,—এরকমও দেখা গেছে
অতি উচ্চভাববিকাশ নীচজাতির মাঝে

শ্রীমহাপ্রভুরগণেরা জীবস্বরূপকৃষ্ণদাস বিশ্বাসে, (তাহাদের মূর্খতা পাতিত্য
পাপ অশুচি অনাচার দারিদ্র্য ইত্যাদি দেখিয়া ঘৃণাসম্পন্ন না হইয়া) নীচকেও শ্রদ্ধা-প্রেমচক্ষে দেখিতেন। প্রকৃতিউপযোগী স্বধর্ম্মচ্যুতিতে তাহাদের ঘোর পশুত্ব দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া, ধর্ম্মনীতি শিক্ষার সহিতে ধনোন্নতি ইত্যাদির উপায় করেন। অত্যাচারিত পদদলিত নবশাখকে তাঁহারাই ভক্তবিদ্বান ব্যবসাবাণিজ্যধনী বৈশ্যজাতি বানাইলেন।

ঐহিকপ্রাধান্যাকাঙ্খামাত্র হৃদে নিয়া
আর উচ্চজাতিদের উপরে চটিয়া
একচেটে ধনমান লইয়াছে দুষ্ট
ঘুচাবো একাধিপত্য, হ'বো সুপ্রতিষ্ঠ
অনৈক্য বিদ্বেষ এই জাগরণের ভাব
ভারতীয় জাগরণের এ নহে প্রভাব
নানাবিধ বিদ্যা, আর ঐহিকমানধন,
লোভে মুগ্ধ ;—ধর্ম্মনীতিশ্রদ্ধাশূন্যমন
উচ্চজাতিগণদ্বেষী ধর্ম্মেশ্রদ্ধাহীন
স্বতন্ত্র একদল তারা হইবে নূতন
নীচগণে, গৌরহরি গৌরদাসগণ
জাগালেন যেরূপে উহা জাতীয়জাগরণ
প্রেমদয়া মূল তার ;—"প্রণালী ছিল এই
আচণ্ডাল তোমরা সকলেই ভাই
সমাজের অঙ্গ,—সমাজঘৃণাঅত্যাচারে
হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত, দূরে আছ পড়ে
তাই দুঃখে আসিয়াছি তোমাদের দ্বারে
স্বধর্ম্ম লও, বৈষ্ণব হও,—মোরে দয়া করে
গোবিন্দের সরকারে নাই, জাতির বিচার
কুপথছাড়ি নাম লয় যে, সেই তাঁর
কদাচার দস্যুতাদি ছাড়িয়া কুকর্ম্ম
জাতীয়বৃত্তির অর্থে জীবনযাপন

তবেই সৎপথ হ'লো, সাধুসঙ্গ কর
বারেক, হরি, রাম, কৃষ্ণ, মুখেতে উচ্চার
তবেই বৈষ্ণব হবে,—এই ভিক্ষা চাই
বৈষ্ণবপথেতে দয়া ক'রে এসো ভাই
ভগবান সবারই,—সাধ্যমত নীতি ধর্ম্ম
স্বধর্ম্ম তাই,—তাই কর, বিশ্বাস প্রণাম
কর ভগবানে,—তবেই কৃপা পাবে তাঁর
দেখ ভাগবতে আছে, প্রমাণ ইহার
বৈষ্ণব হও সৎসঙ্গ করি পাও বিশ্বাস ধন
চরমে পরমগতি পাবে ভক্তিধন
বৈষ্ণব হ'লেই হ'লো পবিত্র তব জল
আলিঙ্গন দিয়ে কর হৃদয় শীতল
কোন বংশে জন্মিয়াছ, তাহাই দেখিয়া
রাখা হবেনা কিছুতে বঞ্চিত করিয়া
যদ্যপি তোমাতে উচ্চনীতিধর্ম্মভাব
দেখা যায় পাবে উচ্চ অধিকারলাভ
ভূইমালি ঝড়ু, বৈষ্ণবসমাজপ্রণম্য
কত মুচি ডোম কৈল প্রভুর সেবন
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে বহুজন প্রাণে,
ধর্ম্মোৎসাহ দিয়ে ভাগবত শুনালেন কাণে
প্রিয়তম ভগবানের,—লীলাবিলাসভূমি
ভারতের, কুক্কুর পর্য্যন্ত, সব প্রাণী
আপনারজন ভাই,—প্রেম চক্ষে চাওয়া
তাদের অবনতি দুঃখে মনে দুঃখ পাওয়া

মঙ্গলের পথ মানবকে করি প্রদর্শন
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকরণ
জাতিকে জাগাবার মূল ভাব ও কার্য্য হবে
বিদ্যাশিক্ষা জলচল সঙ্গে সঙ্গে রবে
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে
বিদ্যাশিক্ষা জলচল লাগে প্রয়োজনে
আগে প্রেমালিঙ্গন, পরে নীতিধর্ম্ম দাও
তার সাথে সাথে তাদের জলচল বানাও
ভিতরে নৃশংস হিংস্র দয়াহীন যারা
নির্দ্দয়তার ফলে সদা নিষ্ঠুরকর্ম্মীরা
বদমায়েস দস্যুখুনী নাহিক বিচার
সবাকার অন্নচল এতো একাকার
এও কিন্তু মিথ্যা নয়,—যাহাদের মাঝে
সত্ত্বগুণ দয়াদি প্রকাশ হ'তেছে
তাহারা যদ্যাপি নীচের, হাতেপাতে খায়
সংক্রামক ব্যাধিবৎ ঐভাব আসিতে পারে তায়
না করিয়া কিঞ্চিৎ নীতির সঞ্চার
অন্নচল দুষ্টসাথে সহেনা সবার
সৎ পথিকের সৎভাবপ্রকাশে, বাধা দিয়া
অসৎভাবেরও কিছু শুদ্ধি না করিয়া
জলচল অন্নচল এই ব্যবহার
ভাবরাজ্যের অপকার তাই একাকার

জঘন্য পাপভাবযুক্তে করিয়া সর্ব্বচল
ব্রাহ্মণকে নাবাইতনা, চণ্ডালকে তোল
ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ বিঘ্ন না করিয়া
নীচভাবহ্রাস কর, সৎশিক্ষাদি দিয়া
যেইমাত্র নীচের নীচভাব হ্রাস হবে
অন্নচল অনায়াসে তখন চলিবে
মানুষ প্রিয়বটে,—তার কুভাব প্রিয় নয়
কুভাব খাদ্যাদি সাথে সংক্রামিত হয়
পক্ষান্তরে, নীচশোধন চেষ্টা না করিয়া
দূরেতে থাকিয়া আর আপনি বাঁচিয়া
নির্ব্বিঘ্নেতে আত্মোন্নতি,—ভাবের জগতে
আপনি আপনি চাওয়া ঈশ্বর পাইতে
হয়না,—এ ইচ্ছাই এক অপবিত্র ভাব
নির্দ্দয় অসাত্বিক,—এতে হয়না ঈশ্বরলাভ
শক্তি না হয় দুর্ব্বল হয় দূরে রহুন তিনি
মন চাই নিজের ও দশের উদ্ধারকামী।

[৬৪]

নীতিধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধায়, যেই জাতি জাগে
ঐহিকবস্তুভাগে তাদের, কলহ না লাগে
পাঁচ ভাই পাণ্ডবের মত ভিক্ষালব্ধধন
আপোষে ও প্রেমে লয় করিয়া বণ্টন
ভীমের ক্ষুধা লোভ বেশী,—কলহ নাই তাতে
অর্দ্ধঅন্ন চারি ভাই দিত তায় প্রেমেতে

হে বীর! সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার রক্ত, আমার ভাই। —স্বামিজী

লোভী হোক যাই হোক অন্যান্য পাণ্ডব
ধর্ম্মরূপ যুধিষ্ঠিরের অনুগত সব
ঐহিকসম্পত্তি যাহা কিছু যার থাকে
ধনমান বিদ্যাদি,—ভাগ দিতে হয়,—ভাইকে
উচ্চের স্বধর্ম্ম এতে না হইলে বিমুখ
দারিদ্র দুর্গতির মাঝেও মিলে প্রেম সুখ
যে শিক্ষায় আমাদের দুঃখ ঘুচে নাই
সে শিক্ষায় অন্যকে, তুলিব ভাবি তাই
ইহাই এক অজ্ঞতা, সন্দেহ নাই তার
ধর্ম্মনীতির সাথে চাই, বিদ্যার বিস্তার
রেখে দিলে দেশকে অশিক্ষা আঁধারে
তাতেও সমাজ ধ্বংস যাবে ছারখারে
আচণ্ডালে সৎশিক্ষাদান;—নাকরে যে জাতি
জানিবে তাহার মৃত্যু সন্নিকট অতি
জাগো ভাই উন্নতি কর, শুনাবে যেজনা
তার মন্ত্রদান হ'লো ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা হবে সব অপবিত্র
তোমার বাতাসে হবে সকল অশুদ্ধ
অতীব ভীষণ ইহা, অজ্ঞতার সার
শাস্ত্র ধর্ম্মনীতি দয়া বহির্ভূত আচার
যদিওবা অন্ন দেই হলে অন্নকষ্ট
ছুঁয়োনা মন্ত্রেতে করি ভীষণ অনিষ্ট

গলাটিপে মেরেফেলি, ছুঁয়োনা বলিয়া
যেটুকু বিকাশ হ'ত যায় সঙ্কোচিয়া
উন্নতির মূল আত্মবিশ্বাস নাশিয়া
কিবা লাভ হয় অন্নদানে বাঁচাইয়া
হাতেধরি ছোটদের, উন্নত করিতে
লোক নাই,—আছে লোক অনিষ্ট করিতে
যার মাঝে ঢুকাইয়া দেই এসংস্কার
অস্পৃশ্য, অশুচি, মোরা হীন দুরাচার
সদা অপবিত্র মোরা,—মোদের পরশে
স্নানবস্ত্রত্যাগ কৈলে, পবিত্রতা আসে
পাপজন্ম, পাপদেহ, এদেহেতে ভাই
নাহি কোন অধিকার, ধর্ম্মকর্ম্ম নাই
যাদের দীক্ষিত কৈলাম এ বিশ্বাস ভাবে
পশুব্যবহার ছাড়া সে কি করিবে ?
এভাব পোষণ কৈলে দু'চার পুরুষে
আপনা আপনি পশুত্বেতে নামি আসে
ধর্ম্মনীতিরসশিক্ষা মাত্রও যে লোক
না পাইল ; —পাইল না বিদ্যারসভোগ
পশুবৎ ইন্দ্রিয়গত, না হইয়া ভবে
বলদেখি কি লইয়া সেজন থাকিবে
উন্নতির লাগি পশুও নরদেহে আসে
তাহাকে আঁধারে রাখা আর পাপ কিসে
সৎশিক্ষা থাকুক দূরে আরো কুশিক্ষায়
যে ভাব লয়ে আসে তা বাড়াইয়া যায়

বল্মাকর দেশ ডুবিয়াছে, বিরাটের পূজা তোমার সমুখে তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের পূজা। বিচারালয়ে দরিদ্রকুটিরে মৎসজীবীর গৃহে ছাত্রের অধ্যায়নাগারে সর্ব্বত্র জ্ঞান আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে।—"স্বামিজী"

[৬৫]

মানুষ অনেক কষ্টে বাগান বানায়
দু'মিনিটে গরুভেড়া সব খেয়ে যায়
বাঘমহাশয়ও সুবিধা পেলে পরে
বাগানের মালিকে ধরি পুরয়ে উদরে
এ পশুর জ্বালায়ই লোক অতিষ্ঠ ধরায়
মানুষ আবার শিক্ষা ভাবে পশু সে বানায় ?
বহুবহুদেশবাসী আর প্রতিবেশী
পশুবৎ থাকিতে কে হবেন ঋষি ?
পাপেতাপে দেশ যদি হয় ছারখার
উচ্চেরা কি তা হইতে পাইবেন নিস্তার ?
ভগবদ্দত্তশক্তিসত্বে কেন তিনি
সমাজশিক্ষার কার্য্য হননি অগ্রণি ?
কেবল যে আপনার নিজ লয়ে থাকা
নিজ ও পারিবারিকউন্নতি, মাত্র দেখা
সমাজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই না করা
এই যাঁহাদের স্বভাব নিম্নথাকের এঁরা
সমাজে দলকে দল সব এরূপ হ'লে
সবাই এই থাকের হইলে কি চলে ?
সমাজের সর্ব্বস্তর স্বধর্ম্ম না পেতে
উচ্চঅধিকারীরা পারিবেন উঠিতে ?

অজ্ঞানের হিতচেষ্টা, প্রার্থনা কল্যাণ
না করি উচ্চের হবে ঊর্দ্ধেতে উত্থান ?
অসৎবুদ্ধির অসৎঅত্যাচার তখন
নানাসূত্রে চারিদিক করিবে আক্রমণ
চতুর্দ্দিক পশুতুল্য রহিল যতক্ষণ
ভিতর বাহির তাঁর কর্ব্বেনা আক্রমণ ?
বহুলোক অসৎ হৈলে ; অসৎপ্রভাবে
নানাভাবে তাঁর ভিতরে সংক্রামিত হবে
অসতের অসৎবুদ্ধিজনিত অত্যাচার
নানাভাবে পথরোধ করিবে তাঁহার
যেভাব যে কার্য্যদ্বারা উঠিবেন উপরে
দক্ষযজ্ঞ সম তারা দিবে নাশ করে
কেহ বলে নীতিধর্ম্ম ঠাকুর দেবতা
সকলেরই,—লউক না কে মানা করে তা
সৎসঙ্গপ্রসঙ্গ আদি সৎশিক্ষা না দিলে
ছুঁৎমার্গ প্রচারি দূর দূরান্তে রাখিলে
কোন অবলম্বন তারা যদি না পাইবে
শুকের মত কি মার পেটে সাধু হবে ?
অধিকার আছে মনে মনে না রাখিয়া
যাচিতে হইবে শিক্ষা অধিকার লৈয়া
যেই ব্যক্তি নিজ স্বধর্ম্মেতেনিষ্ঠ হইয়া
অন্ত্যজউন্নতি হবে বিশ্বাস করিয়া
প্রভুর শরণ লয়ে সেবাব্রত ধরে
লেগে যায় শিক্ষা দিতে অন্ত্যজশূদ্রেরে

ধর্ম্মাত্মা পাদ্রীগণ অনেক অসভ্য-জানোয়ারতুল্য জাতিকে অনেকবার উন্নত
করিয়াছিলেন। আজও আমরা ভূগোলে ইতিহাসে পড়ি মহাত্মা লিভিংষ্টোন বহু তমসাচ্ছন্ন আফ্রিকাবাসীকে জ্ঞান ধর্ম্মসমুন্নত করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে আফ্রিকায়ই দেহত্যাগ করেন। ভক্ত খ্রীষ্টাননারীগণ কারাবাসীদের পশুবৎ জীবন উন্নত করেন। অতএব কেন ভারতে নীচজাতিগণ উন্নত হইবে না—কেন নারীজাতিরা তাহাদের সেবা ও সংশোধনে সক্ষম হইবেন না ?

প্রভু তার দিবেনই ফল আশা করা যায়
সর্ব্বোন্নতিযুগ ইহা প্রভুর কৃপায়
আমরা তাদের ভাবি পশু,—নরাকার
হ'তে নারে,—এদের কোন উন্নতিউদ্ধার
ধর্ম্মজ্ঞানভক্তিনীতিচরিত্রাদি যাহা
নীচজাতি সামান্যও, পেতে নারে তাহা
যে যুগেতে প্রভুশক্তি হয় আবির্ভাব
সেই স্মরণীয়যুগে তাঁহার প্রভাব
প্রতি স্তরে স্তরে দেখা যায় ক্রিয়া তার
পশুতেও মনুষ্যত্ব হয় যে সঞ্চার
রামযুগে তাঁহার চণ্ডালবন্ধুগণ
বানরাদি বনবাসী অনার্য্যেরগণ
তাহারা কেমনে ভক্তিবিশ্বাসধর্ম্মনীতি
সব দিকে ক'রেছিল জাতীয় উন্নতি
ভাগবতে কৃষ্ণবাক্যে কেন পাই তবে
বহুঅন্ত্যজউন্নতি তাঁর আবির্ভাবে
বুদ্ধ ও শঙ্করযুগে অনার্য্যনীচগণ
বহু বহু কিরূপে হইল উন্নয়ন
জাতি উৎপীড়নের সেরা দক্ষিণ ভারতে
যেই মহাপুরুষ কৃপায় শতে শতে

পারিয়া চণ্ডাল হ'য়ে ভক্ত ও সজ্জন
করিল সমাজে মহা বিস্ময়োৎপাদন
সেই রামানুজ,—লক্ষণঅবতাররূপে
মন্ত্রদিয়া আচণ্ডালে তুলিলেন কিরূপে ?
বন্য জানোয়ারতুল্য অসভ্যজাতিগণে
কেমনে মানুষ গড়ে খ্রীষ্টানপাদ্রীগণে ?
অসভ্য, আরবজাতি জানোয়ারতুল্য
মহম্মদের আবির্ভাবে কিরূপে মানুষ হ'ল ?

[৬৬]

যখনি যখনি প্রভু অবতার হন
অসংখ্য পতিত নীচের হয় উন্নয়ন।
পতিত দীনেরে দয়া করেন ভগবান
কুলীনপণ্ডিতধনীর বড় অভিমান
বলেছেন একথা শ্রীগৌরভগবান
গৌর ইতিহাসে ইহার আছেও প্রমাণ
শ্রীচৈতন্য ভগবত মধ্যখণ্ড হৈতে
একাংশ তুলিয়া নিয়া লিখিব নিম্নেতে
"যখন গৌরের হ'ল মহাপরকাশ
বিশ্বরূপদর্শন করিলেন সব দাস
অদ্বৈত বলিলেন প্রভু যদি ভক্তি দিবা
স্ত্রী-শূদ্র, নীচ আদি মূর্খেরেও দিবা
বিদ্যাধনকুল আদি তপস্যার মদে,
তবভক্ত তবভক্তি যেযেজনেবাধে
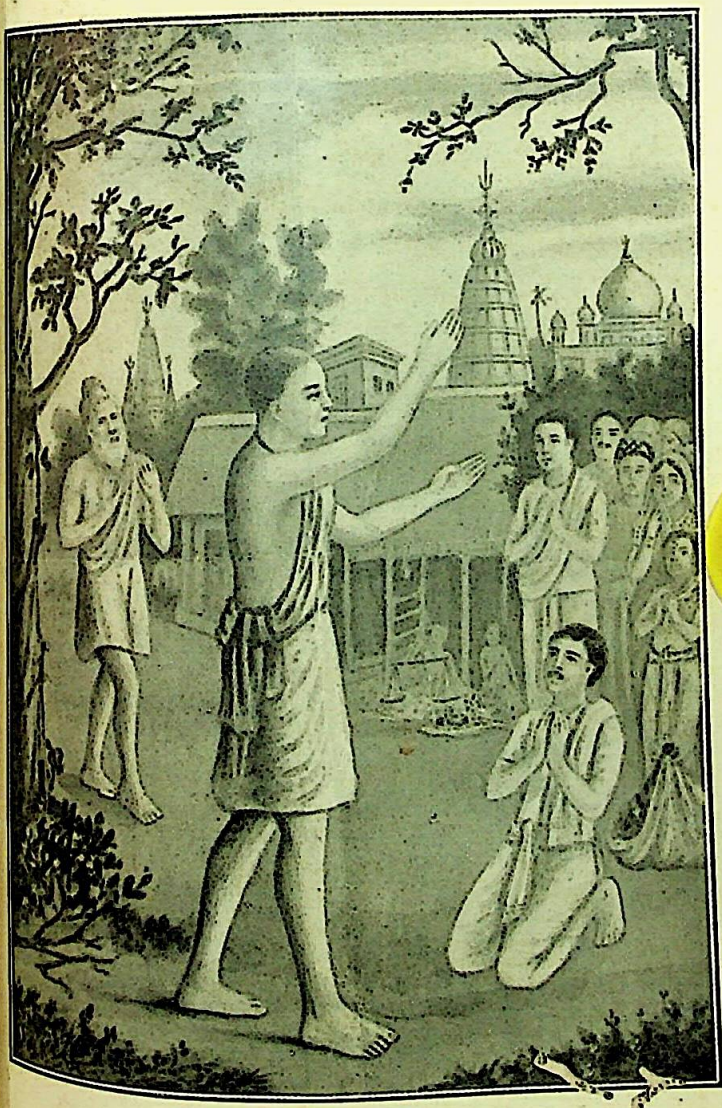
রামানুজ আচণ্ডালকে মন্ত্রদান করিলেন

'রামানুজ চরিত'

জাতি উৎপীড়নে সেরা দক্ষিণ ভারতে
এই মহাপুরুষ কৃপায় শতে শতে
পারিয়া চণ্ডাল হয়ে ভক্ত ও সজ্জন

সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া
চণ্ডাল নাচুক তব নামগুণ গাইয়া
অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার
প্রভু কন সত্য সত্য কৈনু অঙ্গীকার
চৈতন্যভাগবত বলেন সকল সংসার
মূর্খনীচ প্রতি কৃপা হইল তাঁহার
চণ্ডালাদি নাচিল প্রভুর গুণগানে
ভট্টমিশ্র, চক্রবর্ত্তী ; শুধু নিন্দা জানে
অদ্বৈতের বরে প্রেম পাইল নীচেতে
এই কথাগুলি আছে মধ্যম খণ্ডেতে
পুনঃ ভারতআকাশ অন্ধকার যখন
বাঙ্গলায় দ্বিজকুল করিয়া পাবন
সকল সাধুর আগে আবির্ভূত যিনি
অদ্ভূত শক্তিতে যাঁরে অবতার গণি
সেই রামকৃষ্ণদেব ;—প্রধানঅঙ্গ তাঁর
'স্বামীজী'—তাঁহারই বাণী করিলেন প্রচার
তিনি বলি গিয়াছেন প্রভুর এ আদেশ
আচণ্ডালের দ্বারেদ্বারে যাও দেশ দেশ
বহিয়া লইয়া বিদ্যাধর্ম্মনীতিধন.
প্রভুর শক্তিতে লোক.করিবে গ্রহণ
প্রভুর হ'য়েছে আজ্ঞা কাজ করে যাও
ফল হইবেনা বলি কেন ভয় পাও ?

নীচদের নীচতা ও অজ্ঞতা পশুত্ব
দেখে ভয় পাইওনা তুমিতো নিমিত্ত
হোক তা বিরাট ; প্রভু গীতায় বলেছে
নাশিব ভেবেছি যা ; তা বিনাশ হ'য়েই আছে
তোমরা নিমিত্ত হ'য়ে সাধ্যমত ভাবে
চেষ্টা করা মাত্র তাহা বিনাশ হইবে।

সতী কাদম্বিনী

[১]

জ্যৈষ্ঠ মাস দ্বিপ্রহরকালে কাশীতে, ২৮নং খালিশপুরা বাড়ীর একটী ঘরে গরমের জ্বালায় আইঢাই করিতেছি। দুপুর বেলা সূর্য্যদেব যেন অগ্নি-বৃষ্টি করিতেছেন, বাতাস আগুণ, উপরতলায় ঘর-দুয়ার ছাদ সব আগুন, তাই সবাই আসিয়া নীচের-তলায় আশ্রয় নিয়াছি,—তথাপি গরমে ছাড়ে না,—মাটীতে পাটী বিছাইয়া, গড়াগড়ি করিয়া ; হাতপাখার বাতাসে ঘর্ম্ম নিবারণ করিতেছি। এহেনসময় বরষার নবকাদম্বিনীতুল্য একটী বিংশতীবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী যুবতী আমার ঘরে প্রবেশ করিল।

মেয়েটীর নাম কাদম্বিনী, দেখতেও ঠিক কাদম্বিনী, সুশ্রী, ও বেশ মোটাসোটা, আর তার সঙ্গে কালো রংটী মিলাইয়া চেহারাটী যেন একখণ্ড জলদনবঘনমেঘের আকার ধারণ করিয়াছে। সদাহাস্যমুখী অলঙ্কারবিহীনা, শাঁখা-সিন্দুর লালপেড়ে শাড়ীমাত্র বসন-ভূষণে ভূষিতা, —মেয়েটী যেন সন্তোষসরলতা ভালবাসারপ্রতিমূর্ত্তি। মেয়েটী কাশী খালিশপুরার ধানুকারবাড়ীর ৺রামকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা। ফরিদপুর জেলার ধানুকা ইঁহার পিত্রালয় ও ঐ জেলারই কোটালীপাড়া ইঁহার শ্বশুরালয়। কোটালীপাড়ার সিদ্ধান্ত-বাড়ীর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার স্বামী। বাল্যকালে কাশীতে পিতামাতার নিকট থাকা সময় হইতে উহার সঙ্গে আমার বন্ধুতা, যদিও বয়সে আমার ৫।৬ বৎসরের ছোট। এখন কোটালীপাড়াই থাকে। ৩।৪ বৎসরান্তে কখনো কখনো কাশীতে আসে।

আমি। কি লো! ঘন ঘন বিদ্যুতের মত মুখে একরাশি হাঁসি লইয়া কাদম্বিনী তো এই গরমে উদয় হইলি,—বৃষ্টি কোথায়? গরমে তো

মরিতেছি ; (উহার হাতে একখানা চিঠি দেখিয়া) ওহোঃ চাতকপাখীর চিঠি আসিয়াছে বুঝি ?—উহার নাম কাদম্বিনী অর্থাৎ নবীন মেঘ বলিয়া উহার বরকে আমি ঠাট্টা করিয়া চাতকপাখী বলিতাম।

কাদ। সত্যি দিদি একখানা চিঠি আসিয়াছে, কি লিখিয়াছে পড় দেখি।

আমি। হাঁ হাঁ, তাইতো আহ্লাদে বিগলিত,—এবং এই ভীষণ রৌদ্র মাথায় লইয়া কাদম্বিনীর অকস্মাৎ উদয়।

চিঠিখানা লইয়া আমি থিয়েটারের অভিনয়ের সুরে পড়িতে লাগিলাম, অয়ি কাদম্বিনী! পিপাসায় তৃষিত কণ্ঠ চাতককে আর কতকাল দূরে রাখিবে ?

কাদ। যাও, তোমার খালি ঠাট্টা! সত্যি সত্যি কি লিখিয়াছে পড়।

আমি। (গম্ভীর ভাবে) এইবার ঠিক ঠিক পড়িতেছি শোন্—প্রিয় কাদম্বিনী! আজ তোমার নিকট একটি গুরুতর বিষয় নিয়া পত্র লিখিতেছি, তুমি অধৈর্য্য ও কাতর না হইয়া, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তোমার যাহা বক্তব্য তাহা আমাকে জানাইবে। যদিও আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহপ্রথা এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি একটী কন্যাদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণীর কুলরক্ষা ও বিপদউদ্ধার জন্য, গুরুজনগণ আমাকে জোর করিয়া বিবাহ করাইতে চান তাঁদের মাথার দিব্য—কান্নাকাটি আমি এড়াইতে পারিব কিনা জানিনা। বাস্তবিক আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, ওকি লো, তোর মুখ শুকিয়ে গেল নাকি ? নারে, পাগল আমি তোকে ঠাট্টা করিতেছিলাম—এবার ঠিক পড়িতেছি শোন্,—এই বলিয়া পত্রখানা আগাগোড়া পড়িলাম ও বলিলাম, তোর মত সরলা পতিপ্রাণা স্ত্রী থাকিতে সেই টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য আবার বিবাহ করিবে ? কখনো নয়।

আচ্ছা কান্থ!—তুই যোগীনকে বেশী ভালবাসিস—না সে তোকে বেশী ভালবাসে। কে জানে দিদি, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

আমি। তুই ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের কালভোমরার মত পতিগতা-প্রাণা—ভোমরার চেয়েও তুই ভাল, ভাই! ভ্রমর চঞ্চল ছিল—তুই তাহা নহিস্। আচ্ছা কান্থ—ভট্টাচার্য্যি তো কুলীনের ছেলে,—যদিই সত্যি সত্যি একটা বিবাহ করে, তবে তোর তার প্রতি কি ভালবাসা কমিয়া যায়? এ প্রশ্ন তোকে অনেক দিন করিয়াছি। হাসিয়া উড়ালে হইবে না, উত্তর দিতে হইবে।

কান্থ। (মিনতির ভাবে) দিদি! চিঠিখানার উত্তর লিখিয়া দাও পরে তোমার কথা বলিব।

আমি। এক মাস পরে লিখিয়া দিব। লেখা জানিস না, পড়া জানিস না বরকে চিঠি লিখবার খুব সখ আছে। ছেলেবেলা যখন পড়বার কথা বলতাম, তোর বাপ মা যাও একখানা বই কিনে দিল তখন তো পালিয়ে রইলি বই ধরলিনা; মূর্খ হয়ে রইলি এখন বরকে অন্যে চিঠি লিখে দেবে, পারব না যা—

কান্থ। না দিদি, পায়ে ধরি দাও।

আমি। তবে যা দোয়াত কলমটা আন। তারপর উহার কথামত চিঠি লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া দিলাম।

[২]

আমি। এইবার আমার প্রশ্নের উত্তর দে, যদি আবার ভট্টাচার্য্য বিবাহ করে তোর তার উপর খুব রাগ হবে, না?

কান্থ। রাগ হয় না, কষ্ট হয়না, তা বল্তে পারি না, তবে তার দিকটা না ভাবিয়া কেবল নিজের কথাই আমি ভাবনা—ভাবিতে পারি না।

বহুবিবাহের রীতি এখনকার কুলীন বামুনের বড় নাই; কিন্তু একেবারে উঠিয়াও যায় নাই। সুতরাং কুলীনের ছেলে অনেকরকম দায়ে বাধ্য হইয়া, প্রলোভনে পড়িয়া বিবাহ করা অসম্ভব নয়। হয়তো কারু সনির্ব্বন্ধঅনুরোধে পড়িয়া যাইতে পারেন, গরীবের ছেলে প্রচুর টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তির লোভে পড়িয়া যাইতে পারেন। কুলভঙ্গ করিয়া কন্যাদান অসম্ভবহেতু কারু কন্যার জীবন নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, দয়ায় পড়িয়া যাইতে পারেন। গুরুজন আত্মীয়দের দৃঢ় আদেশের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারেন। যদি এইসবে পড়িয়া একটা বিবাহ করিয়াই ফেলেন, তবে সে সব ভাবিয়া না দেখিয়া কেমন করিয়া তাঁর উপর রাগ করিব? কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছি, সতীন হ'য়ে পড়লে সন্তুষ্টমনে গ্রহণ করিতে ও সহিতেই হইবে সেজন্য কি নিজের ও স্বামীর জীবন অশান্তিময় করিতে হইবে! না স্বামীর উপর রাগ করিয়া থাকা যায়? আমার তো দিদি এঁর উপরে কি রকম যে একটা মায়া; উনি আমাকে বিশেষ দুঃখ দিলেও ওঁর উপরে যে রাগ করে থাকতে পারবো মনে তো এরূপ হয় না।

আমি। তারপর তোর সতীন লইয়া হিংসা ও দুঃখ হয় না।

কানু। তাঁর সমান নজর থাকলে আমার হিংসা দুঃখ হইবেনা মনে হয়। একজনকে স্ত্রী করিয়া স্বামী তাকে ভালবাসিতে পারিবে না ইহা কোনদেশী কথা? আর যেই নিরপরাধ মেয়েটী সামাজিক প্রথানুসারে পিতামাতা কর্ত্তৃক সম্প্রদত্তা হইয়া আসিল, সে কোন গরুচুরী করিয়া আসিল যে তাহাকে বিষ-নজরে দেখিতে হইবে! সুনজরে দেখিয়া সম্প্রীতে থাকাই উচিত। আমাদের ঐ দেশে যেখানে যেখানে বামুনের দুই তিন বৌ আছে, প্রায় জায়গায়ই দেখি তারা নিজেরা নিজেরা তো হিংসা করেই তারপর স্বামীকে যা যন্ত্রণা দেয় তাহা বলিবার নয়। স্বামী-

সাধারণ বিষয়ে পর্য্যন্ত এই নিয়ম যে, গঙ্গাস্নানটী পর্য্যন্ত করিতে গেলে স্বামী স্ত্রী
অঞ্চলে গ্রন্থি দিয়া স্নান করিবেন অর্থাৎ ভারতীয় স্বামী-স্ত্রী কি নীতি কি ধর্ম্ম কি ঐহিক সুখ ভোগবিলাস এমন কি চরম ও পরম লক্ষ্য ভগবান লাভে পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়ের সঙ্গী সঙ্গিনী সেবক সেবিকা। আমি সুখ ও উন্নতি লাভ করি, আমার স্বামী বা স্ত্রীর যা খুসী তাই হোক এমত হীন স্বার্থপর ভাব যেন কখনো মনে না আসে। ভোগে, বিলাসে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, ইহপরলোকে, পুণ্যে, ধর্ম্মে পতির সঙ্গিনী সেবিকা হওয়াই নারীস্বধর্ম্ম।

হেন জিনিষ, তাঁকে যারা অকারণে বা সামান্য সামান্য কারণে কষ্ট দেয়, তাদিগকে দেখিলে আমার পালাইতে ইচ্ছা করে।

আমি। বেশ, বেশ, তোকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে—বিয়ের পরে এবার ছাড়া আর তো তোর সঙ্গে তেমন ভাবে দেখাই হয় নাই; শুনিতে পাই নাকি তোর শ্বশুরবাড়ী জ্বালাযন্ত্রণা দেয় তোকে,—তোর মা বলেন। তা, কি রকম জ্বালাযন্ত্রণা পাস ও কেমন করিয়া সহ্য করিস? এখানে তো তুই মস্ত সহরে, কত সুখে, বাপের আদরে প্রতিপালিত হ'য়ে গেছিস। সেখানে পাড়াগাঁয়ের দুঃখকষ্ট ও সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা কিরূপে সহিস?

কাছ। মা কতকটা আন্দাজে আন্দাজেও বলেন, জ্বালাযন্ত্রণা কিসের? কথা এই যে পাড়াগাঁয়ের বামনীরা অসুরের মত খাটতে পারে। আর কষ্ট সহিষ্ণুতাও ঠিক তেমনিই,—এদিকে তাহারা সহরের বা সুখী-ঘরের যেখানকারই মেয়ে নিক, তার যে কি রকম অভ্যাস তাহা বুঝিতে পারেনা —তাকে ক্রমে সওয়াইয়া তৈয়ার করিয়া নিতে চায় না,—ঘরে আনিয়াই একেবারে নিজেদের মত দেখতে চায়। তাহা না দেখিলে বিরক্ত হয় তারপর ননদ ননাস বড়-যা এরা যেখানে সংসারের অভিভাবক সেখানে প্রায় তাঁরা কর্কশভাষিনী হন তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে অত ভদ্র আদব-কায়দা নাই সুতরাং বৌয়ের ক্রটী হইলে অনেক স্থলেই, গালাগালি দু'চারটা ঠোনা, ধাক্কা, খাইতে হয়। ইহাই পাড়াগেয়ে দেশের রীতি আদবকায়দা। তবে প্রথম প্রথম

বেজায় খাটতে কষ্ট হোতো,—এখন বেশ অভ্যাস হ'য়ে গেছে। খাটনীটা বড় অত্যধিক কিনা, ধানভানা, বড় বড় উঁচু ঘরের (হাত বাড়াইয়া পাই না) পৈঁঠা নিকানো, কত কি যে কাজ। তা ছাড়া লজ্জাসরম সম্বন্ধে অনেক নূতন পাড়াগেঁয়ে আদব-কায়দা আছে,—যা আমরা সহরে চক্ষেও দেখি নাই, তার একটু ত্রুটি হলেই দোষ ধরে ও বকুনী দেয়, সেটা আমারই সহুরে শিক্ষার দোষ, তাদের দোষ নয়।

আমি। আচ্ছা ওসব তুই যোগেনকে বলিস না? সে তো তোকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসে।

কাহু। না ভাই, সেকথা আমি কখনো বলি না, যদি বা মুখ একটু ভার শরীরক্লান্ত থাকে, তাঁকে দেখলেই ঢেকে ফেলি। তাঁকে দেখলে মনভার মুখভার আমার আপনি চলিয়া যায়। যখন সে নিজ চক্ষে সব দেখে ও শুনে,—পাছে তাঁর মন দুঃখিত হয় সেজন্য বলি, তুমি দুঃখিত হইওনা, আমাকে কর্ম্ম-কুশল পরিশ্রমী হ'তে হবে না? ওঁরা বা আমার গুরুজনেরা আমার ভালর জন্যই বলিতেছেন, এরূপ না করিলে আমি শিখিবো কি করিয়া? আমার অভ্যাস বদলাইব কিরূপে? তুমি যে আমায় ভালবাস এই আমার অতিবড়সুখ। তোমাকে দেখলে আমি যে সুখ আনন্দ পাই পরিশ্রমাদির কষ্ট সব ভুলে যাই।

আমি। সে কি বলে?

কাহু। সে আমার ভাব দেখিয়া খুব আনন্দিত হয়। আমার কি জান দিদি! তাঁর কথা ভুলিয়া বা তা হইতে আলাদা করিয়া, আমি নিজ সুখসোয়াস্তির আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা করিতে পারি না। ধর যেন ভীষণপরিশ্রম ও খিঁচখিচ বকুনীতে আমার একটু কষ্টই বোধ হইল, কিন্তু স্বামী তার কি ব্যবস্থা করিবেন? আমার বাবার গুরুপৌরোহিত্য

ব্যবসা ছিল, সহরে ছিলাম। বাবার ক্ষমতায় যা ছিল তাঁর ঘরে যথেষ্ট ভাল খেয়েছি পরেছি আরামে কাটিয়েছি। এখন স্বামীর ক্ষমতায় আমাকে যেরকম রাখতে পেরেছেন তাই আমার স্বর্গ। সেখানে অল্পআয় পাড়াগাঁয়ে নিয়ম সুতরাং পরিশ্রম ও কষ্ট তো করতেই হবে? ঘরের অবস্থা দেশের নিয়ম যাহা,—তাতে ধৈর্য্যহীন বিরক্ত হইয়া তাঁদের কথায় জবাব দিলে আমাকে যা বলবে তাতো বলবেই, খেঁটে খুঁটে উনি বাড়ী এলে চারদিক হ'তে সবাই ওঁকে ঝেঁকে ধরবে। তোর আহ্লাদে বৌ কিছু বলিস না, তার এই এই দোষ, তোর আস্পর্দ্ধা পেয়ে এমন হ'য়েছে, তাকে মাথায় করিয়া নাচ, চরণামৃত খা ইত্যাদি। ইহা বলা স্বাভাবিক; এবং প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে। এদিকে আমি ও আত্মসমর্থনের জন্য ওঁর কাণে লাগাইতে থাকি। বাস্, ঘরে এসে এই সব শুনতে হলেই তো ওঁর ঘরের শান্তি মাটী। তা ছাড়া ওঁকে দেখলে আমার এত আনন্দ হয় যে, এসব দুঃখ চাপা পড়িয়া যায়, হজম হইয়া যায়। তাঁকে পেয়ে ও দেখে আমি এসব সহজেই ভুলতে পারি তাই আনন্দে আছি।

আমি। আহা! কি সতীলক্ষ্মী! ভাই তোর একটু পায়ের ধূলো আমার মাথায় দে।

[৩]

কয়েক বৎসর পরে আবার কাশী গিয়াছি; সেই কানু তার স্বামীধন হারা হইয়া, একটী ছেলে কোলে বাপের বাড়ী আসিয়াছে,—পাগলের মত অস্থির স্বামীশোকে, অন্নত্যাগ করিয়াছে, কেননা স্বামী মারা যাওয়ার পূর্ব্বে দুটী ভাত খাইবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, ডাক্তাররা তাহা দেয় নাই। সেই যে কানু অন্নত্যাগ করিল আর মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ন গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এত দুঃখেও ভগবানের দয়া এই যে, পরকালের বিশ্বাস

সে একেবারে সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই, তাই কেবল পরলোকগত স্বামীর কল্যাণার্থে ও তৎসহ পুনর্ম্মিলনাশায় কত দেব-দেবীর দুয়ারে যে সে মাথা কুটিতেছে তাহার অন্ত নাই। আহা! উহাকে দেখিলে কান্না আসে ;—ভগবান ভিন্ন এই পাগলিনীসতীকে কে সান্ত্বনা দিবে ?

ভালবাসা খুব ভাল জিনিষ কিন্তু আত্মনুসন্ধান ঈশ্বরানুসন্ধান-বিহীন জীবনের ভালবাসার পরিণাম এই। ঈশ্বর না ভজিয়া কোন অনিত্য বস্তুকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া, ভালবাসা অর্পণ করিলে, এই দশাই হয়। আর ভগবানের আশ্রয় লইয়া শরণাগত হইয়া যে জীব জগতকে ভালবাসে, দয়া করে, শোক, মৃত্যুভয় যন্ত্রণার কালে তাহাকে, (শুধু কুরুক্ষেত্রে নয়) আজ ও প্রভু কাণে কাণে এবং প্রাণে সান্ত্বনাবাণী শোনান এই বিশ্বাস জাগাইয়া তোলেন যে

দেহীনোস্মিন যথা দেহে কৌমার যৌবন্ জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীর স্তত্র নমুহ্যতি॥ —গীতা

জ্ঞানীরা ভাগ্যবান কারণ তাঁহারা জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়অগোচর রহস্যগুলি অতিন্দ্রিয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া শোকশূন্য হন। কিন্তু জ্ঞানী হইতে সময় লাগে অনেক। তার আগেও এই শোক-তাপ-পূর্ণ অনিত্য সংসারে শান্তি পাওয়ার একটি উপায় আছে, যাঁহারা শরণাগত ভক্ত তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় সেই ইন্দ্রিয়অগোচর রাজ্যের বিষয়গুলি শ্রবণ করা মাত্র তৎসম্বন্ধে উজ্জ্বল বিশ্বাস অনুভব করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্ত হওয়া চাই। অর্জ্জুন তো জ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু গোবিন্দ সখা পাইয়াছিলেন ভক্ত হইয়াছিলেন। তেমনি ঠাকুর আছেন ও তিনি আমার পিতা, সুহৃদ ইহা জানা থাকিলে, শান্তিলাভ হওয়ার উপায় হয়।

অবশ্য অতিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষদর্শনকারী জ্ঞানী যেমন সংশয়লেশশূন্য বিশ্বাসী

সতীর পবিত্রপ্রেম তাও সামান্য গণিহে
যদি সে প্রেমের হারে শোভিত না হয় তব প্রেমমধ্যমণি হে।
—ব্রহ্মসঙ্গীত

গুন, সাধারণকৃপাপাত্র বিশ্বাসী ব্যক্তি সেরকম না হইতে পারেন, সময়ে সময়ে তাঁর প্রাণে সংশয় মেঘোদয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা অল্পস্থায়ী হয়। তাঁকে জানিলে বিপৎকালে (অর্জ্জুনের মত) যখন কাতর প্রাণে তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া কৃপাপ্রার্থনা করা যাইবে, তখন তিনি প্রাণে প্রাণে কত বাণী শুনাইবেন। আর এতো পুঁথির বাণী নয়,—তিনি প্রাণে প্রাণে যে যে উপদেশ সান্ত্বনা উদয় করেন তার,—সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে উদয় হয় বিশ্বাস, সুতরাং তাঁর বাক্যে বিশ্বাস দ্বারা শরণাগত ভক্ত দুঃখে তাপে বাঁচিয়া যায়। কৈ কে আছে শরণাগত ভক্ত বলুক দেখি অগ্রসর হইয়া যে—আমি ভয় বিপদ শোকের কালে তাঁর সান্ত্বনা ও তজ্জনিত শান্তি অনুভব করি নাই।

যো যাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকু লাজ
উলটি জলে মছলী চলে বহি যাওত গজরাজ।—তুলসী দাস

তাঁর মায়া দুরতিক্রম্য হইলেও শরণাগত তাহাতে বিনষ্ট হন না। (তিনি যদিও ক্ষুদ্র মানুষ) কিন্তু মহা মহা বিদ্বান বুদ্ধিমান পণ্ডিত মায়াতে ভাসিয়া যান। উজানজলের দিকে গজরাজ সাঁতার দিয়া যাইতে পারে না, সে ভাটার টানে ভাসিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছগুলি জলস্রোতের বিপরীত দিকে বেশ যাইতে থাকে; কারণ মাছ জলের শরণাগত,—গজরাজ শরণাগত নহে।

অনেকেই বলিবেন যে অমুক সময় কত ভগবানকে ডাকিয়াছি ফল পাই নাই, ডাকিলেই কি ডাক হয়? শরণাগত অর্থাৎ যে তাঁর অস্তিত্বে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে তার ডাকই ডাক। মুখে' ডাকিতেছি মা! নাস্তিকমন বলিতেছে কে আবার মা? মার অস্তিত্বের প্রমাণ'? ওসব মা, টা, কল্পনা, ওসব কিছু না। সুতরাং মুখে ডাকিয়াছি, মনতো

ডাকিয়াছিলনা,—ডাক হইল কৈ? শরণাগতের মনডাকিতেছে এবং মুখ ডাকিতেছে। শরণাগত হইতে চাই,—তিনি আছেন এবং ত্রাতা এই তুইটী বিষয়ে সংশয়বিহীন দ্বিধাশূন্যবিশ্বাস। কত দীর্ঘদিনের কতখানি সাধনার ফলে, মন সংশয়মুক্ত হইয়া তাঁর অস্তিত্ব ও মাতৃত্ব সম্বন্ধে দ্বিধাবিহীন বিশ্বাসী হয়। শরণাগত হওয়া কি সহজ কথা? মানুষ যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিশ্বাসবান না হয় তাহার কি শরণ লইতে পারে?

জ্ঞানী ভক্ত কোথায় আছে তল্লাস করিয়া বাহির করিতে হয়। তাঁহার কৃপা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও সেবা করিতে হয়। এবং তাঁহার জীবনে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ভগবৎশক্তি জ্ঞান আনন্দ প্রেমাদি,—মনকে কেবল আঙ্গুল দিয়া প্রমাণ দেখাইয়া দেখাইয়া বিশ্বাসরূপ সংস্কারসঞ্চয় করিতে হয়; এই প্রমাণ দেখিতে দেখিতে মন সংশয়মুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সুহৃদরূপে অনুভূতি করিবার ব্যাকুলপ্রার্থনা, এবং তার ফলে সুহৃদরূপে অনুভূতি হইয়া যায়। ইহাও একপ্রকার ভজন এবং এই ভজন ভারতীয় নরনারীগণের প্রত্যেকের অবশ্যকরণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যজন্মের অবশ্যকর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে তুর্দ্দিনের ঝড়ে সে মাঠে মারা যাইবে না তো কি হইবে?

সংসারে দয়াশূন্যহৃদয়হীন হইলে কি শোক তুঃখ হইতে নিস্তার অথবা কাহারও সঙ্গে ভালবাসাবান্ধতো না করলেই পাওয়া যায় তাহাও নহে। আপনিও কোপ্‌নীর জন্যও ভয় ভাবনা শোক বর্ত্তমান থাকিবে। তাহা ছাড়া দয়াশূন্যতা ও হৃদয়হীনতা, পদে পদে অপরের উপর অত্যাচার অবিচার করাইতে বাধ্য করিবে। সেগুলি পাপ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া ত কর্ম্মফলে,—বিষম তুঃখভোগ করাইবে। কর্ম্মফল কি সহজ বস্তু? উহা নাছোড়বান্দা, পাছে পাছে ধাইবে। কর্ম্মফলে তখনই স্পর্শ করিতে পারে না যখন কর্ম্মকারী,—ভগবানের আজ্ঞা জগতের মঙ্গল জানিয়াই

বস্তুতঃ দয়াগুণ লাভ করিয়াও শান্তি নাই, তবে এমন একজন আছেন যিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্ববিষয়ক বার্ত্তা, মহেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান অথচ পরম সুহৃদ ইহা জানিয়া দয়ালু হইলে শান্তি লাভ হয়।

কর্ম্মে রুচিযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন। কোন আত্মসুখ স্বার্থ-গন্ধের বা অহংবুদ্ধির ফলে অথবা প্রেরণায় অগ্রসর হন না ও সেই জাতীয় সুখভোগ করেন না। তখনই তাহাকে শুভাশুভ ফলভোগী হইতে হয় না। আত্মসুখের আশায় কর্ম্মকৃত হইলে শুভাশুভ ফল কর্ম্মকর্ত্তারই ন্যায্য প্রাপ্য। আর ভগবানের কার্য্যসাধন আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মক্ষেত্রে গেলে, ফল আসিয়া ঘাড়ে চাপিতে ও ফলভোগ করাইতে চাহিবে কোন বাবদে ? সৈনিকগণ রাজআদেশে নরহত্যা করিয়াও তৎফল মৃত্যুদণ্ড পায়না। ভগবানের দাসত্ব ও মজুরীআকাঙ্ক্ষা ঐ আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করার নাম ভগবৎ সেবা, আর ভগবৎসেবারূপ কর্ম্মের একমাত্র ফল হইল জ্ঞানভক্তি। কারণ ভগবান সীমাশূন্য শ্রেষ্ঠতম পবিত্র শুভ, সুন্দর, মহত্তম, পুণ্যতম বস্তু,—প্রেম-সমুদ্র,—সেইজন্য তাঁহার সেবাও শ্রেষ্ঠতম পুণ্যকাজ। তাই সেই পুণ্য কাজের ফলও শ্রেষ্ঠতম বস্তু—কিনা জ্ঞানভক্তি।

তাই ঠাকুর বলিলেন গুরু ভীষ্মদ্রোণবধজনিত যে একটা পাপের আশঙ্কা তুমি করিতেছ, তাহা তুমি যদি যুদ্ধজয় রাজ্যলাভাদিলালসা ও পরাজয়অস্ত্রঘাতে মৃত্যু প্রভৃতি কষ্টের ভয় আশঙ্কা সরাইয়া দিয়া, ইহা ভগবানের আজ্ঞা, ধর্ম্মযুদ্ধ, প্রভুর কাজ, অতএব অবশ্যই করণীয় এই উৎসাহে করিতে পার,—শত শত গুরুজনবধপাপ তোমার কেশাগ্রস্পর্শ করিতে পারিবে না। স্বার্থজনিত জয়ে উল্লাস পরাজয়ের ভীতিরূপ কর্ম্মফল যদি তোমার ভগবৎভক্তিআশ্রয় হৃদয়কে আক্রমণ না করে অর্থাৎ ঐসব ফল ভোক্তা, তুমি না হইয়া যদি আমার প্রীত্যর্থে কাজ কর, তবে কর্ম্মানুসঙ্গিক পাপপুণ্য বন্ধন তোমার কিরূপে হইবে। যে ব্যক্তি ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া কায়মন বাক্যে শয়নে ভোজনে উপবেশনে একমাত্র

ভগবদিচ্ছা ভগবদাজ্ঞানুযায়ী চলিতে চায় অথবা চেষ্টা করে, তার আমিত্ব তো মৃত। সে যখন মৃত, তখন ফল ভোগ করিবে কে? শুভাশুভ কাহার ঘাড়ে যাইয়া চাপিবে!

আমিত্বকে বিনাশ করিয়া ভগবানের না হওয়া পর্য্যন্ত পাপপুণ্য যখন সিন্ধবাদনাবিকের ঘাড়ের দৈত্যের মত ঘাড়ে চাপিয়া থাকিবেই তখন হৃদয়হীনতা নির্দ্দয়তা ভাবে নানাবিধ পাপকর্ম্ম করিয়া ফলস্বরূপে কতকগুলি অতিরিক্ত কষ্ট নির্দ্দয়ের ভূগিতে হয়, দয়াবান ব্যক্তির ভুগিতে হয় না।

পক্ষান্তরে দয়াভালবাসা লাভ করিয়াই কি সুখ আছে? জনসাধারণের বা প্রিয়পাত্রদের দুঃখকষ্টঅভাববিয়োগে হৃদয়বিদীর্ণ হইয়া যায় না? দয়ালু দশের দুঃখ দেখিয়া জ্বালাভোগ করেন। কৌরবকুলের পাপে নির্দ্দয়তায় তাহারা ধ্বংস হইল! ভারত শ্মশান হইয়া গেল এবং ভারতকে শ্মশানতুল্য দেখিয়া দয়ালু যুধিষ্ঠিরের বুকে শোকাগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তথাপি নির্দ্দয়তা হইতে, দয়াপ্রেমভালবাসাবৃত্তি ভাল; ও ভগবৎ পথে বিশ্বাসী ভক্ত ব্যক্তিকে সহায়তাও করে কারণ দয়া ভালবাসা শিখায়, নিষ্ঠা একজন সতী বা দয়ালু (ভগবানের দিকে তাহার মনোগতি মোড় ফিরিলেই) একজন একনিষ্ঠ সাধক হইয়া পড়েন। দয়াবানব্যক্তি জগতের আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছা লাভ করাতে উহা ও ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করে। ভগবানের পথ চলিতে যেই যেই কার্য্য প্রবর্ত্তক সাধকদের করিতে হয় জীবদয়াসেবা সেই কার্য্যের মধ্যে একটী অন্যতম কাজ উদারতাদয়াহীন ব্যক্তির উহা সম্পাদন করিতে কষ্টবোধ হয়। পক্ষান্তরে উদার দয়াবান ব্যক্তি ভগবৎপথ লাভ করিলে উহাতে মাত্রও অসুবিধা বোধ করেন না। ভগবান অসীম দয়াময় প্রভুর এই চরিত্র ও দয়ালুব্যক্তির 'চিত্তকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তাহা ব্যতীত দয়াবান-ভালবাসাপরায়ণ ব্যক্তি জগতের প্রিয়পাত্রদের দুঃখ কষ্টঅভাববিয়োগে

সতী কাদম্বিনী

যদিও মর্ম্মান্তিকআঘাতযন্ত্রণাভোগ করেন কিন্তু অতিবড়আঘাতে এবং পার্থিব কোন ভোগবিলাসের ইন্দ্রিয় সুখের দিকে তাহাদের বিশেষআকর্ষণ না থাকাতে হৃদয়ে যে বৈরাগ্যউদয় হয়, তাহা ঘোরতর ও কঠোর। অনেকসময় দেখা যায় যে, ঐ বিষমআঘাত ও পেছুটানবিহীন বৈরাগ্যের দৌলতে, তাঁহারা একধাক্কার ফলেই সত্য পথের অনুসন্ধানকে জীবনের সার করিয়া বসেন।

[৪]

গঙ্গাতীরে সাধুগণবসতিজন্য শ্রীমতী অহল্যাবাইর নির্ম্মিত মন্দির-গুলির মধ্যে একটী মন্দিরে, কয়েকদিন যাবত এক সন্ন্যাসিনী কোথা হইতে আসিয়াছেন; তপস্যার তেজ পবিত্রতার আভা ধ্যানের অন্যমনস্কতা ভক্তির আনন্দ জ্ঞানের শান্তভাব তাঁহার চেহারার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাঁহাকে শ্রীভগবান যে কার্য্যসাধনা জন্য যথায় আনয়ন করেন এবং যাহার কার্য্য করাইতে আনেন সে ও' তাঁহারই প্রেরণায় এমন ভাবে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলে যে তাহা অতিঅদ্ভুত, সন্ন্যাসীনী কোথাও বাহির হন না, কাহাকেও নিজ পরিচয় আশ্রমাদি কোথায় তাহাও বলেন না এবং আহারের চেষ্টায়ও বাহির হন না। একখানা গেরুয়াবসন ও একটী কমণ্ডলু-বাঁধা পুটলী লইয়া কোথা হইতে আসিয়া এখানেই বসিয়া পড়িয়াছেন, তথাপি কিছু কিছু লোকজন তাঁহার কাছে যাতায়াত করে ও আহার্য্যসামগ্রী প্রভৃতি তাঁকে নিয়া দেয়, তিনিও প্রয়োজন মত সামান্য সামান্য কিছু গ্রহণ করেন।

একটী যুবতী তাঁহার নিকট কয়েকদিনযাবত যাতায়াত করিতেছে। বড়ই অশান্ত অস্থির; পাগলের মত কেবলই বলে মা! কোথায় হারাইলাম

কোথায় গেল কেমন করিয়া পাইব ? সত্যকি আবার দেখা হইবে মা ? আমায় বলিয়া দাও আমি কিসে শান্তি পাইব, মাগো ! আমি কোথায় যাইব কি উপায় করিব ? সমাগতলোকেরা ভাবে শোকেতুঃখে স্ত্রীলোকটার মাথাখারাপ হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনী দুইদিন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা দর্শন করিয়া তৃতীয়দিনে করুণ নয়নে তাকাইয়া বলিলেন সতী ! শ্রীভগবানের কৃপাবই কিংবা তাঁর আশ্রয় নেওয়া-বই কিছুতে শান্তি নাই। স্বামীকে ভালবাসিয়াছ—মনে করিতেছ সে হারাইয়া গেল, কোথায় গেল, কি হইল, তাহাকে আর পাইব কিনা,— কারণ পরকালের খবরতো কিছুই জাননা ; তবে একথা তো অকাট্য যুক্তিপূর্ণ যে কারু হারাণ জিনিষ রক্ষা করা, ও পুনরায় মিলাইয়া দেওয়া বা কারু প্রিয়ব্যক্তির মঙ্গল করা এ বিষয়ে যদি কারু সাধ্য থাকে তবে শ্রীভগবানেরই আছে, ইহা কোন মানুষের ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা হইবার নহে। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁর শরণাগত হও, তোমার সব প্রিয়ব্যক্তি ও বস্তু রক্ষা করিয়া, তিনি তোমায় মিলাইয়া দিবেন।

তাঁর ইচ্ছায়ই তোমাদের এই মিলন ভালবাসাবিচ্ছেদ ঘটিলো। পুনরায় মিলাইয়া দেওয়া তো সেই সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে কিছুই নয়। একেবারে নাস্তিকতাবৃততো নহ, একজন আছেন এরূপ একটা ভাব মাঝে মাঝে তো জাগে, সুতরাং এই অশান্তিরঝড়ের মধ্যেই তাঁকে ডাকিয়া যাও, সর্ব্বদা ডাক, রক্ষা কর ত্রাণকর বলিয়া। শান্তি পাইবে।

সন্ন্যাসিনী কথা বলেন উপদেশ করেন অতি অল্প, যাহা করেন, তাহাই মানুষের মনে একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ছাপমারিয়া দেয়। ভাবের এমনই শক্তি যে অন্তর ভাবে ভরপুর থাকিলে কথা না বলিলেও কৃপাপ্রার্থীদের মনঃসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়,

চিত্র বট তরুমূলে শিষ্য বৃদ্ধ গুরুযুবা
গুরুস্তু মৌন ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্ন সংশয়।

যাসু কৃপা অস ভ্রম মিটি যাই — যাঁর কৃপায় এই সংসারভ্রম মিটিয়া যায়
গিরিজা সোই কৃপালুরঘুরাই — হে গিরিজে! শ্রীভগবান সেই কৃপানিধি

—তুলসী রামায়ণ

অর্থ এই যে, ঐ দেখ বটবৃক্ষমূলে যুবাগুরু ও প্রবীণবৃদ্ধভক্তগণ বসিয়া আছেন। গুরু একটীও বাক্যব্যয় করিতেছেন না, মৌনই তাঁহার ব্যাখ্যা, কিন্তু শিষ্যদের সংশয় সে ব্যাখ্যাতেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়দিনে যুবতীটী যাইয়া আবার উপস্থিত। সেদিন অপর কেহ উপস্থিত নাই, সন্ন্যাসিনী বলিলেন মা! আজ তোমার সাধন প্রণালী-পথ যাহা তা গ্রহণ কর। প্রভুর কৃপায়ই উহা তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে। শ্রীভগবানই সর্ব্বজীবের পিতামাতা সুহৃদ ভ্রাতা বন্ধু শত্রু মিত্র সব। তিনি সর্ব্বজীবের আত্মা, সাথী, ত্রাতা, গুরু সুখদুঃখেরনিয়ন্তা, এবং সুখদুঃখ হইতে পরিত্রাণকর্ত্তা; তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসারপাত্র ও প্রিয় সুহৃদ। সতী! তোমার পতি যোগীন কে? হরি হইতে পৃথক সে কিছু নয়। এই বিশ্বের সমস্ত রূপ হরির রূপ, বিশ্বে হরি বই কিছু নাই। বিশ্ব তাঁহারই অংশ, বিশ্বের সব কিছু হরিতে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তুমি কেন তাকে হরি হইতে পৃথক ও মানুষ বলিয়া চিন্তা করিতেছ? তাহাকে পরমপতি প্রিয়তম ভগবান বলিয়া চিন্তা কর, পতিকেও পাইবে হরিকেও পাইবে।

ভাগবত দেখাইয়াছেন যে এইভাবে পতিকে হরিভাবে চিন্তা ভজনা করিলে সতীর সর্ব্ববিধকামনা পূর্ণ হয়। দেহান্তে পতির সহিত যখন সতী মিলিত হন, তখন পতিকে তিনি হরি বলিয়া জানিতে ও দেখিতে সমর্থ হন। এবং পতিকে হরিরূপ ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই দেখেন না।

লায়লী নামে এক প্রেমিকাসতী ছিল। পতিমজনুরকে আত্মহারা তন্ময় হইয়া ভালবাসিত। একদা এক ভক্ত ফকীর তাঁহাকে বলিলেন, লায়লী! খোদাই মজনুর হইয়াছেন, বিশ্বে খোদা ভিন্ন কিছু নাই। তৎক্ষণাৎ লায়লী বলিয়া উঠিল, বটে? মজনুর তবে আমার খোদাকে

খোদা, ইয়ারকে ইয়ার? এই বলিয়া সংশয়বিহীনবিশ্বাসে তৎক্ষণাৎ খোদা খোদা জপিতে জপিতে ও খোদা বলিয়া মজনুরকে ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। তোমার সাধনের পুণ্যে স্বামী আর সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থাতে থাকিবেন না, তিনিও স্বস্বরূপ লাভের দিকে অগ্রসর হইবেন। ভক্তের বাড়ীর কুক্কুরও ভগবানের অতিপ্রিয়, ভক্তের প্রিয় বস্তুগুলি, ভগবান বুকে করিয়া যত্ন করিয়া রক্ষা করেন। সুতরাং ভক্ত তাঁর প্রিয় মৃত ব্যক্তিদের পাইবেনই। তদ্বিষয়ে কোন ভয় সন্দেহ নাই।

এই বলিতে বলিতে একটু ভাবাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ যুবতীটীর কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিয়া সন্ন্যাসিনী ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গুরু ও শিষ্যা একটু সুস্থীর হইলে পর সাধুমাতা বলিলেন, কাজ করো শান্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাস ও আনন্দলাভ করিয়া শোক যন্ত্রণামুক্ত হইবে। দেবতুল্য ভগবৎপথ প্রাপ্ত হইবে। পথে অনেক বাধাবিঘ্ন কষ্ট যন্ত্রণা পাইবা,—সহ্য শক্তিও পাইবা। তাতে বিচলিত হইও না, এই পথেও সতী পতিব্রতা হইয়াই চলিতে হয় জানিও, ও মনে রাখিও।

বলাবাহুল্য যে এই যুবতীটী সেই কাদম্বিনী এবং ইহার পরে ঐ সন্ন্যাসিনী মাতাকে আর সেখানে দেখা যায় নাই। আমার প্রতি বৎসর কাশীতে যাতায়াত ছিল,—কাদুও স্বামীর মৃত্যুর পরে আর শ্বশুরালয়ে যায় নাই (বোধহয় উহাদের মাতাপুত্রকে প্রতিপালন করিবার মত ক্ষমতা তাহাদের ছিল না) তাই কিছুদিন পরে আবার দেখা, এইবার দেখিলাম কাদুর আরএকরূপ। আগে ছিল সরল, মিশুক, আলাপী প্রমোদশীলা সদাহাস্যময়ী,—মাঝে দেখিলাম উন্মাদিনী এবার কাদু ধীর স্থির বাকশূন্যা শোকমুক্তা। কোনদিকে বৃথামনোযোগ প্রদানশূন্যা. শান্তমূর্ত্তি একাগ্রতপস্বিনী। তপস্যা ধ্যানের একাগ্রতাপবিত্রতা চেহারায়

তবলগি হৃদয় বসত বন নানা লোভ মোহ শোক মৎসরমদবানা যবলগি উরনবসত
রঘুনাথা, ধরচাপ শায়ক কটিভাঁতা তাবত পর্য্যন্তই লোভ মোহ মায়ামদদর্পশোক হৃদয়কে আক্রমণ করিতে পারে ; ধনুর্ব্বাণধারী রঘুনাথ যাবত হৃদয়ে উদিত ও বিরাজিত না হন।

—তুলসীরামায়ণ

ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু শোকের ঝড়ে দেহ যে আধখানা হইয়া গিয়াছে, চেহারা ভাঙ্গিয়াছে সেই কান্তিপুষ্টি আর ফিরে নাই। তবে চেহারায় প্রতিভাত হইতেছে, এমন একটী নূতন শ্রী যে তাহা দেখিলে শ্রদ্ধা হয়।

যেন প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে সব ভাঙ্গিয়াচুরিয়া যাওয়ার পর প্রকৃতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন, এবং সেখানে নব রৌদ্রের নূতনআভা পড়িয়া উজ্জ্বলতাও ঝকমক করিতেছে কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ঝড়েরও ভাঙ্গাচোরার চিহ্নগুলি রহিয়াছে।

কাহু গুরুকৃপাদত্ত বিশ্বাসবলে, এই নূতনপথেও ভীষণ খাটিতেছে রাত প্রায় কাটায় একাসনে ধ্যানজপে। দিনে করে নিজ পুত্র,মাতা, ভাইবোনদের প্রাণপণে সেবা। রান্নাবান্না সব কাজ করে। এখন আর কাহুর সঙ্গে আমার সেই গল্পগুজব আমোদঠাট্টার দিন নাই,—সেই সময়, সেইঅবস্থা সেই দিনও ফুরাইয়া গিয়াছে, তাছাড়া উহার এমন ভাবান্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, উহার কাছে গেলে কারু বৃথাবাক্যব্যয় করিতে প্রবৃত্তিই হইবে না। কিন্তু তথাপি আমি যাইয়া বলিতাম, কাহু! আমি তোর সময়নষ্ট করিতে আসি নাই ভাই! তোকে ভালবাসি ও একটু দেখতে ইচ্ছা হয়। তাই মাঝে মাঝে আসি, তুই নীরবে তোর কাজ করে যা ; তোকে একটু দেখিয়া চলিয়া যাইব।

সন্ন্যাসিনী মাতার কথাই ঠিক হইল, ক্রমেই পিত্রালয়ের আত্মীয়গণ উহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। পিতা মারা গিয়াছিলেন কাহু সধবা থাকতেই। বাড়ীতে ছিলেন মা, তরুণ ভাইয়েরা, আর বৈমাত্র ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, বড় ভগিনী, ভগ্নিপতি এবং বাড়ীর একাংশে ভাড়াটিয়াগণ ইত্যাদি। অবশ্য তাঁহারা পৃথক, কিন্তু কাহুর সমালোচনা করিতেন প্রায়

সকলেই। ভগ্নিপতি ছিলেন মস্ত বড় বিদ্বান পণ্ডিত, কাশীর বিখ্যাত-কথক ও সম্মানিত, সুতরাং এই বাড়ীর প্রত্যেকে তাকে খুব মানিত ও মুরুব্বি ভাবিত।

তিনিও গম্ভীর ভাবে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, স্বামী মরে অনেকেরই ; কিন্তু ইহার বড় বাড়াবাড়ি—সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

ফটোরসামনে রাত্রে বসিয়া কাটানো, মৌনাবলম্বন, সর্ব্বদা এক চিন্তা, জগতের সকল আমোদ-প্রমোদকথাবার্ত্তা হইতে দূরেথাকা, অন্নত্যাগ, এসব শারিরীক মানসিক কৃচ্ছ্রসাধন ভবিষ্যৎ উন্মাদের লক্ষণ। সর্ব্বনাশ !! এতবড় বিদ্বানবুদ্ধিমানব্যক্তিও এই কথা বলিতেছেন ? বেদবাক্যের মত ইহা সত্য বই মিথ্যাতো হইতেই পারে না। কাহুর মাতাই ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া হইলেন ক্রুদ্ধ ও বিরোধী,—গতিকেই উহাকে সকলেই নিন্দা সমালোচনা ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। যাহা সাধুজীবনাজ্ঞ সংসারীলোকদের পক্ষে করা স্বাভাবিক।

কিসের এত জপতপ ? জীবনের একমাত্র অবলম্বন ঐ ছেলেটী, তার প্রতি আসক্তি নাই জপতপ ? ভগবান ভগবান, ভগবান তো তোকে মস্তবড়স্বর্গে তুলিয়া দিয়াছেন, আর ভগবান ভগবান করবি তার একটা সময় অবস্থা বয়স আছে ; এই অবস্থা, এই বয়সে, কিসের ভগবান কিসের সাধনভজন ? এখন শুধু ভাববি যে কিসে দুইটী পেট চালিয়ে এই গুড়োটুকুকে মানুষ করিয়া তুলিবি। উহাই ভাববি উহা বলবি এবং উহা হওয়ার জন্য লোকের মনযোগায়ে চলবি। পরাধীন পরগলগ্রহ হইয়াছিস্ লোকের মনযোগাইয়া চল্ দুইটী পেট লইয়া পথেরকাঙ্গাল হইয়া সাধুগিরী ? বাপের বাড়ী, বাপের বাড়ী, এখানে কি জমীদারী আছে ? বাপ নাই, তোর নাবালক ভাইবোনগুলিকে নিয়া আমিই সর্ব্বদা পেটের চিন্তায় অস্থির,—আর তুই দুইটী পেট নিয়া হইয়াছিস্ নির্ব্বিকার সাধু !!

ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রতি একান্তআসক্তি স্নেহপরবশ এক নারীকে তাহার ভ্রাতষ্পুত্রেই ভগবদ্‌বুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে সিদ্ধিলাভ করাইয়াছিলেন। যাহার যেই ব্যক্তিতে নিষ্ঠা ভালবাসা একাগ্রতা সদ্‌গুরু তাহাকে সেই ব্যক্তিতেই ভগবদ্‌বিগ্রহবুদ্ধি জন্মাইয়া ভজন সহজ করিয়াদেন।

পাগল ছাগল হইয়া থাকিলে তোকে টানবে কে? এইরূপ বিরুদ্ধভাব ও তিরস্কার গালাগালি গঞ্জনাঅশান্তি প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল।

ঐ অনাহারশুষ্কদেহ, কঠোরপরিশ্রম তদুপরি এই নিন্দা ঠাট্টা ক্রোধ ও বিরক্তিভাব কটুবাক্যবাণবর্ষণ (ও উহার অপ্রাকৃতমনোবলে প্রসন্নমনে সহিয়া যাইত বটে) আমার বুকে আঘাত করিত,—আমি করুণ নয়নে তাকাইয়া থাকিতাম। একদিন ও আমার দুটী হাত জড়াইয়া ধরিয়া অতিশান্তকরুণ স্বরে বলিল, দিদি, তুমি দুঃখ পাও বুঝি? ছিঃ দুঃখ পাইও না। আমিতো সদাআনন্দে আছি, বিন্দুমাত্র দুঃখ পাই না, তবে তুমি দুঃখ পাও কাহার জন্য? তুমিতো জান যে আমি মানুষস্বামীর মুখ দেখিয়া এই জাতীয়দুঃখ কঠোরশ্রমওগঞ্জনাদুঃখ ভুলিয়াছি। আজ কি পরমাত্মাপরমস্বামীতে বিশ্বাসলাভ করিয়া এ দুঃখ আমাকে স্পর্শকরে তুমি মনে কর? আমার না কত কত চিঠি আসিত, তুমিই না একমাত্র তাহা পড়িয়া দিতে, আজও আমার চিঠি আসে দিদি! কত সান্ত্বনা শান্তি আদর অভয়বাক্যের চিঠি প্রাণেরমধ্যে আসে, অনুভব করি। দেখাইবার নয়, না হইলে তোমায় আমি দুই-একখানা দেখাইতাম। এসব তৃণবৎদুঃখে আমার কি করিবে? দুঃখ পাইও না দিদি আমার! ছি, দুঃখ পাইও না, আমার পতিতেরবান্ধব করুণাসাগরকে ভালবাস এই বলিয়া আমার গলাজড়াইয়া ধরিয়া প্রাণেরআবেগে ভগবৎপ্রেমাশ্রুবিন্দু মুছিতে লাগিল।

কয়েকবৎসর এইভাবে কাটাইয়া কাতুর হইল ইনফ্লুয়েঞ্জা, চট করিয়া তাহা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল, ও আসন্নসময়সমাগত দেখিয়া কাতুকে বাহিরে আনা হইল। মারা যাওয়ার আগেও অন্তরে ঐনাম, ছেলেটীকে রক্ষা ও পালন

সম্বন্ধে মাকে ইঙ্গিত করিয়া, কাহু ইঙ্গিতে বলিল ঠাকুর! মাতা বলিলেন, কি বলিতেছ কাহু! যোগীনের ছবি দিব? ইঙ্গিত পাইয়া মাতা ফটোখানা আনিয়া কাহুর বুকের উপর দিলেন, তৎপ্রতি তাকাইয়া ঈশ্বরে চিত্তসমাহিত করিয়া প্রসন্নমুখে সতীকাদম্বিনী চিরদিনের মত নয়নমুদ্রিত করিল।

গৃহস্থ বৈষ্ণবী

বাংলার কোন এক মফঃস্বল গ্রামে
গেলাম ; যখন,—মোর স্বামীর চাকুরীজীবনে
এক্‌দিন যাইতেছি করিতে রন্ধন
চেয়ে দেখি আসিছেন,—কাহারা দুজন
আগে আগে আসিতেছে, একটী রমণী
পরমাবৈষ্ণবীরূপা, মরালগামিনী !
বেশ, ভূষা, ভাব, গতি, দ্বিতীয়া নারীরও
প্রথমার অনুরূপ চিনিনা কাহারো
দোহারই চেহারায় ভক্তিভাব আঁকা আছে
হরেকৃষ্ণ বলি আসি দাঁড়াইল কাছে।
যেই হ'ক ভক্ত যবে, বুঝিলাম মনে
আসিল আনন্দ প্রাণে, নমিনু চরণে
পরিচয় দিয়া বলে, দ্বিতীয়া রমণী
"ইনি হ'ন "......" বাবু তাহার গৃহিণী
কহিল প্রথমা তবে, মধু ভাষে ধীরে
মা আমার ! আসিয়াছি তোমার গোচরে
শুনিলাম লোকমুখে, তুমি নাকি মোর
গোপালের কৃপাকাঙ্ক্ষী আনন্দে বিভোর
হয়েছি মা সে অবধি, একথা শুনিয়া
বড় আপনার তাই, এনেছ টানিয়া

কাল রাতে গোপালের বাড়ীতে কীর্ত্তন
যেতে হবে মা আমার এই নিমন্ত্রণ।

[২]

সৌভাগ্য আমার,—সে তো, শুনুন জননী
যাইব নিশ্চয় ক'রে, বসুন আপনি।
বসিয়া একটু পরে, বলিলেন ধীরে
জীবনে কখন, ওমা! কি রকম করে
পাইয়া প্রভুর কৃপা, হ'তে চাও তাঁর
শুনিলে আনন্দ পাব, বল "মা আমার!"
প্রভুর করুণাব'লে, তাঁহার ভজন
করেছ তো শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ?
আপনার লোক যদি দুঃখের সময়
শুধায় কেমন আছ? তখন যা হয়
হাসিয়া দুঃখের হাসি, বলিলাম মাতা
হতভাগ্য আমি সে সকল পাব কোথা
নাম ও ভজনে মতি কিছুমাত্র নাই
তবে জানি পতিতপাবন শ্রীনিতাই
সেটুকুও নাম,—গুণ স্মরণ না করায়
ডুবাইয়া দিয়া ঘোর নাস্তিক বানায়
ছেলে কোলে, কথা বলি হাটিয়া হাটিয়া
ওমা বসো, ওমা বোসো, বসাল ধরিয়া
বসাইয়া কিছুক্ষণ মোর মুখ হেরে
ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল ধীরে ধীরে

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
অভিমানশূন্য নিতাই সর্ব্বত্র বেড়ায়

—চৈতন্য ভাগবত

নিতাইচাঁদকে মানে, যার মুখে শুনি
সে আমার নয়নের, আনন্দদায়িনী
সাধ হয় অনিমেষে, তার মুখ চাই
সাদরে হৃদয়ে ধরি, পরাণ জুড়াই
দুপহরে নারী আড্ডা উকীলের ঘরে
"......" গৃহিণী কে? আপনারা তারে
চেনেন কি?—কহে সবে, সে যে একজন
ভক্তনারী, গোপালের সেবায় মগন
সর্ব্বাঙ্গ সাজায়ে, মালাতিলকচন্দনে
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপিছে বদনে
সংসারধর্ম্ম পারিবারিককর্ত্তব্য ব্যবহার
সেসব সুন্দর,—করে এসবও আবার
কেহ কেহ যায় খুব, তাহার আলয়ে
অহোরাত্র নাম ক'রে তাদের লইয়ে
ভগবানে আছে তার সত্যই বিশ্বাস
বিপদেও দেখিনাকো বিষণ্ণ হতাশ
যথা হ'তে যেই সাধু করুক আগমন
নিয়ে যায় নিজ আলয়ে করি নিমন্ত্রণ
কুলবতী নারীর ঐ সাধুপ্রতি ভক্তি
অনেকের না পছন্দ, প্রকাশে বিরক্তি
সে বলে ভক্তেরা মোর, মাথার শিরোমণি,
সাধুকৃপায় নাকি ভক্তি, পেয়েছেন তিনি

সাধু ভক্ত দেখিলে, মাতি যান তাই
লোকে বলে এর সঙ্গে মিশোনাকো ভাই
কেউ কেউ নিন্দাও করে, সেই ঠাকুরাণী
তাহারে কোথায় কবে, দেখিলেন আপনি ?
জনৈকারমণী, বলিতে লাগিল অতঃপর
বিধবা বড়-জা মোর, শোকেতে বিভোর
মরে গেল ছেলে তাঁর, সে সময় তিনি
থাকিতেন ওঁর বাড়ী, দিবস রজনী
সদা হরিনাম আর সৎসঙ্গ গুণে
ভুলিয়া থাকিত শোক, পে'ত শান্তি মনে
কেহ কেহ আমাদেরও একথা বলিত
ভাল নয় ও মেয়ের স্বভাবচরিত
সে বাড়ীতে থাকে কেন, বড়-যা তোমার :
কর্ত্তা বলে বলুকগে, যা-খুসী যাহার
আহা মোর চিরদুঃখী বধুঠাকুরাণী
একটুকু পুত্রশোক ভুলে রন তিনি
হরিনামে শান্তি পান যাউন তথায়
গ্রাহ্য করি না আমি লোকের কথায়
এ পর্য্যন্ত শুনি আমি বুঝিলাম সব
বলিহারি মহামায়া ! তোমার প্রভাব
ভক্ত সাথে হরিনাম, বিমলআনন্দে
লাগেনা এদের ভাল, আছে বৃথামোদে
তাস খেলা গল্পকরা, পাড়াপ্রদক্ষিণ
যাইতে হয়না মন তথা একদিন

নিন্দাও করে লোকে এমন ভক্তকে
সময় না হ'তে জীব বোঝে না কিছুকে
দ্বিপ্রহরবেলা হ'লে দ্রুত কাজ সারি
তাড়াতাড়ি চলে গেনু, গোপালের বাড়ী
বাড়ীতে ঢুকিতে মোর প্রফুল্লিত মন
বুঝিলাম হয় তথা, সাধন ভজন
দেবালয়ে আসিয়াছি হেন মনে হ'ল
নামবিমুখপ্রাণ,—নাম করিতে লাগিল
ঠাকুর ঘরের দ্বারে, রলেম বসিয়া
ভিতরে মা সেবারতা দ্বার ভেজাইয়া
চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ, তুলসী কানন
আশ্রমসমান, এই গৃহস্থভবন
পবিত্র পরিস্কার,—নাই কোন আড়ম্বর
ভক্ত দম্পতি দোঁহে, ঠাকুর কিঙ্কর
নারীগণ এলো, করে ঠাকুর প্রণাম
তিলক তুলসীমালা, মুখে হরিনাম
এঁদেরি লইয়া মাতা, ঠাকুর সম্মুখে
সন্ধ্যারতি, গীত বাদ্য, করে মনসুখে
আহা মরি যেন সেই মাতাযশোমতী
সখী সঙ্গে করিতেন, গোপাল আরতি
সেবা সমাপিয়া মা তো এলেন বাহিরে
আনন্দ মুখে ও চোখে টলমল করে
আনন্দমুরতি মাতা আমাকে দেখিয়া
প্রণাম করিতেই নিলেন বুকেতে টানিয়া

তৃপ্তি পাইলাম,—মোর শান্তিবোধ হ'লো
বৈষ্ণবীর অঙ্গস্পর্শ তাপসুশীতল
নিয়ে গেলেন ঠাকুরকে, করিতে প্রণাম
প্রভুপদে সাষ্টাঙ্গেতে প্রণত হ'লাম
উঠিয়ে দেখিনু চেয়ে সুন্দর ঠাকুর
মার হাতে সুসজ্জিত, কিরূপ মধুর
রাখালবালকরূপ করে মোহনবেণু
বামহাতে পাঁচনি চরাইবেন ধেনু
মধুর সুহাসি মুখে র'য়েছে লাগিয়া
সিংহাসন আলো করি আছেন দাঁড়াইয়া
বলিতে লাগিল মাতা, থামিয়ে খানিক
কাঙ্গালের ঘরে, ভবত্রল্ল্ভমাণিক
এই মোর সরবস সকলসম্পত্তি
মাতৃভাবভিখারিণী,—আমি দীন অতি
বলিতে বলিতে মাতা নীরব হইল
নির্ব্বাক নীরব দুটী আঁখি ছলছল
অতঃপর উভয়ের নীরবতা ভাঙ্গি,
বলিলাম মা আমার ! বলতো কি লাগি ?
একবিন্দু, নিষ্ঠাশরণ, আজও নাহি এলো
ঘোর অহংবুদ্ধি কবে কমিবেক বল
আমিত্বভ্রম, আপনবল, র'বে যতক্ষণ
ততক্ষণ কিরূপে বা আসিবে শরণ
তিনি বিনা জীবকে পূর্ণঅসহায়
নিরাশ্রয় জানিলে তো, শরণ লয় পায়

আধ্যাত্মিক পরমরস ও অপার সম্পত্তির অধিকারী নিজকে জানিয়া, ঐহিকবস্তু ১৬+
তুচ্ছানুভবে নিষ্কাম অবস্থা না আসিতে,—সর্ব্বত্যাগ অহিংসাদি সোপান গ্রহণে সাধারণ লোক অসমর্থ। যদি সে পরধর্ম্ম প্রলোভনে পড়িয়া অহিংসাসর্ব্বত্যাগমূলক কার্য্যানুকরণে যায় ও, কখনো তাদৃশভাব ও কার্য্যে সমর্থ হইবে না। পক্ষান্তরে জীবনকে (দিন ও রাত্রিবৎ) মহৎজীবনের উল্টা বানাইয়া ন্যায়ান্যায় বিধিবিচারহীন কামনা, পোষণ কাম্যভোগ ও হিংসায় ডুবাইয়া দিউক ইহাও তার স্বধর্ম্ম নহে। তাঁহারা ন্যায়যুক্ত ও বিচারসঙ্গত কামনাপোষণ ন্যায় ও বিচারসংযুক্তভোগ ও ন্যায়সংযুক্ত ক্রোধ-হিংসাদি করিবেন ইহাই বর্ণধর্ম্ম।

শরণ আসে জানিলে সে একমাত্র গতি
সে বিনা কাহারো নাই ঠিকানা একরতি
সর্ব্বভূতের সর্ব্বশকতিসহায়
সম্বল আশ্রয় তিনি, জ্ঞানেতে জানায়
একমাত্রআশ্রয় এ বুঝিয়া নিষ্ঠা আসে
ভক্তিযোগেও শরণনিষ্ঠাকে প্রকাশে
ভক্তিযোগে ভালোবাসা আসে তার উপরে
অত্যন্ত প্রগাঢ়-প্রীতি অনুভব করে
ঢলিপড়ে তাঁর উপরে,—সর্ব্বস্ব প্রাণমন
তাহাই প্রেমজনিত, নিষ্ঠা ও শরণ
জ্ঞান, কিংবা প্রেমে মন তদ্গত তাঁহায়
এরূপ শরণ বহু ভাগ্যফলে পায়
চিত্তশুদ্ধির ফল, ঐ উচ্চাঙ্গের শরণ
অবস্থাকে ;—প্রকাশ করিতে যেইজন
তাহার সোপানস্বরূপ ভগবৎআদিষ্ট
বর্ণাশ্রমাদি সোপানে, হ'ন একনিষ্ঠ
প্রভুআজ্ঞাপালন জ্ঞানভক্তির উপায়
উদ্দেশ্যেই,—যিনি যাজন করেন উহায়
ঐ সোপানান্তর্গত, ভোগবিলাস যাহা
ভোগাকাঙ্ক্ষাপূরণার্থ ল'ন শুধু তাহা

তিনিও শরণাগত, এক প্রকারের
ঈশ্বরের পদাশ্রিত প্রজা সেদেশের
কোনরূপ শরণ যখন দেখিনা আমায়
জানিনা আমার তিনি কি করেন উপায়
থাকুক তাহার অসীম প্রেম ও করুণা
কি হইবে শরণজনিতনিষ্ঠা বিনা ?
সুমধুর মৃদু হেসে, বলিলেন মাতা
যখন আছে মা তোর হিসাবের খাতা
কি করিনু, কি পাইনু, কিসে বস্তু পাই
এভাবের প্রেরক কে বিনে শ্রীনিতাই ?
দয়াময় নিতাইতো থেকে তব পাছে
কি হলো কি হলো বলি মনে জাগাইছে
কমায়ে বিষয়লিপ্সা, যে করে ব্যাকুল
হাতবাড়াইয়ে নিয়ে সেই দেবে কুল
সে ব্যাকুল করে বলি জীব তাঁকে খোজে
আমি ও আমার বলি কিছু কি মা আছে ?
পড়শী দু' চারজন এলো কুলনারী
সাংসারিক প্রশ্ন করে, তাহারা সংসারী
সাগ্রহে পরমস্নেহে শুনি সবিশেষ
যথাযোগ্যকর্ত্তব্যের দিলেন উপদেশ
এসব দেখিয়া আমি বুঝিলাম মনে
আছয়ে সহানুভূতি সবাকার সনে
মধ্যাহ্নভোগের, কিছু প্রসাদ লইয়া
ঠাকুরঅঙ্গণকোণে,—মাদুর পাতিয়া

বসালেন মা আমাকে, আম্রতরুতলে
অনেক আলাপ দোঁহার হ'লো নিরিবিলে
এই আলাপের মাঝে দোঁহার হৃদয়
দোঁহে চিনিলাম, হ'লো প্রাণের পরিচয়
দেখিলাম ঈশ্বরের অপারকৃপায়
কায়মন মা তাঁকে দিতে নিযুক্ত চেষ্টায়
বুঝিনু মা বিশ্বাসীভজনশীলানারী
ভক্তিপথের নানাভাববিন্দুঅধিকারী
শাস্ত্রঅনুসারে মাকে,—সাধকজীবন
বলা যায়; তদনুযায়ী রয়েছে লক্ষণ
আস্তিকতা শ্রদ্ধাবিন্দু প্রাপ্তিসত্ত্বে আমি
স্বধর্ম্মপরিত্যাগী, ঘোরউন্মার্গগামী
উশৃঙ্খলইন্দ্রিয়সেবক, জানিয়াও মাতা
চাহিলেন, মম সহ করিতে বন্ধুতা
বলিলেন,—তব অযোগ্যতার বিচার
নিতাই জানেন,—মোর কাজ কি তাহার
বারেক দেখিয়া আমায়,—বহু নিন্দা শুনি
মোর গোপাল যে সত্যভাবে, বন্ধুরূপা তিনি
যেরূপ হোক সে তার সহ মম বন্ধুতায়
দোষ নাই গুরু বুঝায়েছেন আমায়
বলিলাম কি আশ্চর্য্য এই দেশমাঝে
মা তোমারো, নিন্দুক বিরোধী লোক আছে ?

হাসিয়া বলিলেন তারা, আমায় একঘরে
করেছিল, এখনতো আসাযাওয়া করে
যে দু'চারিজন এখনো নিন্দাকারী আছে
বুঝিবেক ভুল, দুইদিন আগে পাছে
কতজনেই তো মোরে কত করেছিল
তাঁর ইচ্ছায় সকলেরই সুবুদ্ধি হইল
ভুলদোষ আগে করি,—যারা বোঝে সত্য
তারা শেষকালে হয় বিনীতানুতপ্ত
কৌতূহলী হইয়া মায়ের কথায়
বলিলাম আর কে কি করিল তোমায়?
পরিবর্ত্তন কিসে হ'ল, বল সেই কথা
আমার আগ্রহে,—সেটা নয় পরনিন্দা
বলিলেন, "গোপাল টানিল তার পথে
বিবাহেরপরে খুবই কম বয়সেতে
পথে সদগুরুদর্শন, হ'য়ে গেল দৈবে
দীক্ষা ও গোপাল দিলেন অযাচিতভাবে
দুইকুলের সকল আত্মীয়পরিবার
ক'রেছিল বড়ই লাঞ্ছনাঅত্যাচার
আমি ও তাদের হাতে পুতুল হইয়া
চলিতাম না, গুরুগোপালভজন ছাড়িয়া
আত্মীয়েরা অগ্নিশর্ম্মা হইল তাহাতে
বলে মোরা শাক্ত,—তুই গেলি কোন্ মতে
এ আবার কোন গুরুর মালাঝোলা ছবি
লইয়া আসিলি আর কাহারে ভজিবি?

নীতিনিপুণ সোই পরমসয়ানা   সো কবি কোবিদ্‌সোহি রণধীরা।
প্রীতিসিদ্ধান্তনিকতেছি জানা   যো ছল ছাড়ি ভজত রঘুবীরা,

সেই নীতিনিপুণ সুচতুর, এবং সেই প্রকৃত প্রেমকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে সেই এই সংসারসংগ্রামে ধীর স্থির থাকিতে পারে যে অকপটে ভগবানকে ভজনা করে।

—তুলসীদাস

সেই রাগই শেষে আক্রোশে পরিণত
হইল,—যখন আমি ছাড়িলাম না পথ
তাদের রাগে ত্যাজিলাম না ঠাকুরমালা ছবি
দ্বেষী হইল,—স্বেচ্ছাচারী অনধীন ভাবি
বিশেষযন্ত্রণা দিত রোজ শাসাইত
মালাঠাকুর ফেলে দিব, কিন্তু কার্য্যতঃ
সে কাজটী করিত না, বোধ হয় মনে
ইতঃস্ততঃ আসিত, সে কার্য্য সম্পাদনে
তারপর মোরে যা তা মিছে দোষ দিয়ে
তাহাদের ছেলেকে, করাল অন্ত্র দিয়ে
একেতো পাড়াগ্রাম তায় গোড়া ব্রাহ্মণ
যা বুঝাল বুঝিলেন, ওঁরও বয়স কম
আমার ধৃষ্টতায় সব হারালাম বলি
মা বাপ মোর নিদয় হ'লেন উঠিলেন জ্বলি
মুছিয়া চোখের জল,—পরমদয়াল
একান্ত আশ্রয় কৈনু, প্রাণের গোপাল
বাপ মোর গোপাল! হে শ্রীগুরু পিতা
দেখ এ সংসারে আমি সর্ব্ব উপেক্ষিতা
সেই সব দুঃখ ক্লেশ ভুলে থাকি আমি
সুখে ভাসি,—হৃদয়ে যখন জাগ তুমি
সবার ঘৃণিত আমি, তাতে নাহি দুঃখ
তুমি মোরে ছাড়িও না,—ওহে চন্দ্রমুখ!

তিনবর্ষ স্বামীসহ ঘর করি সতি
সপত্নীর আমার হ'ল স্বর্গে গতি
সামালিয়া মন হ'তে সেই শোক তাপ
স্বামীর আসিল,—কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুতাপ
বয়সের সাথে বুদ্ধি পরিপক্ক হ'লো
বিনাদোষে ত্যক্তা আমি মনেতে বুঝিল
চাহিলেন ক্ষমি তাঁরে হই আমি মিলিত
আমিও মিশিলাম বুঝি প্রভুরই ইঙ্গিত
আসক্তি মাত্রও তখন ছিলনাকো মনে
মিলিলাম পতি, সেব্য ক্ষমাপাত্র জ্ঞানে
এই মোর পারিবারিক ক্ষুদ্র ইতিহাস
বলিতে ২ মাতার মুখে মৃদুহাস
তবে গুরু গোপাল মোর সাথে এই ঘরে
সেকালে কতই অপমান অনাদরে
ছিলেন ; ভাবিলে শুধু ব্যথা পায় মন
নচেৎ দুঃখকে ভাবি কৃপাদত্তধন
এ পর্য্যন্ত শুনি, প্রশ্ন করিলাম আমি
বিপদ কৃপার দান কেমনে জননী ?
দুঃখ তো দেয়, চিরন্তন আতঙ্ক বিষাদ
তা কি আবার বরণীয় ? করুণা প্রসাদ ?
তোমার মুখেতে এর কিছু আলোচনা
শুনিতে আমার মনে বড়ই বাসনা
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, মা বলিলেন তবে
তুমি কি জাননা !" তবে আমাকে বলাবে

মঙ্গলময়ের লীলা কিছুই না জানি
দু'একটী বলি যাবুঝান অন্তর্য্যামী
কভু দুঃখে উপজে, ভগবানে ভক্তি
কভু দুঃখ দিয়া জীবে, দেন নব শক্তি
যন্ত্রণা দুঃখেই হয়, সঞ্চিতপাপক্ষয়
যন্ত্রণা পাইয়া জন্মে পাপকার্য্যে ভয়
কভু দুঃখ দিয়া, কারু করেন পবিত্র
কভু দুঃখ দিয়া শোধেন, নৈতিক চরিত্র
কভু দুঃখ দিয়া করেন ভ্রান্তির বিনাশ
কভু দুঃখ হইতে হয় জ্ঞানের প্রকাশ
কভু দুঃখে ধনজনের মোহ হয় দূর
কভু স্বাস্থ্য যৌবনের দর্প দুঃখে চূর
কভু দুঃখে বোঝা যায় কর্ত্তা ভগবান
পুরুষকারদর্প মিথ্যা,—দুঃখেই প্রমাণ
দুঃখ ভোগের সঙ্গে জীব যাহা শিক্ষা পায়
সংস্কাররূপে তাহা জন্মান্তরে সঙ্গে যায়
কভু দুঃখে পাপক্ষয়, কভু হয় শিক্ষা
কভু দুঃখে করেন ভক্তি বিশ্বাস পরীক্ষা
কভু দুঃখ হইতে জনমে নানা গুণ
কভু দুঃখে দর্প অহঙ্কার হয় ন্যূন
দুঃখ হইতে জন্মে বহু পরমার্থজ্ঞান
দুঃখ হইতে হয় ঐহিক অশেষকল্যাণ
দুঃখ হইতে জ্ঞান হয়, সংসার অনিত্য
দুঃখেতে বৈরাগ্যোদয় খোঁজে পরমার্থ

আজন্ম সুখী-দুঃখী সবল দুর্ব্বল
ইহা দেখি লোকে বোঝে, জন্মান্তরের ফল
দুঃখেতে বুঝায়, সর্ব্ববিধ মিথ্যা সত্য
কভু দুঃখে জানা যায়, প্রভুর অস্তিত্ব
দুঃখেই প্রমাণ, হরি কাঙ্গালের বন্ধু
দুঃখেই প্রমাণ প্রভু করুণারসিন্ধু
কভু দুঃখে কমে, রিপুগণের প্রাবল্য
কভু ধীরচরিত্র গড়ে বিনাশে চাঞ্চল্য
একের দুঃখেতে কভু, দশের কল্যাণ
একের 'বলিতে' পায়, দশজন ত্রাণ
কভু দুঃখে বহিয়া বোঝা অপরের
শোধ দিতে হয় ঋণ জন্ম জনমের
বহু দুঃখ শোক, আর আঘাত পাইয়া
ধীরস্থিরচরিত্রাদি, উঠয়ে গড়িয়া
কভু কারু করি গৃহ স্বজন বিনাশ
হরিনাম করায়, ও সাধুসঙ্গবাস
সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া দুঃখভোগ
বিঘ্ন ঘুচাইয়া দেয়, সাধনাসুযোগ
তাই দুঃখে দেখা যায়, মঙ্গলময়হরি
কালে তাঁর দূত, আর দুঃখ কর্ম্মচারী
চমৎকার : সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব প্রকারের
কল্যাণসাধনভার দিছেন এদের
সর্ব্ববিধ শিক্ষা দেয়, ভ্রমে জগন্ময়
তাড়না করিয়া জীবে, শান্তি পথে লয়

নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াও যেসব দুঃখ দৈবে আসে, এবং ন্যায়সঙ্গত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা না ঘুচে, তাহা সহ্য করাই মঙ্গল; কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখতা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ফলে দুঃখ ডাকিয়া আনিয়া সহ্য করা ও ভয়ের বশে অন্যায়কে সহ্য করা পাপ।

যখনি দেখিবে দুঃখ করিও স্মরণ
কি জানি কি হইতেছে মঙ্গলসাধন
দুঃখ মঙ্গলফলের প্রসব বেদনা
সূক্ষ্মদৃষ্টি পাইলেই ইহা যায় জানা
যে মঙ্গল আর যে উদ্দেশ্যসাধনের লাগি
যতদিন যাহারে, করিবে দুঃখভাগি
জগৎ একত্র হইয়া, সেই দুঃখ নাশ
চেষ্টা যদি করে হয় বিফলপ্রয়াস
কিছু না কিছু উদ্দেশ্য, করেই সাধন
নিরর্থক দুঃখভোগ, না হয় এমন
তাই দুঃখনাশে চেষ্টা কর, না হ'লে সফল
তাঁর ইচ্ছা দুঃখভোগ, দুঃখই মঙ্গল
এই কথা ভাবিয়া, চুপ করি রও
শক্তি চাও সহিবার আর দুঃখ সও
দুঃখভোগ সঙ্গে যেই শিক্ষা পায় জীবে
সংস্কাররূপে তা জন্মান্তরে অনুভবে
অনিত্যে মজিয়ে খায় কালের কামড়
দংশন জ্বালার বশে,—হইয়া ফাঁপড়
ধনজনে আন্তরিক যে ভীতি উপজয়
জন্মান্তরে তাই বৈরাগ্যে পরিণত হয়
যেই জিনিষের দ্বারা বহু দাগা পায়
সংস্কার রূপে সে শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে যায়

অন্তরের অন্তস্তলে তখন নীরবে
নিত্যসুখবস্তু কিছু আছে কি এ ভবে ?
সকাতর প্রশ্ন জাগে থাকিয়া থাকিয়া
এরূপে জিজ্ঞাসু আর্ত্ত অবস্থা বানাইয়া
ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন হৃদয়েতে করি
প্রকাশেন—নিজেরে দীনদুঃখহারী
আরও তলাইলে বুঝিতে পারিবে মন
চিরসুখী নাহি বোঝে ব্যথিত বেদন
জগতে অর্দ্ধেক লোক, পেয়ে দুঃখ ব্যথা
শিখয়ে সহানুভূতি ; এই খাঁটী কথা
রোগ শোক দারিদ্র্যাদি ভুগেছে যে জন
সে জানে সে অভাবের কত যে বেদন
সে যত আগ্রহে করি, দুবাহু বিস্তার
সান্ত্বনা সাহায্য দেয়, তেমন কে আর
ভুক্তভোগী সম বন্ধু, এ ভব সংসারে
ব্যথিতের সমদুঃখী, কে হইতে পারে
তাছাড়া বিপদে দুঃখে হ'য়ে শক্তিহীন
আমি কর্ত্তা এই বুদ্ধি, ক্রমে হয় ক্ষীণ
পুরুষকারজ্ঞান জীবের প্রথমে জন্মায়
উদ্যোগী পুরুষসিংহের ;—ফল লাভ হয়
কিন্তু সে পুরুষকার কে, বা কোন জন্
না বুঝিয়া হয় তাতে আমি কর্ত্তা ভ্রম
পুরুষকারশক্তির যখন ঘটান অভাব
খুব ভয় আসে, আসে হতাশার ভাব

তোমার কর্ম্ম তুমি করাও মা
লোকে ভাবে করি আমি
সকলি তোমার ইচ্ছায় হয়
ইচ্ছাময়ী মা তুমি

কভু পঙ্কে বদ্ধ কর করী
কভু পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি
কাকে দাও শিবত্বপদ
কা'কে ক'র অধোগামী

কিন্তু ভয় পেয়ে যখন, দেখে পাছে পাছে
পূর্ণ অসহায়েতে তো এক শক্তি আছে
যেখানে না ছিল শক্তি সহায়-সম্বল
তবু তো যা প্রয়োজন সকলি হইল
তখন ক্রমশঃ জন্মে, দৈববাদ জ্ঞান
(ক্রমে বোঝে) দৈব ও পুরুষকার, সেই একজন
(সেই,) দৈব পুরুষকার দুই রূপ ধরি
সাধে নিজ কর্ম্ম. জীবে, যন্ত্রবৎ করি
অনন্তপ্রকার জ্ঞান, দিতে জীবগণে
যে যে ঘটনা পরম্পরার মাঝখানে
দিয়া চালাইতে হয়,—সেই সেই অবস্থা
বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনার, উদয় ব্যবস্থা
নিতান্ত প্রয়োজনীয়, —তাহাই সংসারে
অহরহ হইতেছে, অনন্ত প্রকারে
উহা হওয়াতে গেলেই,—আনুসঙ্গিকভাবে
অজ্ঞ জীব জীবনে, আসিবেই আসিবে
দুঃখ, তাপ, বেদনা, শোক, ভয়, ভীতি;
বিষাদ, অভাব বিয়োগ, পতন-অবনতি
এ সবের ভিতর ঘুরিতে ২ আসে ভাব
শ্রীহরি মাত্র ভরসা এই জ্ঞান লাভ
তখন যদিও নানা ভোগে ধায় মন
তবু মাঝে ২ চায় প্রাণ-ভজিতে সে জন।

[৩]

দম্ভদর্পজনিত মহাঅত্যাচার
অসুরত্বনাশে দুঃখ ভয়ঙ্করাকার
যেই জীবের প্রাণে দয়াদি সকল
সামান্য আছে কি নাই ভোগেচ্ছা প্রবল
জ্ঞান অল্প, অথচ ঐহিকশক্তিলাভ
হয়েছে প্রচুর ; তার হয়, অসুরাবস্থালাভ
আসুরিক বুদ্ধিভাব দিয়া হুহুঙ্কার
বলে আমিই শ্রেষ্ঠ,—সেব্য সবাকার
ন্যায়, অন্যায়, পাপপুণ্য, হাসিয়া উড়াই
মোরে দমাইতে পারে এমন কিছু নাই
এই দেখ অর্থরাশি দৃঢ় বাহুবল
এইসব নিত্যবস্তু, সহায় সকল
জোর যার মুল্লুক তার এই সত্যসার
দর্পহারী ভগবান ? কল্পনা অসার
তাঁরই শক্তির একবিন্দু শক্তিলাভ করি
হয় এরূপ নাস্তিক দর্পী অহঙ্কারী
তাঁরই শক্তিবিন্দু পেয়ে নিজ অধিকারে
অজেয় ঈশ্বরবুদ্ধি করে আপনারে
ক্ষুদ্রজীব তোরা সব মোর চির ভৃত্য
করজোড়ে কায়মনে করিবি দাসত্ব
কড়যোড়ে মোর কাছে কাঁপিবিরে ভয়ে
যদি ব্যতিক্রম কর ফেলিব মারিয়ে

বর্ণধর্ম্ম মধ্যে ভোগ ভোগবাসনা এবং তাহা কেহ নষ্ট করিলে তদুপরি হিংসা ও
ক্রোধের একটা বিধান থাকিলেও, তাহার মধ্যেও দয়াসংযুক্ত ন্যায়সংযুক্ত সুবিচার ও তাদৃশ বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে, দশের সুখরক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া, স্থান কাল পাত্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া,—স্বভাব কর্ম্মতপস্যা ও জন্ম দ্বারা যে যাহা প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছে তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করিয়া, কামনা পোষণ, ভোগ্য গ্রহণ ও কেহ সেই ধনমান অন্যায়ভাবে কাড়িয়া নিলে ক্রোধাদি করিতে হয়। কিন্তু অসুরদপীরা বিধিব্যবস্থা ন্যায়মূলক বর্ণধর্ম্ম বহির্ভূত কামনা, ভোগ ও ক্রোধ, করিয়া চলে।

কায়মনে সদামোর প্রাধান্যস্বীকার
যদি নাহি কর, তবে সবেনা আমার
আমার প্রধান্যপ্রভুত্বে করিলে ব্যাঘাত
মারিয়া ফেলিব তোমা পিপীলিকামত
মোর জেদ থাকিবেনা, তুমি বড় হবে ?
চূর্ণ করিব তোমা, শুনে রাখ তবে
মারিয়া কাটিয়া তোমা, করি ছারখার
তথাপি প্রাধান্য আমি, স্থাপিব আমার
তোদের কি সুখদুঃখ ওসব বুঝিনে
চাহিনা বুঝিতে,— তোরা কায়বাক্যমনে
মোরভোগ্য সুখস্বার্থ করিবি সাধন
ইহাতে অন্যথা কর ঘটিবে মরণ
অবশ্য যোগাবি তোরা মোর সুখভোগ
(তাতে তোদের) অবনতি রোগশোক, যা খুশী তা হ'ক
এইরূপে শুধু আত্মপ্রতিমা গড়াইয়া
পূজা করে ; অন্যে পশুবৎ বলি দিয়া
কোন শক্তি নাই বিশ্বে আমার উপর
এভাবেরই নামজ্ঞানবিহীন অসুর
অপ্রেমে অজ্ঞানে হয় আসুরিকমন
দুঃখ দিয়া প্রভু তার করেন শোধন

সব বল উড়ি গেলে,—আমি ও আমার
ভ্রম ঘুচে,—নিয়ন্তার অস্তিত্ব স্বীকার
তিনি কি সাধুর বন্ধু, পাপিষ্ঠের অরি ?
দণ্ডিয়া পাপীরে তোলেন জ্ঞানদান করি
আমা হ'তে বড় এক আছে মহাশক্তি
এই জ্ঞান হ'তে হয় অসুরত্ব মুক্তি
কোথা আজ সে চরিত্র ধনবাহুবল ?
যেই অহঙ্কারে হীন দেখেছি সকল
ফুৎকারে যা উড়ে যায় কি বড়াই তার ?
নীচ দুষ্ট পাপী আমি সমান সবার
পরদোষ দুর্ব্বলতায় করিনাই ক্ষমা
আজ কেন পতিত হ'য়ে চাই অন্য করুণা ?
যে পথে করেছি আমি সুখ অন্বেষণ
সেই পথ ভুল, তাতে যন্ত্রণা বিষম
দুঃখ পেয়ে দুঃখভোগ কতই সন্তাপ
অনুভব করি তার হয় অনুতাপ
যে অভাবে পাইতেছি দারুণযাতনা
এই দুঃখ দিয়া অন্যে করেছি তাড়না ?
যে দুঃখে যাতনা আজ পাই নিশিদিন
অন্যের এ দুঃখ দেখি ছিলাম উদাসীন
সমদুঃখী অনুতপ্তপরাণে তখন
দয়ামায়াবীজ হয় আপনি রোপন
বুঝব্যবস্থার যার বহির্ভূত চিত্ত
দুঃখ দিয়া তাহারই নাশেন অসুরত্ব

সঙ্গে সঙ্গে দেখায় কর্ম্মফল,—ফলদাতা
পাপফল সদ্য পাওয়া তাই ভাগ্যেরকথা
অসুর কেন? অনেকেই উপদেশ পাইয়া
শিক্ষা লয়না না ঠেকিয়া দুঃখ না ভুগিয়া
ভোগনিমগ্নমানসে নীতিধর্ম্মজ্ঞান
উঁকিঝুঁকি মারেন, কিন্তু ফুটিতে না পান
দুঃখরূপ মহামিত্র সেখানে আসিয়া
সেই ভোগ্যবস্তু যবে ফেলেন কাড়িয়া
বিনষ্টবিষয়রস শ্মশানহৃদী হয়
শ্রীশঙ্কর অর্থাৎ,—জ্ঞান সেখানে স্ফুরয়
গরীব নীচ জাতির হৃদে নাই অভিমান
অনেককিছু উপাধির নাই তথাস্থান
এর ফলে সে অনেক সন্তাপ পাপ হৈতে
নিস্তার পাওয়াতে থাকে অনেক শান্তিতে
দুঃখে যেন নিদাঘের করালতপন
মঙ্গল বরষাধারা ক'রে আনয়ন
ভগবান দুস্কৃতি পাপ দুঃখহারী
জগতের ইতিহাস, দেখনা বিচারি
প্রথমেই দেখ ভারতের ইতিহাস
অবতারগণ যবে হ'লেন প্রকাশ
ঠিক তারি আগে আত্মা বহুবহুতর
প্রকৃত ধর্ম্মের লাগি তৃষিতকাতর

আর দেশব্যাপী অত্যাচার অবিচার
সবল দুর্ব্বলে করে নিগ্রহ প্রহার
সবিশেষ মেঘাচ্ছন্ন ধর্ম্মের আকাশ
ধর্ম্ম নাম ধরি ঘোর অধর্ম্ম প্রকাশ
বিবিধলোকের যোগ্য, বহুবিধ ধর্ম্ম
সকাম নিষ্কাম জাতি বর্ণাশ্রম কর্ম্ম
সব লুপ্তপ্রায় কিংবা বিকৃত করিয়া
সব পথই প্রায় জীব ফেলে হারাইয়া
দুর্জ্জনের অত্যাচারে, বহু দুর্ব্বলের
আর আধ্যাত্মিকতৃষ্ণাতুর হৃদয়ের
হাহাকারে পরিপূর্ণ, ভারতআকাশ
তখনি স্বয়ং কিংবা শক্তির প্রকাশ
জগতই এইরূপ শুধু কি ভারত
দেখনা পাশ্চাত্যদেশ, খ্রীষ্টীয়জগত
শ্রীমতী ম্যাডামগেঁয়ো একটী দৃষ্টান্ত
খৃষ্টীয়জগৎ যবে, আঁধার একান্ত
ধর্ম্মাচার্য্য সাজিয়া, যতেক ভণ্ডগণ
ছলে বলে হরে পরদার পরধন
প্রানহীন উঠাবসা, সাধনা করায়
জ্ঞান ভক্তি ভাব আদি, কে কারে শিখায়
ধর্ম্মেরকাহিনী কথা যে বইয়েতে রয়
তাহা যেবা পড়ে তার মহাদণ্ড হয়
জ্ঞানভক্তিরঅনুভূতি, সাধনভজন
আপনি সাধিয়া কেবা করে বিতরণ ?

কাটে পর কদলীফলর বিনয় ন মান খগেশ শুনু
কোটী যতন কর নীচ কহত তুলসীদাস

কলাগাছকে কাটিয়া দিলেই তার উন্নতি হয়, তদ্রূপ আঘাত ব্যতীত দুষ্টের উদ্ধার ও উন্নতি হয় না।

অথচ অনেক প্রাণ কাঁদে দিবানিশি
কিবা আছ সুখময়, নিত্য অবিনাশী
তখন শ্রীমতী গেঁয়ো কোঁব আদি সাধু
ধর্ম্ম প্রকাশ কৈলেন মেঘমুক্তবিধু।

[৪]

যখন সন্তান হয়, অতীবদুর্দ্দান্ত
সুশিক্ষার বহির্ভূত অবাধ্য একান্ত
বাহিরেতে বহুক্ষণ খেলায় মাতিয়া
শাসনপালনকর্ত্রী, মাকেও ভুলিয়া
বহুউৎপীড়ন করে অন্যভাইয়েরে
তখন মা দণ্ড হাতে আসেন বাহিরে,
মার সে রুদ্রমূর্ত্তিই সমাজবিপ্লব
দৈববিপ্লবাদি রূপে দেখা দেয় সব
প্রহারেন সন্তানেরে; আমি যেরে আছি
এতই অজ্ঞান আর হইয়াছ পাজী
ভুলেগেছ একেবারে যাখুসী কর তা
দেখ মার খেয়ে, অন্যে মারিলে কি ব্যথা
প্রহারিয়া জগন্মাতা ভিতরে লুকান
কে বলিবে উহা নয় প্রেমেরবিধান
তাই ভক্ত যবে দেখে দুঃখ করালমুরতি
প্রেমেরপ্রকাশ জানি করে তাঁর স্তুতি

যদিও দেখেন তাঁরা ভীষণ ব্যাপার
তবুও জানেন ইহা মায়েরই প্রহার
জীবদুঃখে দুঃখী হয়েও হারান না এ জ্ঞান
মা হ'তে যে ভালবাসে তাকে বলে ডান
যদিও অনেক দুঃখ ভয়ঙ্কর তবু
যত দুঃখ তত সহ্য শক্তি দেন প্রভু
বিকটমূরতি দেখি বিশ্ব পায় ত্রাস
ভক্ত দেখে ইহা তাঁর প্রেমেরপ্রকাশ
যখন নৃসিংহরূপ পরকাশ হন
ভয়ঙ্কররূপ আর বিকটগর্জ্জন
বিশ্বভয়ে মৃতপ্রায় হ'ল পেয়ে ত্রাস
প্রহ্লাদ দেখিলেন মহাপ্রেমের প্রকাশ
তাঁর কাজ নহে ক্রোধবিদ্বেষ-প্রসূত
অধিকারী আত্মারাম প্রভু শ্রীঅচ্যুত
অক্রোধপরমানন্দ অচ্যুত যে জনা
তাঁহার কি হয় প্রতিহিংসাদি কামনা ?
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরেন ভয় দেখাইতে
বিনাশ করেন, আরো সুন্দর গড়িতে
অধিকারী চিরানন্দ চিরসুশীতল
ঈশ্বরের ক্রোধ হয়না কাহার উপর
মোরা প্রেমহীন দেখি প্রেমহীন রুদ্র
ঈশ্বরের প্রেম কভু হয়না বিকৃত
সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখি নিরন্তর
প্রেমশূন্য হবেন তিনি কাহার উপর ?

শ্রীভগবান প্রেমস্বরূপ
করিয়াছি বহু যোগ যাগ ধ্যান
এই শেষ শাস্ত্রতত্ত্ব নিরূপণ

সর্ব্বশেষ জানিয়াছি সার
প্রেম প্রেম একমাত্র ধন
—স্বামিজী

কেমন করি সে প্রেম হইবে বা হ্রাস
প্রেমাস্পদে প্রেমিক কি করিতে পারে নাশ ?
প্রেমনাশ হইলে কি মারিবার পর
পারিত বুকেতে নিয়া করিতে আদর
শিশুঘাতী পূতনাকে করি নিজে বধ
তন্মুহূর্ত্তে গোলকেতে দিল মাতৃপদ
কত যে অসুরগণে করিয়া বিনাশ
তন্মুহূর্ত্তে গোলোকে করিলেন নিজদাস
শিশুপালে বধ করি, তাহার আত্মারে
তখনি ধরিলা নিজ হৃদয়মাঝারে
বিদ্বেষচালিত হৈয়া, দ্বেষপূর্ণপ্রাণে
বধ কৈলে পুতনার কোলে সেইক্ষণে
কেমনে গেলেন ?   করি অসুরনিধন
তন্মুহূর্ত্তে কেমনে করিলা আলিঙ্গন
প্রেমহীন মোরা মোদের ক্রোধ যাতে হয়
বরাবর তারে দেখি গা জ্বলি উঠয়
সুতরাং বিদ্বেষাদি, আমাদের মত
কখনো হয়না তাঁর এই সুসিদ্ধান্ত
ডাকিয়া আনিয়া ক্রোধ কৃপাদণ্ড ধরি
নাচিয়া বেড়ান প্রভু, অভিনয় করি
ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রেমদয়ারূপ
অবিকৃত অবিচল সদা একরূপ

দুষ্ট সন্তানের প্রতি মাতা হন ক্রুদ্ধ
তাহা কি ভিতরে তাঁর প্রেম হ'য়ে লুপ্ত ?
সন্তানজব্দ করিবার হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাণ
তার দোষ চিন্তায় করেন ক্রোধকে আহ্বান
তারপর করেন তাকে কঠোর বেত্রাঘাত
দর্পচূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয় ধূলিসাৎ
তখন তার দীনভাব দুর্দ্দশা দেখিয়া
পূর্ব্ববৎ জাগিয়া উঠে প্রীতি দয়া
কোটীমাতৃতুল্য প্রভুর প্রেমলুপ্ত বা ত্যাগ
কভু হয়না,—তাঁর রাগ ধার করা রাগ
কতটুকু বুঝি মাগো,—যাও বুঝি তায়
প্রকাশে অক্ষম, তিনি মঙ্গলনিলয়
এ বিশ্বাস তাঁতে দিয়াছেন দয়াময়
তাই বেঁচে আছি,—অধম মলিনহৃদয়
এই জোরে এ সংসারে বিপদে মরণে
দুটী পুত্র বিয়োগেও, ছিলাম শান্ত মনে
পুনঃ বলিলাম মাতা, সেসব আত্মীয়ে
সেবিতেছ গ্লানি তাতে আসেনা হৃদয়ে ?
তাহাদেরই ছেলে মেয়ে,—তব বাড়ী ভরা,
মার মত সেবিতেছ,—করিতেছে পড়া
হাসিয়া কহেন মাতা মূর্খ সেইজন
সংসারে যে আশা করে সত্য প্রেমধন
সংসারেতে আত্মীয়দের, ইচ্ছার বিরোধী
হইলে হবেই তারা নির্দ্দয় প্রতিবাদী,

এক হৃদিপ্রাণ এক সুখদুখ
প্রেমিক প্রিয়ের সনে
প্রিয়ের প্রত্যেক ব্যথার প্রেমিক
ব্যথা পায় দেহে মনে

কেহ বেশী, কেহ কম, স্বভাবানুসারে
সুখে সুখী, সত্য প্রেমিক, ক'জন সংসারে ?
আমারই ভুল হ'য়েছিল, করি সুখ সাধ
আত্মীয়দের কাছে,—কৃষ্ণ নারদ সংবাদ
পড়েছ তো ? দ্বারকাতে গোপাল আমার
কহেন নারদ বন্ধু ! আজিকে তোমার
সহিত প্রাণের কথা, কহিব বিশেষ,
এই দেখ আজীবন প্রাণপাতী ক্লেশ
স্বীকার করিয়া যাদবাদি সাতবংশ
উদ্ধার উন্নতি কৈনু ; হ'য়েছিল ধ্বংস
সুবিশাল রাজ্য আমি করিয়া স্থাপন
সকল সম্পত্তি রাজ্য কিছুই গ্রহণ
নিজে না করিয়া দিনু বিভাগ করিয়া
তবু আত্মীয়ের মোর প্রতি নাহি দয়া
সহায়তা দূরে থাক বিপক্ষতা করে
ইহাদের কটুবাক্য দুর্ব্ব্যবহারে
কদাচিৎ হয় মন খারাপ বিশেষ
কি করি বলতো বন্ধু হিত উপদেশ
স্ত্রী পুত্র বান্ধব মধ্যে যেজন আমার
অনুগত হ'তে চান আরেক প্রকার,
অশান্তি ঘটান তিনি ; তাঁর হয় আশ
আমি যেন হই শুধু তাঁর ক্রীতদাস

সবারে করিলে স্নেহ হিংসা হয় তাঁর
তিনিও চাহেন শুধু সুখ আপনার
কত ভয়ে, নিজ ভাব করিয়া গোপন
দুঃখ পেয়ে হয় তাঁর যোগাইতে মন
মোর ভাব বুঝে কেউ কাছে নাহি আসে
মোর সুখ চেয়ে কেহ নাহি ভালবাসে
নারদ হাসিয়া কন, নাথ প্রাণারাম !
তুমি যে ঈশ্বর আত্মারাম পূর্ণ কাম
এ সব উপেক্ষা করা তুচ্ছ আপনার
প্রভু হে ! স্বার্থেতে পূর্ণ এমনই সংসার ! !
কোন জ্ঞান ভাবময় নও তুমি প্রভু
শুনিতে দাসের মুখে ভাল লাগে তবু
প্রভুহে যাহাই এরা করুক না কেন
করুন নিস্কামভাবে এদের সেবন
আপনি জগতগুরু তাই গুরুভার
বহনে ক্ষমতা প্রভু আছে আপনার
নিরুপাধি প্রেম আর নিরুপাধি জ্ঞানে
হইয়া সর্ব্বাত্মদর্শী সেবিছেন ভুবনে
স্বার্থমুক্ত মোহমুক্ত না হ'তে সংসারে
কে আছে তোমায় ভালবাসিবারে পারে ?
আমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি ভগবান
তিনিই সংসারে এই ব্যবহার পান
তবু তিনি প্রেমভূমি ব্রজধাম ছাড়ি
নিঃস্বার্থপ্রেমিক বন্ধুগণ পরিহরি

সেই সব লোক সাথে আজীবন বাস
করিয়া কৈলেন সেবা হ'য়ে ক্রীতদাস।

[৫]

স্বার্থান্ধ নীচ দুর্জ্জন দেখিলে সংসার
ঘৃণা ক্রোধ হ'তে চায় উপরে ইহার
কিন্তু তখন চেষ্টা করি আনি এ বিচার
কার উপরে রাগ হই, কে কর্ত্তা ইহার
বুঝিনা যে কোন দিকে জীব স্বাধীনতা
স্বীয় মতি বুদ্ধি ভাব (সে) কিসের নিয়ন্তা
কিসেরই বা স্রষ্টা ? সে তো যন্ত্রবৎ চলে
কোনদিক দিয়া তার কর্ত্তৃত্ব দেখিলে ?
অস্বাধীন অস্বতন্ত্র অসহায় জীবে
অন্যায়ের জন্য কেন দুষী বানাইবে ?
কৃষ্ণ ক'ন, কালী ! কেন বিষোদ্গার কর ?
দিছিল কালীয় নাগ উচিৎ উত্তর
আমি কি বিষের স্রষ্টা ? আমি কি আমাতে
নিয়োগ করেছি তাহা ; বঞ্চিত অমৃতে
আমি কি করেছি মোরে ? করি বিষোদ্গার
সুখ পাই কৃষ্ণ, একি কর্ত্তৃত্ব আমার ?
অমৃতের জ্ঞান নাই,—নাই আস্বাদন
বিষধর, বিষ জানি, তাই সুধাজ্ঞান
তুমি মোরে কৈলে হেন, যন্ত্রবৎ আমি
সুধাবৃষ্টি কেমনে করিব লোকস্বামী ?

এই কথাগুলি মাতা, বলিবার পর
মধুর হাসিয়া, বলিলেন অতঃপর
"মা আমার ! এইবার তব পালা হয়
গোপালের গুণ কিছু শুনাও আমায়
গুরু মোর জগন্মাতা পিতা নিত্যানন্দ
তার গুণ গেয়ে কিছু দাও মা আনন্দ
তাহা ছাড়া একটী বিষয় ব্যাপার
সম্বন্ধীয় পরামর্শ, মতামত তোমার
শুনিতে চাই,—মাতা পিতা বিয়োগ সময়
হাজার খানেক টাকা, দিলেন আমায়
তার সাথে ইহাদেরও কিছু যোগ দিয়া
দেওয়া হয়েছিল এক, ব্যবসা খুলিয়া
আমাদেরি এদিকের তুইটী বেকার
আই-এ পড়া যুবককে দিছিলেন ভার
অবস্থাটী তাহাদের কিছুই ভাল না
স্বভাব ভালই ছিল আমাদের জানা
লাভ ছিলো,—যদিও অল্প মুলধন
বাইশ টাকা করি ওরা পাইত বেতন
তারা এখন মুলধন করি আত্মসাৎ
ব্যবসাটী করিয়াছে সমূলে নিপাত
আত্মীয়, কুটুম্বু, বন্ধু এখন সকলে
লড়াই করিতে এঁদের, বিশেষ রূপে বলে
কর্ত্তাকে করিছে তারা, সদা প্ররোচনা
অকৃতজ্ঞ প্রতারককে প্রশ্রয় দিওনা

তিনি যে তাহাতে খুব উৎসাহী তা ন'ন
তাহা ছাড়া মোর অনুমতি প্রয়োজন
কেহ কয় ঠাকুর কাছে চাও প্রতিকার
কেহ কয়, গোপাল ইহার করিবেন বিচার
আমার ইচ্ছা ইহার হয় প্রতিবাদী
এ নিয়ে লড়াই হিংসার আমি তো বিরোধী
মোর মনে হয় এই,—তারা ছেলে মোর
কেমনে করিব খাড়া আদালতে চোর
বিপন্ন করিয়া তাদের পত্নীপুত্রগণে
বাড়ীঘরটুকু আমি চড়াব নীলামে ?
গোপাল আমায় যা দেয়, বিচার বিবেচনা
লোকমত সাথে অনেকসময় মিলে না
শুনিতে চাই আমি, তোমার মত কিবা বলে
মোর মত সহ, তাহা মিলে কি না মিলে
ক্রোধ, দণ্ড, শাস্তি দিতে আমার কি বিধি
দণ্ড ও ক্ষমার একটা ঔচিত্য ও নীতি
সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষমা, সেবা, সদ্ ব্যবহার
ইহাই কি পরিচয় হইল দয়ার ?
এ জগতের সহিত করিতে ব্যবহার
কোন ভাব বুদ্ধি দৃষ্টি কর্ত্তব্য আমার
অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছা,—দেখি এ বিষয়
তোমার আমার বুদ্ধি মিল হয় কি না হয়
কোন শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, দান, বড় বড় তাপ
কমায়ে দেয়, দ্বেষ লড়াই কলহাদি পাপ

তব মত অসঙ্কোচে, বন্ধু ভেবে মোরে
বল যদি তবে সুখী হইব অন্তরে
এই কথা শুনি আমি ফেলিলাম হাসি
এতক্ষণ তো তুমিই তা বুঝাইলে বসি
প্রভুকৃপাজ্ঞানপ্রাপ্ত তুমি তো বেনিয়া
তোমার নিকট আমি বেচিব ধনিয়া
ঠাকুরের লোক থাক্ সংসারী লোক যেই
কারু কর্ত্তব্যনির্দ্দেশধৃষ্টতা মোর নাই
তবে তব অনুরোধ আদেশ—অধিকার
পেয়ে আমি যদি বলি, দোষ নাই আমার
অজ্ঞানের মত্ শুনিতে চাও ব'লে যাই আমি·
তার মধ্যে ভুল সত্য বুঝে লও তুমি
তুমি যে আমাকে এসব মীমাংসিতে বল
এ কেবল আমার মত শুনিবার কৌশল,
একাজের এই শাস্তি এ কি মা ধরাবাঁধা
স্থান-কাল পাত্র ভেদে পৃথক ব্যবস্থা
শ্রীভগবান আপন বলি আরাধ্য যাহার
জীব সাথে তার কর্ত্তেই হবে সম্বন্ধ স্বীকার
সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই,—সাথে সাথে
তার প্রতি কর্ত্তব্যকে হইবে মানিতে
ঘর করেন মাতা নিয়া দশটী সন্তান
সর্ব্বত্রই থাকে নষ্ট দুষ্ট শয়তান
ভালর চেষ্টা করে মাতা, না পারিলে দণ্ড
কিন্তু অস্বীকার করিতে পারে কি সম্বন্ধ ?

—শ্রীনরোত্তমদাস

সাধনকালে স্বার্থপরতা সংকীর্ণতা অভ্যাস করিয়া সিদ্ধদেহে উদারতা ও প্রেম কিরূপে লাভ হইবে।

তবকাজে তব সংস্রবেতে যারা ছিল
তাদের সৎশিক্ষাচেষ্টা কি ক'রেছ বল
না করিলে, এচুরীতে কলঙ্ক তোমারো
তব মাতৃত্ব দায়িত্বর গণ্ডী যে অতি বড়ো
অবশ্য সমর্থন আমি করিনা চোরের
স্বভাবদোষবিপন্নেরা,—অপাত্র দানের
কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুলোক, দৈবে পড়িলে
বিপদে ; তোমার অর্থ নিতে পারে বলে
মা আমি, নহিতোর, অলস, কুস্বভাবপুত্র
মরিবকিনাখাইয়া ? আছে তোর অর্থ
অন্যলোক পর,—তারটা নিলে পাপ হয়
ঘোরসঙ্কটে মার টাকা পরস্বহরণ নয়
মম মতকে যাইবল,—মা তোর উপরি
এতখানি জোর জীবের, ন্যায্য মনে করি
লোকপ্রতি, তবউচিত ভাবব্যবহার
জিজ্ঞাসিলে সেসম্বন্ধে মতামত আমার
মা তোমার, কিআদর্শ, মনে বিবেচনা
করিলে আমার আসে ইহাই ধারণা
জীবগণ গোপালের,—গোপালেরসংসার
ভাবিয়া সম্বন্ধবুদ্ধি,—সাধনা তোমার ।
গোপালজী পুত্ররূপে, আরাধ্য যাহার,
জীব পাবে তার কাছে মার ব্যবহার ।

সবস্থানে একরূপ প্রাপ্তি তাতো নয়
যেব্যক্তি যেমন তথা সেই মত হয়
কেহ বলেন, সিদ্ধ সাধুর জন্য এই রীত
সাধক কি সিদ্ধ হতে হবে বিপরীত ?
যে সাধনার ভাবে কাজে বিপরীতাচার
তারসিদ্ধি কি এই জ্ঞান যে সংসার তাঁহার ?
ক্রোধ শাস্তি যাকে যা দেও পরের কথাসব
আগে বিস্তারিবা তুমি, প্রেমের প্রভাব
শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসকরিয়া, —সবতাঁর
ভাবিয়া সম্বন্ধবুদ্ধিচেষ্টা চাই তোমার
রক্ষিয়া পালিয়া জীবে সৎশিক্ষাপ্রদান
ইহাতে করিয়া কর্ত্তব্য দায়িত্ব জ্ঞান
এই দায়িত্বের জন্য, ত্যাগপরিশ্রম
পবিত্র, চরিত্রাদর্শদৃষ্টান্তস্থাপন
এতৎ সত্বেও যেজন স্বধর্ম্ম না লবে
অবশ্য তাহাকে ক্রোধদণ্ডাদি করিবে
যিনি দেনভালবাসা, মঙ্গলসাধন
তিনি করিবেননা ক্রোধতাড়নশাসন ?
অজ্ঞানেরে পালিয়া সৎশিক্ষাদি দিয়া
তার পরে তারে জীবনসংগ্রামে ফেলিয়া
দোষ করিলে ভুগিতে দিয়া দণ্ডতার,
ফিরিয়াও বন্ধু তখন, চাহিবেনা আর
মার সন্তানের বন্ধুর বন্ধুরউপর
ক্রোধদণ্ড থাকিলেও,—তফাতবিস্তর

শাস্ত্র কণ্ঠস্থ থাকা, উপদেশ দান ও হিতাকাঙ্ক্ষা করিলেই কাহারো ভাল করা যায় না, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতার যতটুকু প্রকাশ সম্ভব, তাহা নিজেতে বিকাশ চেষ্টা দ্বারা নিজকে পবিত্র ভাবযুক্ত করিয়া তৎপ্রভাবে অন্যকে পবিত্র করার নামই ভালবাসা। অপরকে সংশোধন ইচ্ছা অপরের প্রতি যার ভালবাসা আছে সে আত্মসংশোধনে ত্বরান্বিত হয়।

প্রেমিকের ক্রোধ আর প্রেমহীনের ক্রোধে
প্রেমহীনক্রোধেতে, ভিতরনাশোধে
মা যদিও শাস্তিদেন, করিত্যজ্যপুত্র
পুত্র বোঝে আমি দোষী এর যোগ্যপাত্র
স্মরিলেমার নিরমলপ্রেম ও চরিত্র
কুপুত্রেরও প্রাণ চায় হইতে শোধিত
একজনো পবিত্র অকপটবন্ধুজন
থাকিলেতার প্রেমচরিত্র করে আকর্ষণ
উঠিতেনাপারিলেও, শ্রদ্ধা জনমায়
প্রেমশ্রদ্ধায় বন্ধুযোগ্য হ'তে, প্রাণ চায়
এইযে মনের গুপ্তশুভসৎকামনা
একজন্মে ফলিবেই বিফল হবে না
বিচারি দেখিলে মাতা, ক্রোধ, দণ্ডযোগ্য
মানুষদেশেকম,—আছে, দেশের এ দুর্ভাগ্য
সতের সৎপ্রভাব, দৃষ্টান্ত, উপদেশ, অভ্যাস, দ্বারা
আর্য্যযুগে হইত,—চরিত্রকে গড়া
গড়িয়া ছাড়িয়া দিয়া,—ত্যজিলে স্বধর্ম্ম
দণ্ড দেওয়া হইত—হইয়া নির্ম্মম
সৎসঙ্গ, দৃষ্টান্ত, উপদেশ, সদভ্যাস
শুন্য,—অশিক্ষিত অজ্ঞান ইন্দ্রিয়কীটদাস
মোরা দণ্ডেরও অপাত্র,—বুদ্ধি শক্তি ঘটে
যার আছে,—দণ্ড তার উপরে ঠিক খাটে

সৎশিক্ষালব্ধ, সদভাব কিঞ্চিৎ যার মাঝে
আপনাকে সংশোধিতে শক্তি তার আছে
সদবলম্বনহীনেরা, দণ্ডেরবেদনা
পুরানা হলেই লোভ সংযম পারেনা
তুমি মোরে দেখাও, নানা লোভের সংযম
কিশিক্ষা ছেলেরা পায়, চরিত্রগঠন ?
ধর্ম্মনীতিজন্য লয়ে, দরিদ্রজীবন
সন্তুষ্ট,—দেখেকি এমন সুন্দর জীবন ?
সংযম সমাজসেবা বিনয়আচরণ
রত,—সেশিক্ষার্থী ছাত্র দেখাও তো এখন
শিক্ষাদাতাও নাই, ঘরে ও বাহিরে
তৎপর স্বাধীনতাবাতাস মানিওনা কারে
নীতিধর্ম্ম নহেন, অর্থ ঐশ্বর্য্য উপাস্য
সেই, দেবীকৃপাপাত্র,—সমাজে নমস্য
টাকায় যে ফাঁপে—হয় সম্মানিত সেহ
চরিত্র ডুবাইয়া অর্জ্জন দেখেনাকো কেহ
ভাল ভাল জামা, জুতা, গাড়ী, বাড়ী যার
নাই,—লোক অবজ্ঞাতে, মিশেনা সাথেতার
চরিত্রসৌন্দর্য্যে কি কেহ ভাত দেয় ?
দরিদ্রমহৎপিতার, কন্যা কি কেউ নেয় ?
সমাজে পায়কি কন্যা চরিত্রগুণে বর ?
চামারের মত করি, সাদাচর্ম্মাদর
ব্রাহ্মণ, করিতেন নিজকে বিশেষ উন্নত
সমাজ তাঁকে অন্ন দিয়া, সৌভাগ্য ভাবিত

ব্রাহ্মণগণ শমদম সত্য দয়া তপস্যা তিতিক্ষা পবিত্রতা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন এইজন্যই
তাঁহারা শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদিগকে আহার করাইলে আমার যেরূপ তৃপ্তিকর ভোজন
হয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদিতে সমর্পন করিলে আমি তাদৃশ তৃপ্ত হইনা—শ্রীভগবদ্বাক্য—
শ্রীভাগবত ৫ম সকঃ ৫ম অঃ

নিখুঁত চরিত্রগঠনেতে যে সময়
অন্নবন্ধ হয়,—তখন ক'জনে তা'লয় ?
চরিত্রবৃক্ষের ফল, দারিদ্র কারণ
সমাজঅবজ্ঞাত হলে লবে তা ক'জন
ছেলেরা, পাশ্চাত্যভাবভাবিতনয়ন
পেয়ে,—ঐশ্বর্য্য, অর্থকে ভাবে শ্রেষ্ঠতম
ঐহিক সুখভোগ বিলাস প্রভুত্ব
তাকে ভাবে চরম ও সুখ একমাত্র
তারপর চেয়ে দেখে, সংসারের অবস্থা
টাকাই সেসব বস্তুর একমাত্রদাতা
টাকাই একমাত্র লক্ষ্য, সাধনা ও সিদ্ধি
এধারনা, তদুপরি দারিদ্রের বৃদ্ধি
যেভাবেতে এইদেশে, হতেছে বিস্তৃতি
ছেলেরাতো,—ডাকাত চোর ও হবে আত্মঘাতী
চরিত্রাদি অনাদৃত সমাজে যে ভাবে
ভোগবিলাসলোলুপতা, তাতে এইই হবে
শুধুদণ্ড শাস্তিতে এর শোধন হবেনা
এই আমি বলিতে চাই,—এমন বলিনা
ক্ষমা সহ্যগুণ নিয়ে একদিক ধরে
পাপকারীমাত্রকেই দিতে হবে ছেড়ে
তাতেতো বেড়ে যায় আরো পাপের পরিমাণ
কুকার্য্য অভ্যাসে হয় সাক্ষাৎ শয়তান

পাপমতি পাইলে ক্ষমাসুযোগসুবিধা
বহুপাপ করে, আরো বাড়ায় মলিনতা
তবে পাপমতি সবার মজ্জাগত নয়
কুশিক্ষা দারিদ্র্যেও হয় হঠাৎ উদয়
সুসংসর্গ শিক্ষা প্রেম, সেপাপীর পক্ষেতে
উত্তমশাস্তি হয়নাকো জেলেশূলে দিতে
আঘাতে কি হয় শুধু পাপ সংসোধন
ত্যাগপ্রেমে বিগলিত হয় কত জীবন
এ ঘটনা কি জানিনা,—তবে এই ক্ষেত্রে
দণ্ড না ধরিয়া করে, মোর ক্ষুদ্রমতে
দেখ, তাদের আছে কিনা লজ্জাঅনুতাপ
আপনি ডাকিয়া দেখ করিয়া আলাপ
প্রভুকৃপায় প্রেমউদারতাবিন্দুপেয়ে
বিবেকবিরুদ্ধপর্দ্দা ঘোমটা টানিয়ে
পাড়াগেয়ে নিয়ম ধরিয়া গৃহকোণে
বসে থাককেন,—আমি বুঝিতে পারিনে
প্রৌঢ়া প্রবীণাতুমি ভক্ত পবিত্র
সন্তানবয়সীজন্য দ্বার কেন রুদ্ধ ?
পাড়াগেয়ে নিয়ম করিয়া লজ্ঘন
সাধুদের বাড়ীতে তো কর আনয়ন
সাধুকে বাড়ীতে আন নিজেকে শোধিতে
সাধারণসঙ্গে মিশ তার কল্যানার্থে
প্রথম অপরাধী হয়তো টাকা পেয়ে হাতে
করিয়াছে দোষ,—হঠাৎ লোভঅভাবেতে

দুষ্ট ও গৃহত্যাগী এক পুত্র অনুতপ্ত হইয়া পিতার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে পিতা অপার আনন্দ পাইলেন। সেইমত স্বর্গস্থ পিতা পতিত নীচ দুর্ব্বল পাপী ফিরিতে চাহিলে অতি আনন্দিত হয়েন। ভগবান যীশুখ্রীষ্টবাক্য"

হয়তো বুঝিছে দোষ, তুমি এই কালে
ব্যবহার কর যেমন আপনার ছেলে
সংশোধনচেষ্টা করে মাতা যে প্রকারে
সেই ব্যবহারে দেখ, তারা কিবা করে
সমাজে ও কোর্টে তুমি চোর বানাইবে
লোকলজ্জা ভেঙ্গে গেলে, আরো পাপী হবে
হয়তো প্রেমেই তারা হবে সংশোধন
জীবনে আর করিবে না, কুকাজ এমন
হয়তো বুঝেছে দোষ, আছে অনুতপ্ত
তদুপরি দেখি তোমার, মাতৃত্ব, সাধুত্ব
গলি যাবে আর পাবে ধর্ম্মের অস্তি জ্ঞান
এই তব মহালাভ,—চুলায় যাক ধন
টাকা দিয়া গোপালকে লাড়ু, ক্ষীর দিতে
বেশী সুখ পাবেন ওরা আসিলে সৎপথে
গোপালের সেবা শুধু নাড়ু, ক্ষীর সর
ইহা কিন্তু, মা! আমার, বুদ্ধিঅগোচর
একটী জীবাত্মা যদি হয় সংশোধন
সুখের সাগরে ভাসেন জগতজীবন
ঠাকুরের সেবা মোরা শেষকালে গিয়া
কিসে দাঁড় করায়েছি,—দেখ মা ভাবিয়া
নামাশ্রয়, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দান, দয়া
সদসৎবিচারাদি, কিছু না লইয়া

পূজা শুধু ক্ষীর সর, বিবিধব্যঞ্জন,
নিজেদের জিহ্বাসুখ,—প্রসাদ ভোজন
ধর্ম্মনীতি,স্বাস্থ্য,অর্থ সকল বিষয়ে
চতুর্দ্দিকে যাহারা গিয়েছে ডুবিয়ে
তৎজন্য কোনও চেষ্টা, অথবা প্রার্থনা
ঠাকুরসেবার মধ্যে গণিনা মানিনা
ভিতর আর বাহির ছদিকেতে হায় !
গলিতক্ষতগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত্ত, শীর্ণকায়
পশুবৎলোক,—ধর্ম্মস্বাস্থ্যঅন্নশূন্য
তাদের ত্রাণচিন্তা নয়, ঠাকুরসেবায়গণ্য
প্রভুসুখসেবা শুধু, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
ভগবান কি তা হলে ইন্দ্রিয় পরায়ণ ?
ক্ষীরপ্রিয় নহেন,—ভক্তিপ্রিয় ভগবান
শাকেও স্নেহজড়িত দেখিলে তৃপ্তি পান
কত রকমে যে কৃষ্ণের সুখসেবা হয়
আজও কি পারিল কেউ করিতে নির্ণয় ?
গীতায় বলেন নিজ নিজ স্বধর্ম্মপালন
তদ্দ্বারাও হয় মম, অর্চ্চন সেবন
ইষ্টদেব কৃষ্ণকেই, জানিতেন ভীষ্ম
পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাকে, বলিতেন প্রকাশ্য
ধর্ম্ম আর গোবিন্দের বিপক্ষেতে গেলে,
মহা মহা রথীরাও মরিবে অকালে,
ইহাই প্রমাণ, আর স্বধর্ম্মপালন
দ্বারা ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের করিতে অর্চ্চন

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বাণদ্বারা শ্রীবাসুদেবকে এমনভাবে বিদ্ধ করিলেন যে তাঁহার নীলোৎপল দেহ কিংশুক পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় শোভায়মান হইল।

—মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব

ইচ্ছা করেন কৃষ্ণ,—জানি গঙ্গার নন্দন
কৃষ্ণার্জ্জুন সহিতে করিলেন রণ
যুদ্ধক্ষেত্রে কখনোবা করিছেন স্তুতি
হেনাথ জগন্নিবাস একমাত্র গতি
আবার নীলোৎপলদেহ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে
বিদ্ধ করি সাজাইছেন রক্তের চন্দনে
যেশ্রীঅঙ্গসেবাবস্তু কুসুমচন্দন
অস্ত্রাদি হইল ভীষ্মের পূজোপকরণ
পরমসুখকর, কৃষ্ণের জগতেরহিত
জগৎহিতে বোধকরেন সুখীও সেবিত
প্রকৃত, সুখহিত হয়না জ্ঞান ভক্তিবিনা
তাই জীব ভক্ত হউক, এ তাঁর কামনা
প্রেমময়ের যে কোনও চেষ্টা কামনায়
বিশ্বসুখানুসন্ধান ছাড়া স্বার্থ নাই
দয়াদিগুণ, ভাবেন যাঁরা মহত্ত্ব উত্তম
এওভাবুন উহা পরকাশে কোনজন
তৎপর তা ধারণা ও কার্য্যতঃ সাধন
প্রভু নাহি করাইলে, করাবে কোনজন
আমি করিব মৎলব আমি করি বুদ্ধি
এই ভাব যতদিন চিত্তের অশুদ্ধি,
সত্ত্বগুণ হ'তে কিছু দয়া পেয়ে প্রাণে
ইহার মালিক আমি বোঝায় অজ্ঞানে

তৎপথিকের এই বুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে শোধন,—
—কারক কর্ম্মাদি করা আগে প্রয়োজন,
অহংস্বাতন্ত্র্য রাখি সদগুণ সৎকর্ম্ম,—
শক্তি,—চাহিবেন না ভক্তিকামীর এই ধর্ম্ম
ইহার কারণ তাঁকে আত্মদান বিনা
সুবিশাল মহত্ত্বাদি আসিতে পারে না.
সেউচ্চমহত্ত্ব জন্য বিশ্বপ্রেমময়ে
ভক্তি জ্ঞানলাভ চেষ্টা,—উচিত হৃদয়ে
ভক্ত যখন সে বিশাল মহত্ত্বাধিকারী
অহংযুক্ত ক্ষুদ্র দয়ায়, কেন রবেন পড়ি ?
তার চেয়ে ভক্তি লাভ হইয়া তাঁহার
বিকাশে হইলে, চূর্ণ রাজত্ব মায়ার
সব অজ্ঞানতাবাঁধ করিয়া ভঞ্জন
আসিবে সে সিন্ধু হ'তে, দয়ার প্লাবন
যতদিন অজ্ঞান মায়াবাঁধ চারিদিকে
কতটুকু দয়া করা যায় জগতেকে ?
সিদ্ধাবস্থা আসিলে দয়াদির প্রতি
বিনষ্ট হয় নাকো শ্রদ্ধা আর প্রীতি
এমনও নহে যে ঈশ্বরআসক্ত যে হবে
দয়াদি বৃত্তি তার চাপা পড়ি যাবে
তাঁর দর্শন দূরে থাক, শ্রীঅঙ্গবাতাসে
অজস্র দয়াদি গুণ প্রাণে পরকাশে,
যতই দয়াদি সদগুণ আসিবে জীবনে
নাহং নাহং বলি ভক্ত লুটায় চরণে

যাকে বলি আমি আমার
কিছু নয় সবই তোমার
আমি কোন দেশেতে গেলেহে বন্ধু!

যেন ভুলে নাহি যাইহে।
তুহুঁর নাগাল পাইহে

দেখেনা সে কোন কর্ত্তা দাতা ও বান্ধব
জগতের পিতা মাতা ত্রাতা তিনি সব
তাঁর অনন্ত প্রেমলীলা এ বিশ্ব ব্যাপার
দেখিয়া ভক্ত কেবল করে নমস্কার
দয়াদি মহত্ত্বে প্রীতি তখন যায় বাড়িয়া
কিন্তু সর্ব্বমহত্ত্বপূর্ণনিবাস জানিয়া
মহত্ত্বের উপর প্রীতি থাকিয়াও বর্ত্তমান
ঢলি পড়ে তাঁতে, জানি সদগুণনিধান
দয়াদির উপর শ্রদ্ধা যদিও বাড়ি যায়
তবু লুটায় মন, দয়ানিধি জানি তাঁয়
দয়াদিতে হয় তখন অত্যধিক প্রীতি
সেজন্যও ডুবে তাঁতে, দেখি দয়ানিধি
তাঁহার অসীম প্রেমকারুণ্য দেখিয়া
জীব অপেক্ষা তাতে আসেশতগুণে দয়া
তাঁর ত্যাগ, সেবা, ক্লেশ দেখিয়া অনন্ত
প্রাণ হয় তাঁর প্রতি দয়াবিগলিত
মা থাকিতে ছেলেরা আর কত কষ্ট পায়
অনেক বেশী তাহ'তে, ভোগ করেন মায়
জীবতো মায়ের ছেলে,—মাতৃহীন নয়
কষ্ট পাইলেও জগন্মাতার তুলনায়,
বিন্দুমাত্রভোগে,—তিনি বিশ্বের কারণ
যত ক্লেশ ত্যাগ সেবা করেন গ্রহণ

ত্যাজ্য মধ্যে বড় কি,-তা ভাবিলে হয় মনে
ক্রোধঅভিমানত্যাগই, বড় ত্যাগ ভুবনে
বিশেষ বৈষ্ণবধর্ম্ম, অভিমানত্যাগেতে
বর্ণবোধআরম্ভ করান ; শুরু হ'তে
প্রবর্ত্তক হওয়া মাত্র,—হইল আদেশ
আত্মদোষানুসন্ধান, করহ-বিশেষ
ক্ষুদ্র বলিয়া মনে,—জ্ঞান করি হেয়
একটী কীটেরে, তুমি অনাবশ্যকীয়
হিংসা অপমান, ক্রোধ, নিন্দাক্লেশ আদি
সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া, চল নিরবধি

এই সদব্যবহারেও যেই অশোধিত
তার দর্পনাশ শোধনসুযোগ উপস্থিত
হইলে ; তারহিত আর সমাজহিত কারণ
যেটুকু, পরদাষানুসন্ধানআলোচন
প্রয়োজনে লাগে, তাহা করি মুখে মনে
নিশ্চিহ্ন করিয়া, মুছে ফেল পরক্ষণে
হোকনা পাপিষ্ঠ, দুষ্ট, নষ্ট দোষীজনা
অনাবশ্যকীয়চর্চ্চা নিন্দাদি কোরোনা
দুষ্টের দমন আর, দুঃখের মোচন
সিদ্ধি করিবার জন্য, বর্ণধর্ম্মীজন
অবশ্য ন্যায়, মাত্রা মত হিংসানিন্দাদিক
করিবেন জীবনযাত্রাকর্ম্মানুসঙ্গিক
প্রয়োজন সিদ্ধির যথা, নাই সম্ভাবনা
প্রয়োজনের বেশী যাহা তাহা লইবেন না

তাতস্নেহ, সীতাসত্যং পৌরুষ পবনাত্মজ ভ্রাতাভক্তি ভূজশক্তি তৎপ্রসাদাৎ
বিমাতরঃ হেমাতঃ পিতৃস্নেহ সীতার সতীত্ব, হনুমানাদীয় বন্ধুত্ব ভ্রাতৃভক্তি ও আমার
বীরত্ব কীর্ত্তি জগতে চিরবিখ্যাত হওয়া ইহা আপনার অপ্রসন্নতারূপ কৃপার জন্যই ঘটিল

কৈকেয়ীর প্রতি শ্রীরামোক্তি

আশ্চর্য্য এ বিশ্বসৃষ্টির ইহাই নিয়ম,
সর্ব্বত্র বিপরীতবস্তু বিধির সৃজন,
বাঘ, সাপ, গোমাতা ও কুবৃক্ষ, চন্দন,
বিষ, অমৃত, দেব, দৈত্য, সুজন, দুর্জ্জন,
এমনই বিধান যে, এই অশুভের সাথে
প্রত্যেকের কভুনা কভু হইবে মিলিতে,
সুজন মহত, সাধু, জ্ঞানী, অবতার
সবাই ভুগেছেন এদের হাতে অত্যাচার
কভুবা সত্যের, ধর্ম্মের, দেবগণের জয়
কভুবা দুষ্টের পাপীর, মিথ্যার, অভ্যুদয়
অন্যায় অধর্ম্মীকের জয় বিধির বিধানে
যথা যবে হবে,—কে রুধিবে ত্রিভুবনে
কোনও প্রয়োজন উদ্দেশ্য করিতে সাধন
জীবনযাত্রাপথে, কষ্ট দিবেন যখন
হয় বিশ্বপ্রকৃতির নানারূপ মধ্যে
দুঃখকে নিহিত করেন, সেকার্য্য সাধিতে
অথবা সেই প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত
দুষ্ট ব্যক্তি আসেন হ'য়ে ঈশ্বর প্রেরিত
দুষ্ট আসেন কিংবা আসেন,—বন্যামারী ভয়
একটা আসিবেনই,—দুঃখ ভোগাতে নিশ্চয়
যখন তিনি করিবেন, দুঃখেরবিস্তার
দুষ্টরূপ যন্ত্রকেও, করেন ব্যবহার

কোন দিকে লাভ নাই, যে নিন্দা হিংসায়
ঘোর অশান্তিও ক্ষতি সে নিন্দাচর্চ্চায়,
তা ছাড়িয়া,—নিরঞ্জন ঈশ্বরের ধ্যান
তারকব্রহ্মনাম,—প্রাণারাম প্রাণারাম
পরাৎপররসদায়ক, অনর্থনাশন
এদুটী দুর্ল্লভবস্তু করিয়া সেবন
উপার্জ্জন হউক কিছু অধ্যাত্মসংস্কার
কাঙ্গালউৎপীড়িতজন্যতো বন্ধ নয় সে দ্বার
অনেক সময় দেখি ভাবিলে চৌদিক
শারীরিক নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক
এর কোন একটার উন্নতিসুযোগ
দিয়াছে,—যাহারা হরি ল'য়েছে সুখভোগ
না আসিতে বিষয়তুচ্ছবোধদায়কভক্তি
অথবা প্রভুতে শ্রদ্ধা অস্তিত্বস্বীকৃতি
বিশ্বাসযুক্ত হইয়া প্রণাম প্রার্থনা
যার ফল পবিত্রতা শক্তি ও সান্ত্বনা
তাবততো সংসার, জীবের পক্ষে ভয়ানক
কাম, ক্রোধ, হর্ষ, হিংসা শোকউদ্দীপক
অজ্ঞানতা নিয়া সংসার করা যায় যাবত
কঠিন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানঅর্জ্জনকুরসৎ
জ্ঞানপ্রকাশক,—কর্ম্ম চিন্তা,—কিরূপে কখন
করিবে সে, সংসারের ঢেউ চিরন্তন
মৃত্যু, শত্রু, বিয়োগ, সম্পদ, সর্ব্বদা আসিবে
হর্ষ, শোক, কামনা, ভয়ে ডুবাইয়া দিবে

স্থলে ধ্যান সাধুসেবাদি করিতে করিতে ক্ষণিকের জন্য একটু আধটু বিশ্বাস অনুরাগ প্রেমশক্তি মাঝে মাঝে অনুভূতি হয় আবার লুপ্ত হয়,—তবে ঐ অনুভূতির স্মৃতিবশতঃ অস্তিবিশ্বাস ও ভজনে একটু রুচি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এই প্রবর্ত্তকাবস্থায় প্রবর্ত্তকের যেই বিষয় ভোগাসক্তি প্রবল,—সেই সেই প্রলোভনীয় বস্তু হইতে একটু দূরে দূরে থাকিয়া, ভজন করিয়া ঐ ক্ষণিক অনুভূত ভক্তি বিশ্বাসকে করতলগত করিয়া লওয়াই পরিত্রাণোপায় ও বিধি। তা না মানিয়া প্রলোভনীয় বস্তুর নিকটে অবস্থান করিলে সাধকের যদি বিশেষ মনোবল মনঃসংযমশক্তি না থাকে, তবে ঘোর অশান্তি উদ্দীপনে সব ভজন বন্ধ করিয়া দিলে ক্রমে ঐ অনুভূতীর স্মৃতিটুকুও লোপ করিয়া ঘোর নাস্তিকতা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবাইবা অচেতন অজ্ঞানজীব বানাইয়া দিবে।

ছুটিবে তার বশ হ'য়ে, শরীর ও মন
বিষয়ের পাছে,—কাজেই কে করে ভজন ?
সাধুসঙ্গেবাস, হরিকথা, ধ্যান, নাম,
সেসময় মনে হয় অরুচিরধাম
জীবনের একাংশে,—সুযোগ এমতে
আসা চাই যে,—বাধ্য হ'য়ে প্রলোভন হ'তে
দূরে রাখে,—তাহা ছাড়া সৎসঙ্গ জুটায়
যার যেটুকু হবার—শুভ সংস্কার জন্মায়
প্রণাম সে শত্রুকে, যিনি উদয় হ'য়ে ঝাট
বিষয় হ'তে খেদান,—নাশেন সাধন ঝঞ্ঝাট
সুরথ সমাধি বৈশ্যে, যতেক দুর্জ্জন
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া ল'য়ে,—খেদাইল বন
শান্তিতরে,—সাধুসঙ্গ খুজিয়া দুজন
তার ফলে পে'ল মায়ের ভজন ভক্তিধন
এক্ষেত্রে জিতিল কারা ?—সমাধি সুরথ
অথবা দুর্জ্জন, পাপী, দস্যুগণ যত ?,
সর্ব্বস্ব হরিয়া অনেক মহতেরগণে,
যুগে যুগে দুষ্টেরা খেদাইল বনে,

নলরাজা পাণ্ডবাদি শ্রীবৎসরাজন
তাদের কি কোন লাভ হয়নি তখন ?
সাথী হইয়া তাদের ;—দুঃখরূপমিত্র
শরীর ও মন,—কত করেছিল শক্ত
বনে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন যখন
অনেক রকম লাভ করিলেন তখন
আসিতেন কত সাধু মুনি মহাজন
কত জ্ঞান শাস্ত্র,—আলোচনা ও সাধন
কত তীর্থপর্য্যটন, ব্রহ্মচর্য্যব্রত
দেবতার আরাধনা লাভ দিব্য অস্ত্র,
বহুশক্তি লাভ হ'লো দেহ মনোগত,
ধর্ম্মলাভ,—ও কৌরব পরাজয় নিমিত্ত
বহু সঞ্চয় করিলেন অধ্যাত্মসংস্কার
বনবাস সময়ে কি হয়নি উপকার
কারু ন্যায্যবস্তু কাড়ি,—করি পরাজিত
জিতেনা মানুষ, করে আপন অহিত
তার কাজ দ্বারা করি জগতকল্যাণ
নিজেরে ঠকায় পাপী,—দুর্ভাগ্য এমন
মলিনকর্ম্মের দ্বারা,—নিজের আত্মারে
আরো ঘোরাবৃত করে,—মলিনসংস্কারে
যাহারা দুর্জ্জন, পাপী, দুষ্ট, দুর্ম্মুখ,
তারা নিজদোষত্যাগ অক্ষমতায়,—দুঃখ
জনম জনম ধ'রে পায় ;—ইহা হ'তে তার
মুক্তি নাই,—যাবত প্রভু, না করেন সংস্কার

পাপাচারী ব্যক্তিগণই দরিদ্র তাহারা ক্লেশ হইতে ক্লেশে ভয় হইতে ভয়ে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে পতিত হয়। এবং পুণ্যাচারী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই ধনী, তাঁহারা সুখ হইতে সুখে স্বর্গ হইতে স্বর্গে গমন করেন।

মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ভীষ্মবাক্য

প্রবলশক্তির সাথে যখন দেখা হ'বে
একদিনে সব শোধ,—তারা তুলে ল'বে
বিষাক্তসাপেরে,—যেমন ঠেঙ্গাইয়া মারে
সেরূপ ঠেঙ্গানি অনেক,—খেতে হয় তারে
তার কুচরিত্রে দ্রোহী হয় বহু লোকে
নানান লাঞ্ছনা তখন পায় চারিদিকে
সুজনের জীবনে যে,—প্রীতি উদারতা
ঈশ্বরে বিশ্বাসবিন্দু,—চরিত্রশীলতা
রহিয়াছে সেই শ্রেষ্ঠধন,—বড় ভাব
ঠক প্রবঞ্চক দুষ্টের হয়না বেশী লাভ
প্রীতি সহ ক্ষমা শ্রমশীলতাদি গুণে
কম সুখ শান্তি কি মিলে এ ভুবনে?
সুজনের স্বভাব তারে, দেয় বহুসুখ
কুজনকে তার স্বভাব দেয়,—জন্মে জন্মে দুঃখ
যদিও সুজনে দুঃখ,—দেয় দুষ্টজনে
অনেকে বন্ধুও হয়,—সুজনের গুণে
এইসব সান্ত্বনা আনিয়া অন্তরে
পরিত্যজ্য দুষ্টদোষচিন্তা ও চর্চ্চারে
কারণ উহা ক্ষতিকর,—অনাবশ্যকীয়
অনাবশ্যকনিন্দা বৈষ্ণবের বর্জ্জনীয়।
নিন্দাকরা মাত্র,—তাকে দুষ্ট কর্ম্মের
কর্ত্তা সাব্যস্ত করা,—হইল মনের

নিন্দাদ্বারা জীবে কল্লে কর্ত্তৃত্বআরোপ
নাহং বিচার বুদ্ধি,—তৎক্ষনাৎ লোপ
অপরের দোষ,—আর আপনার গুণ
দুই স্থলে নাহং ধ্যান পরমসাধন
পরদোষে নাহং বোধে মনে হয় শান্তি
আত্মগুণে নাহং বোধেগুণের উন্নতী
ঈশ্বর ইচ্ছায়ই দুষ্ট দুষিতপ্রকৃতী
ঈশ্বরের নিয়োগ যথা, তথা উপস্থিতী
এই সত্য ভুলিয়া,—দুষ্ট ঘাড়ে দোষ
চাপান মাত্র জাগিবে,—প্রতিহিংসারোষ
কষ্টেস্থষ্টে মনবুঝাইয়া কোন মতে
কিছু ভুলে থেকে,—কিছু ইশ্বরবিশ্বাসেতে
দুর্জ্জনপীড়ীত জীবনে, যদিবা শান্তির
দেখা পেলাম,—আত্মোন্নতী পথে হ'লাম স্থির
নিন্দা করা মাত্র, এলো অজ্ঞান উৎপাত
ভিতরে চাহিয়া দেখি,—দুষ্টের মুণ্ডপাত
কামনার তৃষ্ণা,—আর নাপারার শোক
সমাচ্ছন্ন হ'য়ে মন,—ভুগিছে নরক
প্রতিহিংসাকামনা যাঁহাতক উদিত
সকল সদিচ্ছা সহ,—শান্তি অন্তর্হিত
তারতো নরক আছেই,—মোরও নরক ভোগ
উন্নতীর পথে কাঁটা,—ভুগিলাম শোক
যেটুকু উন্নতী হ'তো, তাতে—না মন দিয়া
অফল হিংসানিন্দাচর্চ্চায় জ্বলিয়া

মানুষের পরদোষ সম্বন্ধে ন্যায়বিচার ক্ষমতা অতি অল্প। ১ম বিবিধ অবস্থার অভিজ্ঞতা না হইলে, যে যেই অবস্থায় পড়িয়া যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে, উহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বোঝা যায়না। ২য় মানুষ নিজ মন ও প্রকৃতি অনুযায়ী অপরকে দেখিতে চাহিয়া অনেক সময় ভুল করে। ৩য় ধৈর্য্য ধরিয়া পরকার্য্যের মূলানুসন্ধান ও পরকে চিনিবার চেষ্টা তাহার কম। ৪র্থ নিজের কিছু অপমান, অসুখ ঘটিলেই সে দুঃখে অস্থির হইয়া অসুবিধাকারীর দিকটা চিন্তা করিয়া দেখিতে ও তৎসম্বন্ধে বিচারে অক্ষম হয়।

ফলে এই লাভ যবে,—এই পরিনাম
সেতো গোল্লায় গেছেই,—আমিও গেলাম
অনেকে আবার স্বভাবত ভালবাসে
পরচর্চ্চা করা,—এতে অহমিকা আসে
অপরের দোষ নিয়া যার আলোচনা
নিজদোষ স্বপ্নেও সে দেখিতে পাবেনা,
দোষগুণে মানুষ আগে দেখ গুণভাগ
দোষেই যার লক্ষ্য দৃষ্টি সে অতি দুর্ভাগ
দোষ জন্য যাকে রোষ,—আর তিরস্কার
গুণও তার খুজি দেওয়া উচিত পুরস্কার
একদিক দুর্ব্বল হ'লেও অন্য গুণ আছে
যদ্দারা সে সংসারের হিত করিতেছে
সৎশিক্ষার অভাবে যে সমস্ত দোষ
শোধন চেষ্টা উচিত, আগেই কি রোষ ?
কোন দোষীর,—দোষগুলি ধরিবার আগে
দেখা উচিত সে কিদৃশ,—ঘটনার চক্রে
পড়িয়া করেছে,—যদি আমি সেইরূপে
বিশদৃশ অবস্থা সঙ্গ ও প্রভাবে
পড়িতাম—করিতাম ঠিক সেই দোষ
রুগ্ন বালক বৃদ্ধপ্রতি চলেনা অত রোষ

বয়োধর্ম্মচঞ্চল বুদ্ধি অভিজ্ঞতা যায়
অপক্ক,—তরুণের দোষও বিবেচ্য বিষয়
অমুকের একরূপ দোষ আমি অন্য-তুষী
উভয়েই অপরাধী কেউ নয় বেশী
মোর গর্ব্ব হ'তোনা অমুক হ'তে ন্যুন
পাইলে তার মত ধন, মান, শক্তি, গুণ
শোক দুঃখ তাপে যার মন ভারাক্রান্ত
মেজাজখারাপ সেই হয় স্বভাবতঃ
যে গর্ব্বের ফলেও হেলা,—করিল, আমাকে
খুজিলে দেখিব আমি গর্ব্বিত অন্যদিকে
ভোগসুখে মজি,—অমুক কর্ত্তব্য বিমুখ
মোরও এরূপ হ'তো,—পেলে ঐ তীব্রভোগ
হাতের পাচটী আঙ্গুল হয় না সমান
ছোট বড় মানুষ,—বিধির সৃষ্টি চিরন্তন
তাই আমি অমুক ক্ষেত্রে, এরূপ পারি বলে
সে শক্তি সবার নাই যে পারিবে সকলে
অমুকে যে আমাকে,—নিন্দা হিংসা করে
তার কারণ সে বুঝিতে পারেনি আমারে
তার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র শিক্ষা ও সংস্কার
নিয়া বিচার করি,—দোষ দেখিছে আমার
ঐহিকসর্ব্বস্বেরা,—সে সুখ প্রাণতুল্য দেখে
তার প্রাপ্যে ক্ষতি বা আশঙ্কা যদি থাকে
আমা হ'তে—মোরে হিংসা করা স্বাভাবিক
এতে তার দোষ দেওয়া যায়না অধিক

বৈচিত্রময় সংসারে থাকিয়া নানাবিধ অবস্থাআক্রান্তব্যক্তিগণ হইতে, এবং নানারূপ ঘটনার ফলস্বরূপে, বহুবিধ শারিরিক মানসিক ক্লেশ আঘাত আসিয়া মানুষের উপর পড়িবেই। ইহার অনেকগুলির প্রতিকার অসম্ভব,—কতকগুলি প্রতিকার সম্ভব হইলেও বিশেষ আয়াস সাধ্য। এস্থলে শরীর ও মনকে শক্ত করিয়া সহিয়া যাওয়া উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ কষ্ট অপমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায় অনুচিতের প্রতিকার জন্য লড়াই ও বাদবিতণ্ডা করিতেই যদি শক্তি ও সময় যায় তবে নিজেরও সমাজজীবন হইতে বড় বড় অজ্ঞানতা অন্যায় অনুচিতকে তাড়াইব কি দিয়া ?

কেহ এক কর্কশ বলিলে যদি মার চড়
দোষ নয়,—সে তোমায় মারিলে অতঃপর
এরূপ অনেক কিছু আছে সুবিচার
যাতে হয়না পদে পদে ক্রোধের সঞ্চার
চতুর্দ্দিক বিচার নাই,—খালি কেবল রাগ
দোষগ্রহণ দণ্ডদান,—এ অতি দুর্ভাগ
দোষচিন্তা, আর নিন্দা, করিলে অভ্যাস
পরে সে মানুষ উপর, শ্রদ্ধাও বিশ্বাস
নিঃশেষে হারায়,—শেষে মানুষমাত্রকে
দুষ্ট শয়তান সন্দেহরোগে ধরে তাকে
বিশ্বাস চক্ষু অন্ধ করি,—অবিশ্বাস চরম
মানুষে আনিতে,—নিন্দা পরমসাধন
মানুষউপর কেবল,—দ্বেষ ক্রোধ ঘৃণা
আঘাত ইচ্ছা ছাড়া, তখন কিছুই জাগেনা
দোষগ্রাহী নিন্দকের, এগতি চরম
এ নরকে জ্বলে, সেই, জনম জনম
নমামী বৈষ্ণবর্ম্ম এই বিষবৃক্ষ
উৎপাটনে করেছেন, গোড়া থেকে লক্ষ্য
পরচর্চ্চা ত্যাগ,—স্বীয় দোষানুসন্ধান
পাপী, নীচ, মুর্খ, দীনে না করা হেয় জ্ঞান

ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, আপনার
করায়ত্ব, নিত্য ভাবি, না করা অহংকার
বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেই এ শিক্ষাতে
আঘাত দানিল,—অভিমানের গোড়াতে
মানুষও দেবদেহে, ধন, জন, বীর্য্য,
যাহা পায়,—অনেক সময় সে ঐশ্বর্য্য
মুগ্ধ করে মন,—কিন্তু ইহা যে কাহার
বোঝেনা,—আমার ভাবি আসে অহংকার
ঐ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, নিজ অধিকারে
নিজকে তার মালিক—ঈশ্বর মনে করে
ধনজনাদীকে রক্ষক,—নিজকে তার মালিক
বুদ্ধি ছুটিলেতো, হবে তাঁর উপাসক
রক্ষাসুখফলপ্রদ,—একমাত্র ভগবান
টাকাতে ঐভাব যার,—তার টাকায় ঈশ্বরজ্ঞান
টাকাকে রক্ষক আর ,—সুখ ফলপ্রদ
ভাবিয়া টাকার খোঁজে,—হয় লোক মত্ত
তারপর লক্ষ্মীদেবী,—আসিলে ঘরেতে
দেখে অনেক নুতন উৎপাত, তাঁর সাথে
জুটিয়া এসেছে,—যাহা বিষম ভোগায়
গরীবেরা পড়েনা সে সব জ্বালায়
আরও দেখে অর্থই যে, সকল সময়
বাঞ্ছা পুরাইতে পারে,—তাও সত্য নয়
যায়না সামান্যব্যাধি, বহু অর্থ ঢালি
মিলেনা সামান্য খ্যাতি,—অর্থ দিয়া ডালি

ভগবান দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের বিজয়ী করিলে তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদেরই এ শক্তি তখন ভগবান তাহাদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন হে দেবগণ! হে বায়ু! হে অগ্নি! হে বরুণ হে ইন্দ্র! এই তৃণটীকে তোমরা সিক্ত দগ্ধ ও স্থানচ্যুত কর দেখি কিন্তু তখন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও শক্তি অনুভব করিলেননা ও তাহা করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মবিদ্যা পার্ব্বতী দেখা দিয়া বলিলেন হে দেবগণ! এই পরব্রহ্ম শক্তি না যোগাইলে তোমরা কিছুই করিতে সমর্থ নহ।

—কেনোপনিষদ

বহু অর্থ দিয়াও, একটী লোকের মন
নাহি পায়, এমনো হয়,—বিরাগভাজন
এইসব আশাভঙ্গ বিফলপ্রযত্নে
দুঃখী ভেবে নিজেকে,—হতভাগ্য জ্ঞানে
দুঃখ পায় সত্য,—কিন্তু জ্ঞান লাভ হয়
টাকাতে ঈশ্বরবুদ্ধি ছুটে সে সময়
অর্থে যাবত, রক্ষাসুখদায়ক, সংস্কার
তাবত ঈশ্বর রক্ষক জ্ঞান হয় কি তার
অর্থই অভীষ্টপ্রদ ধারনা যেতক
কর্ম্মকে নিজকে ভাবে তার আনয়ক
তাবত কিসের জন্য কাহার উপাসনা
সকামভজনও তাবত জীবনে আসেনা
সাধ্যমতঅর্থউপার্জ্জনে ভক্তগণে
চেষ্টা করে কিন্তু এই কথা রাখি মনে
তাঁর আজ্ঞা কর্ম্ম করি ;—করিনা কর্ম্মের আশ
প্রভু ইচ্ছা কৈলে,—লক্ষ্মীর মধ্যে হন প্রকাশ
লক্ষ্মীকেন বিশ্বে সবই দাসী তাঁর
তাঁর স্বষ্ট, যন্ত্র, আজ্ঞাবাহিনী তাঁহার
যদি মোর তরে টাকা মাপিয়া থাকেন
লক্ষ্মী টাকা লয়ে পাছে পাছে ধাইবেন

প্রকৃতি সর্ব্বদারত তদাজ্ঞা পালিতে
তাই কিছুর উৎকণ্ঠায় নিদ্রা তেয়াগিতে
কিংবা ঘোর আসক্ত প্রাণে সদা টাকা ধ্যান
নিষ্প্রয়োজন,—সব আসিবে যা আছে বিধান
মানুষ ও দেবতা দেয়না তৃণও কাহাকে
যদি তাঁর ইচ্ছা, এবং শক্তি নাদেন তাকে
ঈশ্বর নারাজ হ'লে সব শক্তিশুন্য
ধনজন থাকিয়াও দিতে নারে অন্ন
বিষম দুর্ভিক্ষে আর কণ্ঠরোধরোগে
তখন টাকায় অন্ন খাওয়ায় কি ধনীকে ?
দেবের দেবত্ব,—আর লক্ষীর লক্ষীত্ব
মানুষের মানুষত্ব,—অসুরঅসুরত্ব
বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আর বীরের বীরত্ব
তাঁরই শক্তি,—তৎবিধানে ঐসবে নিযুক্ত
যেইখানে যাহা কিছু প্রকাশিত, সব
ভালমন্দ,—তাঁরই দেওয়া তাঁহারি বৈভব
তৎকার্য্যসাধনে ঐখানে প্রকাশিত
তাঁর যখন ইচ্ছানয়,—হয় অন্তর্হিত
কত সময় কত ব্রহ্মাবিষ্ণু শক্তিশূন্য
হইয়া এই মহাসত্য করেন প্রমান
ভরসা এই,—মোরা তাঁর সন্তান, তাঁর সৃষ্ট
আছে তাঁর দয়া মঙ্গলকামনা যথেষ্ট
আমাদের প্রয়োজনতো, প্রয়োজন তাঁর
সব আনিবেন তাঁর সময়ানুসার

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা
যো সৌ বিশ্বম্ভরদেব সভক্তা কিং হুপেক্ষতে
যব লগি ময়ন দীন, দয়ালু তুম, ময়ন দাস, তুম স্বামী
তব লগি সহহু নানা দুঃখ জানহুঁ অন্তরযামী

অর্থ যিনি বিশ্বকে ভরণপোষণ পালন করিতেছেন তাঁর ভক্ত আমার ও কি কোন ভাবনা আছে? এই ভাবিয়া বৈষ্ণব বৃথা চিন্তা ত্যাগ করিবেন। হে নাথ! যদিও তুমি বিশ্বস্বামী বিশ্ব প্রতিপালক তথাপি যাবত তোমার দাস না হইয়াছি, যদিও তুমি পরম দয়াল, আপনাকে জানাইতে প্রস্তুত তথাপি যাবত দীন হইয়া জ্ঞানপ্রার্থী না হইয়াছি তাবত পুনঃ পুনঃ বড় দুঃখ পাইয়াছি অন্তর্য্যামী তুমি তাহা সব জান।— "তুলসীদাস"

যখন করিবেন সিদ্ধ যেই প্রয়োজন
বিশ্ব তৎসহায়ক করি,—আনিবেন তখন
না মাপিলে টাকা সত্বেও—খাইতে না পাবে
বলা যায় না কি দিয়া কি করিবে না করিবে
গুহা, সিন্ধুতলে নিত্য যোগায় কীটাণুরে
খাদ্য,—সে মেপেছে অন্ন অবশ্য মোর তরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দিল যেই করিয়া সৃজন
তৎসহ মাপিয়া রাখেন গ্রাস আচ্ছাদন
কোন না কোনও উপলক্ষ্য যুটে যাবে
অন্নবাহক উপলক্ষ,—কেনা পায় কবে?
যারে চেষ্টা করিবার শক্তি করেন দান
চেষ্টাসহযোগে,—উপলক্ষ্যকে যুটান
যারে প্রভু চেষ্টাশক্তিশূন্য করিয়াছে;
উপলক্ষ্য উপস্থিত হয় নিজে তার কাছে
যেভাবে রাখা মঙ্গলময় ভাল বুঝেছেন,
তাই ভাল,—শাকান্ন দারিদ্র্য যদি দেন
ঐসব কারণে ভক্ত,—কুবেরের ধন
তাকেও ভাবেনা,—সুখ শান্তির কারণ

লক্ষ্মীসহ না আসিলে,—নারায়ণরূপজ্ঞান
লক্ষ্মীতো অলক্ষ্মীরূপা,—অশান্তি কারণ
নারায়ণ সহ,—তাঁর দাসী সেবারত
লক্ষ্মী স্থাপন, ধ্যান, পূজা শাস্ত্রের বিহীত
অর্থাৎ নারায়ণ ধর্ম্ম,—আসিবেন জীবনে
তৎসহ আসিবেন অর্থ, তাহার সেবনে
বিদ্যা ও হন কতসময়,—দুষ্টাসরস্বতী
ধর্ম্মহীনবিদ্যার, ঘটিলে বিস্তৃতী
লক্ষ্মী, বাণীর, পূজা নিষেধ না পূজি নারায়ণ
গুঢ় অর্থ ;—না চাওয়া, ধর্ম্মহীন বিত্তাধন
এইরূপ কত বস্তু কত যে ব্যক্তিতে
করিয়া ঈশ্বর বুদ্ধি,—ঠকি পদে পদে
অমুক অমুক ব্যক্তি আমায় এবস্তু দিবেন
তা যদি হয়,—তবে তিনি ঈশ্বর হ'লেন
অনেক সময় দেখি সেই বস্তু তাঁতে
থাকিলেও,—তিনি মোরে অক্ষম তা' দিতে
অথবা মোর বেলায় তাঁর ভাণ্ডার হ'ল শূন্য
অথবা সে বস্তু তাতে আছে পরিপূর্ণ
কিন্তু তিনি দেওয়ার মত ইচ্ছা, শক্তি শুন্য
অথবা দিবেন প্রস্তুত,—ঘটে গেল বিঘ্ন
কিংবা পাওয়ার যোগ্য আমি, করিয়াও ; স্বীকার
উৎসাহ শক্তি হলনা আমাকে দেওয়ার
অমুক্ অমুক্ কর্ম্মে, ফল দিবে এই মত
তা হ'লেতো কর্ম্মই ঈশ্বর ফলপ্রদ

ইহা যদি ধ্রুব নিশ্চিত হইত,—তবে তাহাদিগকে সেই সেই শক্তির, ফলের কর্ত্তা ঈশ্বর বলা যাইত ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যখন তাহাদিগকে সেই সেই ফলদানে অক্ষম ও শক্তিশূন্য দেখা যায় তখন তাহারা ঈশ্বর কিরূপে হইবেন ? কারণ ঈশ্বরতো কখনো শক্তিশূন্য হন না।

অমুক অমুক বস্তুর আছে, এই শক্তি
অমুক সুখ দিতে আমায়, অমুক দুঃখমুক্তি
সেই সেই বস্তুর উপর যাবত এ ধারণা
তারাই ঈশ্বর উপাস্য,—সেই উপাসনা
সেই বস্তু যবে দেখি আমার বরাতে
নিষ্ফলা,—দেখেছি যাকে ফলদ অন্যক্ষেত্রে
তখন তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি ছাড়ে মন
বুঝি ফলদাতা বিধাতা অন্য জন
শিবব্রহ্মা তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রকাশ জন্য
হয় নিজ পদ শক্তি সৌভাগ্য সম্পন্ন
তাই অনেক সময় বিধিব্রহ্মা শক্তিশূন্য
হওয়াতে তাঁদের অনিশ্বরত্ব প্রমাণ্য
এরূপ সবার কাছে হতাশ হইতে
ঈশ্বর ইহাই নয় এ জ্ঞান জন্মিতে
আঘাতসে অনিবার্য্য,—কিন্তু এর ফলে
সত্যউপাসক হ'লে মন নাহি টলে
যেবুদ্ধি হয় প্রার্থনা ও সদাসৎ বিচারে
নিস্ফলতা বিপদ মৃত্যু, তাই হাড়ে হাড়ে
দেয়—তবে জ্বালাইয়া ভয় শোক দুঃখে
দীর্ঘকালে,—ঘুরাইয়া অনেক নরকে
আমরা সংসারে অত্মসমর্পণ করি
তাঁকে ছাড়িলেও, মোদের ছাড়েননা হরি

ভয় শোক আঘাত বিপদ মরণের মাঝে
জ্ঞানরূপী আসি কোল দেন নব সাজে
তিনি সর্ব্বকর্ত্তা, ত্রাতা, সর্ব্বশক্তিমান
জানিয়া অদ্বৈত গোসাই,—ল'য়ে ভক্তগণ
কাঁদিয়া প্রভূর পায়ে আনিল অবতার
যুগপ্রলয় হৈল হৈল জগত নিস্তার
এইপথ না ধরিয়া নিজের শক্তিতে
অন্ধকূপগত দেশকি পারিতেন তুলিতে
নিরন্তর ডাকিয়াই এবিরাট কার্য্য
হয় যদি,—তবে তো অন্যকাজ তুচ্ছ
নির্ভর নির্ভর তাঁকে সর্ব্বকর্ত্তা জানা
আর যা সংসারে অকর্ত্তা তিনি বিণা
জীব যদি কর্ত্তা হ'তো স্বাধীন স্বতন্ত্র
নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিত,—ইচ্ছামত
কর্ম্ম কি ঈশ্বর যে হবে ফল দাতা
প্রভূ ফলদিলে কর্ম্ম হইবে ফলদা
সহায় সম্বল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্ম
হইলেই যদি ফল হ'তো সম্পাদন
তবে কেন সেরূপ কর্ম্ম শক্তি ও সহায়
বিফল হ'য়ে নিজ অনিশ্বরত্বদেখায়
নিজউপর নির্ভর, আর কর্ম্মেতে নির্ভর
ভূল,—কারণ এ দুয়ের কেউ নয় ঈশ্বর
তবে ঈশ্বরের আংশিকশক্তি ঐসবেতে
অনেক সময় পরকাশ তাঁর ইচ্ছাতে

দেহী তার দেহের এক ক্ষুদ্রাংশ প্রয়োজন মত সঙ্কুচিত বিস্তার করিতে পারে, আর সর্ব্বত্র প্রকাশিত সর্ব্বশক্তির সমষ্টি ও পূর্ণতম শক্তি বলিয়া যার নাম সর্ব্বশক্তিমান সেই বিরাট পুরুষ ও তাঁর ইচ্ছামত তার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চরাচর মূর্ত্তি অন্তর্গত যে কোন অংশমূর্ত্তি ও তন্মধ্যস্থ অংশশক্তি সঙ্কুচিত করিতে পারেন। তাঁর খেলা কোন নিয়ম দ্বারা চিরবদ্ধ হয় না।

যাকে বলি পুরুষকার সকলি তুমি তোমার
যেন তো হ'তে পৃথক ভেবে ভ্রমে না কাটাইহে

মানুষেতে যতটুক্ পরকাশে শক্তি
তদ্বারাইকি হয় ঐহিক রক্ষা আর মুক্তি ?
মানুষের চেষ্টাসাধ্য যে পুরুষকার
তদ্বারাকি পার হয় অকুল পাথার ?
এইযুগে মানুষের দুর্ব্বল স্বাস্থ্যমন
সবক্ষেত্রেই প্রচুরকর্ম্ম করিতে অক্ষম
তবে কিসে ঈশ্বরপর্য্যন্ত পায় জীব
সুতরাং কর্ম্মকে সব কেমনে বলিব ?
কত যোগী যতী করি যুগ যুগ ধ্যান
বহুজন্ম পরে পায় কিঞ্চিৎ সন্ধান
তারা নিজ কৃতকর্ম্ম আর নিজউপর
নির্ভর করেন সেই জোরে আনিবেন ঈশ্বর
সামান্য একবস্তু যার অতি অল্পমূল্য
একেকক্ষেত্রে ফল দেয় হ'য়ে বজ্রতুল্য
খ্যাতনামা বস্তুরও লইয়া শরণ
ফল হয়না,—এরূপও হয়, তার কি কারণ ?
ভার দিয়া তাঁকে ঐহিক এবংপরমার্থ
শক্তিকর্ম্মহীন লভে কিরূপে ধর্ম্মার্থ
বোবা, অন্ধ, পাগল, পথের ধারে পড়ে
রয়েছে উপায়হীন,—ঘোর অত্যাচারে

তাদেরতো ব্যাধি হয়না বেশ খেতে পায়
কর্ম্ম যদি কর্ত্তা তবে কে রাখে তাহায়
লোকসঙ্গভীত,—উন্মাদ ভবঘুরে
মুখে বাক্যনাই কেবল পালাইয়া ফিরে
মানুষ দেখি, জঙ্গলে করে পলায়ন
কেহ খেতে দেয় না,—থাকে কিরূপে জীবন
স্থাবর, জঙ্গম তৃণলতা পশুপাখী।
পৃথক পৃথক অবস্থা প্রয়োজনে উপযুগী
বস্তু, ব্যবস্থা, অসংখ্য, কে কৈল সৃজন ?
এবং তাদের যখন, যেইটী প্রয়োজন
সেইটী তাদেরকাছে কে করে উপস্থিত ?
ঠিক ঠিক সময়ও প্রয়োজন মত।
কর্ম্মেতে ও নিজেতে কর্ত্তাবুদ্ধি ছাড়ি,
সর্ব্বতোভাবেতে তাঁহাতে নির্ভর করি,
থাকা,—আর তাঁহাকে সকল নিবেদন
উত্তম অধ্যবসায় আর নাহিক এমন,
তবে কি কর্ম্মকে ছাড়ি হাত পা গুটায়ে
বসিতে হইবে কর্ম্ম অনীশ্বর জানিয়ে ?
সর্ব্ব কর্ম্মে,—নিরুৎসাহ হইতে হইবে
পুরুষকারে বিশ্বাস শ্রদ্ধা চলে যাবে ?
কর্ম্মফলপ্রদনহে, ফলদা ঈশ্বর
কি কারণে শ্রদ্ধা কর্ম্মে জাগিবে অতঃপর ?
কি ধরণের জ্ঞানকে হৃদয়েতে ধরি
একেশ্বরকর্ত্তাবাদী হবো কর্ম্ম করি ?

স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম পুরুষকারাবলম্বন ঈশ্বর আজ্ঞা ও ইচ্ছা। কাজেই ঈশ্বরইচ্ছা পালনের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছার মধ্যেই সর্ব্ব ফল নিহিত।

পূজিয়াও নানা দেবদেবীর চরণ
তাতে মোর হবে সেই ঈশ্বরোপাসন
পূর্ণজ্ঞান না হ'তে তো কর্ম্ম ত্যাগ নয়
ছাড়িলে জীবন যাত্রা অসম্ভব হয়
অথচ ঈশ্বরাদীর প্রশ্ন হ'তে পারে
তবে কি করিব ভক্তি সেবা দুই ঈশ্বরে ?
হরিও বলিব আবার কাপড়ও তুলিব ?
বিভুই সব বলি,—পুনঃ কর্ম্মকে ভজিবো ?
এদিকে কর্ম্মকে ফলদ স্বীকারে আসক্তি
ঈশ্বরে হবেনা পূর্ণ নির্ভরানুরক্তি
ঈশ্বর সর্ব্বফলস্বরূপ হইবেনা মানা
আবার কর্ম্মেও শ্রদ্ধা প্রবৃত্তি হবে না
যদি তাহা কিছু নয় শক্তিযুক্ত নয়
বলা যায়,—তাছাড়া সে কথাই মিছা হয়।
এক অখণ্ড অব্যয় শক্তি ভগবান
পৃথক আর কোন শক্তি নাই বর্ত্তমান
দেবতা মানুষ জীব স্থাবর জঙ্গম
স্বধর্ম্মোচিত বস্তু ব্যক্তি সুযোগ ঘটন
স্বধর্ম্মোচিত স্থান কাল কর্ম্ম পুরুষকার
তাতে তাঁর অংশাংশং শক্তি ইচ্ছায় তাঁহার
প্রকাশিছে ;—ঐসকল বিগ্রহও তাঁর
বিরাটরূপের অংশ, ইচ্ছায় তাঁহার

তাঁরই অংশ শক্তি তদাংশিক বিগ্রহেতে
প্রকাশ সংযোগ হয় তাঁহারি ইচ্ছাতে
স্বেচ্ছাময় কখনোবা প্রয়োজন মত
ওসব হ'তে ফল শক্তি করেন প্রত্যাহৃত
সর্ব্বফলস্বরূপ এবং সর্ব্ব ফলপ্রদ
ঈশ্বর, স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্মে অধিষ্ঠিত
থাকেন অনেক সময়,—আজ্ঞা শ্রীমুখের
স্বধর্ম্মেতে আমি ;—এই উৎসাহ কর্ম্মের
স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম সুযোগ যখন উপস্থিত
তাঁর ইচ্ছা জেনে তথা চেষ্টাই উচিত
খুব সম্ভব সেখানে চেষ্টার মধ্যেতে
রাখিয়া দিয়াছেন ফল তাহার ইচ্ছাতে
সর্ব্বফলস্বরূপ প্রভু অনেক সময়
করেন স্বধর্ম্মোচিত পুরুষকারাশ্রয়
কর্ম্মের সুযোগ শক্তি না দেন যখন
তখন কর্ত্তব্য তাঁর কাছে নিবেদন
তাহে যদি নাহি মিলে সুযোগ ও ফল
তবে সমস্ত পৃথিবী সহায় সম্বল
এলেও হ'তোনা না হওয়াই ইচ্ছা তাঁর
না হওয়াই সেখানে মঙ্গল সবার
হয়তো আমার ক্ষতি অপরের মঙ্গল
কিন্তু তাতে ক্ষতিবোধে নাই কোন ফল
সামঞ্জস্য না রাখিয়া সমষ্টিকল্যাণ সাথে
ব্যষ্টির একটানা মঙ্গল হয়না জগতে

মা! তোমার কর্তৃত্ব স্মরি   স্মরি তুমি মহেশ্বরী
অহং বুদ্ধির কর্তৃত্ব যে করে বিসর্জ্জন
আনন্দময়ী তার তরে মা   আনন্দের নগরদুয়ারের দ্বার
মুক্ত অনুক্ষণ

কালীকুণ্ডলিনী 'ভুলুয়াবাবা'

সর্ব্বকারণ বিনেও জীব সর্ব্ব ফল পায়
সর্ব্বকারণ কারণ যখন সহায়
ইহপরমার্থ সর্ব্ববিধয়ে প্রতিপদে
সর্ব্বদাতা কর্ত্তা সর্ব্বস্বরূপ জগতে
একমাত্র তিনি,—চিরন্তন সনাতন
আছেন ছিলেন চিরকাল থাকিবেন
তিনি বই এসংসারে কিছুই না রয়
তিনিই অভিষ্টবস্তু তিনিই আশ্রয়
ধনজনাদিকে রক্ষক নিজে মালিকতার
এবুদ্ধি ভরসায় করে অন্যে অত্যাচার
কিছু মোর নয় সব ঈশ্বরের বশ
জানিলে পড়পীড়ায় আসেনা সাহস
তখনি কমিয়া গেল বহু পাপতাপ
অভিমান কমিবার এই বড় লাভ
সম্পদ হরিয়া অহং দর্পকে নাশিয়া
কত পাপের মূল প্রভু দেন বিনাশিয়া
চরিত্র স্বাস্থ্য ধনজন শক্তি বিদ্যামান্
তাঁর দেওয়া ভাবিয়া উচিত, ভোগ, দান,
মোর বস্তু ইহা ভাবি,—না হয়ে দর্পিত
দীন হীনের কাছেও হওয়া চাই বিনীত
এরূপ কতকজ্ঞান জন্মিয়াছে যার
সাধক সোপানারোহন অধিকার তার।

সাধক সোপানে যবে হয় পদার্পণ
অভিমান ত্যাগের আরো গভীর সাধন
তাড়াতে হয় মন হ'তে দান দয়ার কথা
অভিমান স্থচক যাহা সবিশেষ মিথ্যা
নিরহং রামকৃষ্ণ মরমে মরিয়া
বলিতেন সাধক ছিঃ বোলোনা দানদয়া
জগৎ, তুমিও জীব প্রতিপাল্য তাঁর
কেহনা নির্ভর করে উপরে তোমার
লোকহিতকার্য্যে তোমায় যন্ত্ররূপে গন্য
করাতে ঈশ্বর তুমি হইয়াছ ধন্য
শক্তি সেবাকাঙ্ক্ষা দিয়া নিকটে যাহাকে
এনেছেন ;—তার সেবক বানায়ে নিজেকে
যেকাজ কর, তাকে বলিওনা দয়াদান
তোমাদ্বারা হ'লে ইহা তোমারই কল্যাণ
যে অভাবগ্রস্ত করি এনেছেন যাহারে
দীনহীন কাঙ্গাল দেখিতেছ তারে
স্বরূপতঃ সেও কিন্তু কৃষ্ণ অংশদাস
একদা তাতেও হবে ব্রহ্মত্ব বিকাশ
দীনরূপে সে তব আজ উপকারী হয়
হীন ভাবিওনা তাকে এতার স্বরূপ নয়
হে ঈশ্বরসাধক ! গুরুকর্ত্তা পিতানেতা
কাটাবেঁধে শুনিলে আচার্য্যে মালিক দাতা
শ্রীগৌর বলেন ;—সাধক ! তৃণনীচ হও
অমানী আপনমান অন্যে দিয়া দাও

তৃণাদপি হুনিচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরি
শ্রীগৌর

কেহ যদি অবজ্ঞায় গালে মাড়ে চড়
বলিবে আপনি পূজ্য আমিতো কিঙ্কর
নিজ পত্রপুষ্প ছায়া নীরবেতে দান
হওয়া চাই সেই সেবক তরুর সমান
দাতা পিতা কর্ত্তা নেতা সাধু গৃহস্বামী
এসব উপাধি ছাড়ি সেবক হও তুমি
সাধনাগ্রসর পথে দুই অবতার
মারিলেন অভিমান মুলেতে কুঠার
সাধনার কালে ঠাকুর মেথরের ঘরে
আসিতেন তার ঘর পরিষ্কার করে
কাদিতেন মা আমার নাশ অভিমান
সাধক শিক্ষার জন্য,—এসব অনুষ্ঠান
গুরু হ'য়েও বৈষ্ণব যে ভাব ল'বেন
চরিতসুধাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ বলেছেন
প্রভু নিত্যানন্দ মোতে শক্তি নামমন্ত্র
প্রকাশিয়া আমাকে করি তাঁর যন্ত্র
করিতেছেন বিতরণ শিষ্যরূপে তিনি
গ্রহন করিতেছেন সেবকমাত্র আমি
যতক্ষণ নীচ মূর্খ অজ্ঞান পতিত
শিষ্য-ভৃত্য অধিনাশ্রিতানুগৃহীত
বোধে,—আপনা হইতে হয় হীনজ্ঞান
ততক্ষণ গুরুর হ'তে পারে অকল্যাণ

একটু অবজ্ঞা তারা করিলেই মনে
সন্তাপ জাগিতে পারে অপমান জ্ঞানে
এই যে নিরভিমান উপাধিবর্জ্জিত
ব্রহ্মাংশ বিশ্বাসে জীবমাত্রে শ্রদ্ধাপ্রীত
এ জ্ঞান ভাবভূষণ অতীব সুন্দর
এজ্ঞানের মুর্ত্তি প্রভু জগমনোহর
যত মহাপুরুষ আর অবতার হন
সকলেই এভূষনে ভুবনমোহন
ঐহিক আধ্যাত্মিকে তাঁরা সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান
হইলেও মুর্খ নীচে শ্রদ্ধা প্রেমবান
সর্ব্ব ঘটে ব্রহ্মঅংশ দেখি নিরন্তর
হীনবুদ্ধি হবে তাঁদের কাহার উপর
ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া হ'য়েন বিশ্বপ্রেম খনি
উচ্চনীচ ভেদে ঘৃণা করেননা তিনি
চণ্ডালও বনবাসী বানরাদি জাতি
মিতাসখা সচিব করিলেন সীতাপতি
ভেদবুদ্ধি রাখিলে কি গোবিন্দ মুরারী
প্রেয়সী করিলেন,—বেশ্যা দাসী কুব্জানারী
মুর্খ পশুপালক গোয়ালা গোপীরা
তার সাথে কেন, তিনি প্রেমে আত্মহারা
ভাগবতে কেন১ম সস্কন্ধ একাদশে
বহু বেশ্যাসহ ক্রীড়া কৌতুক স্নেহরসে
সর্ব্বআধ্যাত্মকঐশ্বর্য্য সমাধি সদগুণ
অধিকারী রামকৃষ্ণ বালক সমান

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হন নিরভিমান
সর্ব্বজীবে সমান দেন জানি ভগবদধিষ্ঠান

যে কোনও জীব হ'তে, কিছু যে আপন
বিশেষত্ব আছে ;—তাঁর ছিলনা স্মরণ
ঈশ্বরাংশ দর্শন করিয়া জীবমাত্র
নিজকে জানিতেন, সেবক বালক ও ভক্ত
মা মা বলিয়া তার বেশ্যা নারীগণে
সম্ভাষণ দৃষ্টি ছিল প্রেমের নয়নে
রাজা মথুর করিতেন তাঁয় ইষ্টদেব গণ্য
তিনি রাজভৃত্যদেরও করিতেন মান্য
রামকৃষ্ণ শক্তিরূপা মাতাঠাকুরাণী
আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য সমাধি অধিকারিণী
শত শত ধর্ম্মবীর শ্রীগুরুরূপিনী
শত শত কর্ম্মবীরগণের জননী
শত রাজ মহারাজ পূজিতচরণা
বালিকাবৎ সব কাছে নিরভিমানা
জীবস্বরূপ কৃষ্ণঅংশ কৃষ্ণনিত্যদাস
এই ভাগবতবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস
জনমিলে আমি উচ্চজাতি ও কুলীন
উচ্চশ্রেণী, ধনী, ভদ্র পণ্ডিত প্রবীন
প্রভু, কর্ত্তা, নেতা, গুরু, আচার্য্য, সাধক
দাতা, রক্ষাকর্ত্তা আর শাসক পালক
উপাধিভাব কমিয়া সেবকভাব হয়
ভক্তিতে প্রণতি সেই করে সবার পায়
মিথ্যাবোধ হয় ঐহিক মান অপমান
যাহ'তে অশেষ পাপ তাপ অবসান

প্রবর্ত্তক জীবনে আর সাধকের প্রথমে
এই উচ্চঅনুভূতী আসেনা জীবনে
কিন্তু বিশ্বাসের বলে এসব লাভাশায়
দুঃখাপমান সহিয়া সাধন করি যায়
ছোট ছোট ঐহিক দুঃখ অপমান তার
অসম্ভব প্রত্যেকের করা প্রতিকার
তাতেই কাটায়ে দিলে শক্তি ও সময়
নিজ, অন্য পরমার্থ চেষ্টা নাশ হয়
সাধারণ পক্ষেও তার কাছে বড় যেই
তন্নিকট বিনয় ব্যবহার বচণ চাই
বিনয়ভাব আচরণে যার নাই অভ্যাস
হাম বড়া অহংভাব বৃদ্ধিতে সে নাশ
হামবড়া অসুর যবে স্বভাবগত হয়
সর্ব্বশুভগ্রাহীশক্তি তৎক্ষণাৎ লয়
তাদের হৃদয়ে সদা এ আকাঙ্ক্ষা স্ফুরে
সকলেই যেন তার তাবেদারী করে
সকলের ন্যায্যপ্রাপ্য সন্মান সদায়
না দিয়া উঠিতে চায় সবার মাথায়
নিজের কোন ন্যুনতা দেখিবার মত
চোককে হারায়ে ফেলে জনমের মত
কিভাল বুঝিলেও সে কোন বিষয়েতে
অন্যকে শিক্ষক মানি চায়না শিখিতে
তাহার হৃদয়বাক্য প্রাণ মুখমন
আত্মম্ভরীতা কেবল করে উদ্গীরণ

অতীব অন্তরঙ্গজনের ও দুইটী জিনিষ ভগবান কখনই ক্ষমা করেন না, গর্ব্ব ও ভক্ত নিকট অপরাধ। চৈতন্য ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় যে জগৎ শিক্ষার্থে শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মাতা শচী দেবীর বৈষ্ণবাপরাধ ধরিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা রাধাকে গর্ব্বিতা দেখিয়া অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

গুরুলঘু মাননীয় মানে না সে কাকে
রেখে দাও মানিনা আমি কোনও বেটাকে
মোর সাথে চালাকী খাটিবেনা,—মজা
দেখাইব ;—এইভাব যেন সেই রাজা
আত্মম্ভরী সর্দ্দারী;—সবাতে সর্ব্বত্র
খাটেনা,—খাটাতে যাওয়া বিশেষ মুর্খত্ব
তাই কারু সঙ্গে এদের উঠেনা বনিয়ে
সবাই বিরক্ত তাকে গর্ব্বিত দেখিয়ে
সকলেরই প্রিয়বস্তু আপন সম্মান
কে করিবে সহ্য তার কৃত অপমান
তা ছাড়া যে যাতে যোগ্য সে নিজ অধিকারে
নিজে চালাইলে হবে সুন্দর, সে অপরে
সর্দ্দারী দিবে বা কেন ?—রাজবুদ্ধি পরাভব
হয় মুচীর জুতাকাজে খাটালে মৎলব
নিজে যাহা ভাল বোঝে, নিজের সর্দ্দারী
সর্ব্বত্র খাটায়ে হয় সে লোকঅপকারী
চারিদিকে লোক তখন করে প্রতিবাদ
লেগে যায় সব সাথে ঝগড়া বিবাদ
অকারণেও সে বোধ করে অপমান
দুনিয়ায় কোথা কারো কাছে হয়না স্থান
বিনয় অভ্যাস বিনে অহংকার সর্প
পুষিয়া কলায় দুধে বাড়াইয়া দর্প

দংশনে যখন হয় যন্ত্রণা অশেষ
উন্নতি হয়না আর শান্তি হয় শেষ
ছোট হওয়া বড় হওয়ার উপায় পরম
মহতের আনুগত্য আত্মসমর্পণ
তার শিক্ষা মত চলা হ'য়ে তার দাস
কুবুদ্ধি ঘুচুক হউক সৎজ্ঞান প্রকাশ
ইন্দ্রিয় মন হউক আগে বশীভূত দাস
তবে তো প্রভুত্বশক্তির হইবে প্রকাশ
কুবুদ্ধিনাশ, ইন্দ্রিয় না করিয়া জয়
বাহিরে কি প্রভূত্বের শক্তি কারু হয় ?
গুণহীন সম্মানলালসাদাস যেই
সেও প্রভূ হ'তে চায় বিস্ময়কর এই
নমামি বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই বিষবৃক্ষ
উপাড়িতে করেন ধর্ম্মের সুরু হ'তে লক্ষ্য
প্রশ্ন আসে ভেদবুদ্ধিহীন যদি অবতার
কেন তাঁদের ক্রোধদ্বেষযুক্ত ব্যবহার
কথা এই যে ছোট নীচ পতিত মূর্খবোধ
তজ্জণিত দ্বেষঘৃণা প্রতিহিংসা ক্রোধ
তাঁর নাই,—সবে জানি নিজাংশস্বরূপ
যার যে অবস্থা ধরেন তদযোগ্য ভাবরূপ
কারণ যাহারা দলে পদতলে অন্যে
নিজকে অজেয় ভাবে ;—সে অসুরগণে
মুহূর্ত্তমধ্যে করালে ধূলায় শয়ান

হে পার্থ! কাহার পক্ষে কি উপযোগী, কাহাকে কি করা যুক্তিযুক্ত তাহা তোমার নিকট সুবিদিত, কাজেই কে কি লাভ করিল তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে।

"ইশানুসরণ"

আপনা হইতে বহুবেশী লক্ষগুণে
শক্তি দেখি, তবে ঈশ্বর বলিয়া কিছু মানে
অসুরস্বভাবেরা কাজে যাহাই করুক
জীবকে দলিত করুক মারুক ধরুক
প্রায়ই তারা,—তেজীয়ান বীরের প্রকৃতি
তাহাদের যোগ্যমূর্ত্তি বীররসমূর্ত্তি
তারা যেরূপ ভালবাসে,—সেরূপ প্রদর্শন
আর তাহাদের দর্প, চুর্ণীতকরণ
মরিলেও তাঁর হাতে, মরণসময়
ঈশ্বরাস্তি, তাহাদের বুদ্ধিগত হয়
তাই মহাশক্তির প্রকাশ দেখায়ে তাহায়
সেবারকারের মত, করেন বিদায়
সঙ্গে সঙ্গে ঘটে তার যদিও মরণ
মহাশক্তি কর্ম্মফলদাতাকে তখন
হাড়ে হাড়ে চিনি বুঝি হইয়া বিদায়
পরদেহে, সেই জ্ঞান সংস্কারেতে পায়
মৃত্যুকালে জাগ্রত যেই জ্ঞান যার
পরজন্মে হয় তা তার প্রবল সংস্কার
অনেকের চিত্ত আবার রূপগুণে বশ
তন্নিকট কি পরকাশিবেন রুদ্ররস
যার যাতে মঙ্গল মনোহরণ হয়
করিয়া তদযোগ্যরূপ ভাবকে আশ্রয়

জীবকে সেবেন তিনি কিন্তু তা বলিয়া
ক্ষণমাত্র না রহেন ঘৃণাদ্বেষ নিয়া
পাপীমুর্খ উপাধি মিথ্যা জানি মনে
নিজ অংশ জানিয়া নিরুপাধিজ্ঞানে
জ্ঞানময় অপার প্রেমের স্বরূপ
কিঞ্চিৎ মায়া আশ্রয়ে ধরেন নানারূপ
বহুবংশের ধনমান অপহৃত করি
অতুল ঐশ্বর্য্য সুশোভিতা মধুপুরী
সে মথুরা রাজপথে,—চলেছেন দুভাই
পথেতে রাজার ধোপা,—সৈন্য সেপাই
কংশঐশ্বর্য্যবীর্য্য মোহিত অন্তর
তারা রাজা বিনা কারু জানেনা ঈশ্বর
কৃষ্ণ বলিলেন,—ওহে রজক সুজন
বিদেশী অতিথি মোরা দুখানা বসন
দানেতে ; কর্ত্তব্যকর অতিথি সেবন
জ্বলিয়া উঠিল রজক অনল যেমন
ওরে দুষ্ট দেবতাও রাজাকে মোদের
ভয় করে,—কতদুর সাহস তোদের
দেখিছ কি ? রাজসেনাগণ. চারিধারে
এ সংসারে তারা কারু গ্রাহ্য নাহি করে
কৃষ্ণ বলিলেন ;—রাজসৈন্য অনুচর
বাঁচাউক দেখি তোমা হয়ে অগ্রসর
তব রাজশক্তি, সর্ব্বশক্তিমান নয়
লও তুমি ;—ওপুরবাসী ; প্রথম পরিচয়

তুমি দেও প্রভুত্ব, শোধ, প্রভু অহংকার
দুর্ব্বলের প্রতি যখন করায় অত্যাচার
দুর্ব্বল নয়ন জলে
ডাকি তাকে মা, মা, বলে
তোমা ভিন্ন ত্রিসংসারে মুছাতে তার নয়ন ধার
বিশ্বেশ্বরী ! নিঃস্বমাতাঃ কেবা আছে আর ?
"ভূলুয়া বাবা"

বধিলেন তাকে, হইল না সাধ্যকার
নিকটে আসিতে,—হ'লেন আরো আগুসার
পড়িল নিকটে এক কুরূপা রমণী
দাসী সেই, বারাঙ্গনা চন্দনবাহিনী
কৃষ্ণের নাগররূপ মাধুর্য্য হাস্তরস
চলন চাহনি দেখি হৃদয় অবশ
তায় ভাব অনুযায়ী,—প্রিয় সম্ভাষণ,
করিলেন ;—হ'লো তার সাহসিতমন
বলিল সে ;—নাথ মোরে অঙ্গীকার কর
তবরূপগুণে মোর অবশঅন্তর
হাসি বলিলেন কৃষ্ণ শুন প্রণয়িনী
কাজশেষ হ'লে তব কাছে যাব আমি
আর দুই চারিপদ হ'তে অগুসার
দেখিলেন পথে এক দীন মালাকার
বেচিবার ফুল গুলি,—চরণে তাঁহার
দিয়া গদগদ কণ্ঠ বহে অশ্রুধার
বলে ওহে কৃষ্ণ তুমি জগতেরনাথ
হইতেছে মনে,—প্রভু কর আত্মসাৎ
তুমি মহাদানী,—তুমি সর্ব্বশক্তিমান
বাঞ্ছাকল্পতরু উচ্চনীচ নাহিগণ

মোর মনে যাহা চিরপোষিত কামনা
সেই তিন বর দাও করিয়া করুনা
হে অখিল সরবস্ব ! তব প্রভিনাথ
অচলাভকতি দিয়া কর আত্মসাৎ
তবভক্তজনে যেনদৃঢ় প্রীতিহয়
সার্ব্বভূতে দয়া মোরে দেও দয়াময়
ঐভাব দিতে চাই ঐশ্বরিক শক্তি
তৎক্ষণাৎ প্রকাশিলেন ঐশ্বরিক মূর্ত্তি
সেই মালাকার হৃদে দিব্য ভক্তিজ্ঞান
ঐশ্বরিক ভাবাংশ করিবারে দান
ঈশ্বরমূর্ত্তি,—নচেৎ মালীর হয়না বরলাভ
সর্ব্বভূতদয়াদি যে ঐশ্বরিক ভাব
কারো'পর নাই তাঁর দ্বেষ ও বিরক্তি
প্রেমবশে তিনব্যক্তি যোগ্য তিনমূর্ত্তি
নয়নেরবাণ কংস সেনার অযোগ্য
কাল্ বীরমূর্ত্তিই দর্পহারক মনোজ্ঞ
সুন্দরনাগরপ্রিয়নারীগণ যত
দেখিল প্রচণ্ডরূপ মূর্চ্ছিত হইত
ভক্ত যদি ঈশ্বরীয়রূপ না দেখিত
নাগর ও কাল্ দেখি হতাশ হইত
কংসজাতীয় যত দর্পান্ধের জ্ঞান
মালীর বিশ্বাসভক্তীর দৃঢ়তাবিধান
নাগর প্রণয়াভিলাষী নারী মনহরণ
যোগ্যরূপ ;—ঈশ্বর কাল ও নাগররূপ ধারণ

প্রেমবশে স্বার্থগন্ধহীন প্রেমরূপ
প্রত্যেকের হিতকারী ধরেন নানারূপ
কভু সুন্দর কভু বিকটবিকরালরূপ
স্থানকালপাত্র অনুযায়ী নানারূপ
কোথাও মোহনকৃষ্ণ বাজায়েন বাঁশী
হানিয়া নয়নবাণ মুখে হাসিরাশি
কোথাও কৃষ্ণের হাতে রক্তমাখা অসি
করালনয়নে ঝড়ে আগুনের রাশি
এ ভীষণ আর সুন্দরের পরপারে
প্রভুর যা সত্যরূপ প্রেমবলি তারে
সেই প্রেমরূপ তাঁর যেই দেখিয়াছে
ভীষণ সুন্দর দুয়ে সমান সে মজে
ভীষণ সুন্দর দুইই প্রেমের প্রকাশ
দেখি, শোকভয় তার হয়ে যায় নাশ
মায়ের চৌদিকে যেমন দশটি সন্তান
কেউবা কোলেতে, করিছেন স্তনদান
অনেক সন্তানকে কাজ বুঝাতেছেন মাতা
মার সংসার চালাবার বিভিন্ন ব্যবস্থা
এক সন্তান এলো তাকে করিয়া দর্শন
প্রসন্নবদনে করিলেন আলিঙ্গন
কাকে দেখি রোষযুক্ত ভ্রকুটীবদন
কাকেওবা করিলেন প্রহার ভীষণ
কাকেও করিলেন নানাহিত উপদেশ
কাকেও কর্ম্মকৌশল শিখান বিশেষ

কারুবা সংবাদ পেয়ে হুকুম হইল
এবাড়ীর চতুঃসীমা প্রবেশনিশেধ বল
কারুবা দর্শন জন্য ব্যস্ত হর্ষমুখ
কারুপ্রতি আজ্ঞা হ'লো দেখিবনা মুখ
মায়ের এব্যবস্থার নিগুঢ় কারণ
ভিতরের লোক ছাড়া, জানে কি বাহিরের লোকজন?
ভগবান জগনমাতা ইহা না জানিয়া
কিছু কিছু তৎকার্য্যের হেতু না বুঝিয়া
অন্তরের প্রসন্নতা আসিতে কি পারে?
ভীষণ দৃশ্যাদি পুণ অনিত্য সংসারে

নরব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যিনি অবতার
তিনিইতো বিশ্ববিধাতা সর্ব্বেশ্বর
অবতার লীলায় ও তাঁর যে যে ভাবরূপ
দেখাবায় বিশ্বলীলা ঠিক সেইরূপ
বিশ্বলীলায় কোথায় বা সুন্দর সুনীত
কোথাবা কঠোর আঘাত কদর্য্য কুৎসীৎ
পাপ, পুণ্য জীবন মৃত্যু, সম্পদ, বিপদ,—
উদ্যান, শ্মশান, উত্থান, পতন, সৎ, অসৎ,
অবতার লীলায় অথবা বিশ্বলীলায়
দুই লীলায়ই শুভাশুভ ভেদ্‌বুদ্ধি যায়
নামবলে, শুভাশুভ—ভেদবুদ্ধি নাশ
হ'য়ে দেখে সব তাঁর প্রেমের প্রকাশ
জ্ঞানের সুদিব্য চক্ষু হইয়া প্রকাশ
সর্ব্বত্র সমস্ত দেখে প্রেমের প্রকাশ

সবই তাঁর ইচ্ছায় হইতেছে, সকলই প্রভুর প্রেমের প্রকাশ, এবং বিশ্বের প্রয়োজন সাধন দেখিয়া জ্ঞানীর পাপেপুণ্যে শত্রুমিত্রে দুষ্টে শিষ্টে, অনুরাগ বিরাগ ভেদ বুদ্ধি চলিয়া যায়।

রহস্যপুরীর দ্বার হ'য়ে উন্মোচন
হয় সুখ দুঃখের ভ্রান্তিবিমোচন
ভগবান প্রেম,—প্রেমভগবানরূপ
শুভাশুভ দুয়েরই সমষ্টি স্বরূপ
ভগবান নহেন কেবল সুখদ সুন্দর
শরীর ও মনের আরাম তৃপ্তিকর
তিনি স্বর্গ নরক ও আঘাত আরাম
দুইকে ;—লইয়া এ দুই-ই ভগবান
তিনি শুভাশুভ উত্থান পতন পাপপুণ্য
কুৎসীৎ সৌন্দর্য্যময় জঘন্য বরেণ্য
শত্রু মিত্র জীবন মৃত্যু কুৎসীৎসুন্দর
রুদ্র করুণ আর কোমল ভয়ঙ্কর
যেখানে যেমনটী হলে সিদ্ধপ্রয়োজন
হইবে,—তথায় সেরূপ ব্যবস্থা ঘটন
প্রেমের ব্যবস্থা দেখি অশুভ ঘটন
ভালবেশে দিতে ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন
দুঃখোপরি ভালবাসা প্রাণে আসে যার
দুঃখজ যন্ত্রনাবোধ বহু কমে তার
দুঃখে যত দ্বেষ ;—দূর হউক আগ্রহ
দুঃখ তত চেপে ধরে হয় ভারবহ
কোমলতা দয়া ক্ষমা আরাম সুখ, শুভ,
ইহাদ্বারা সর্ব্বক্ষেত্রে সিদ্ধী অসম্ভব

অনেক স্থলেতে দুঃখ আর ধ্বংসবিনা
জ্ঞানলাভ পথে লোক চলিতে পারে না
জ্ঞানে দেখে সুখ দুঃখ কুৎসীৎ সুন্দর
প্রেমময়ের নব নব রূপ মনোহর
দেখে প্রেম প্রেম সব প্রেমের বিধান
দূর হয় শত্রু মিত্র সব ভেদজ্ঞান
প্রেম তার মূলমূর্ত্তি সেই প্রেম হ'তে
সব ঘটনা বস্তুর উৎপত্তি জগতে
এইমূর্ত্তি না দেখিতে দুঃখ দেয় তাপ
মৃত্যু দেয় বিভীষিকা ভয় দেয় পাপ
তাঁহার কৃপায় পেয়ে জ্ঞানের চক্ষুকে
জীবে জ্ঞানদানার্থে প্রভুর অনন্ত চেষ্টাকে
শুভাশুভরূপী দেখি মোহিত অন্তর
দূরে যায় ভেদবুদ্ধি কুৎসীৎ সুন্দর
অজ্ঞানতাকেই তখন দুঃখ বলি জানে
লুটায়ে পড়িয়া বলে তাঁহার চরণে
জয়শত্রু মরণ দুঃখ বিপৎপাত
জয়সুখ সম্পদ জীবনরূপী নাথ
স্বরূপ দেখাও কর প্রেমতৃপ্ত প্রাণ
সুখ দুঃখ মায়ানাশ কর ভগবান
তব প্রেম দেখি যেন পাই অপারসুখ
শুভাঁশুভ ভেদবুদ্ধি তদানুসঙ্গীক
সুখদুঃখ অনুভূতি নাশ ভগবান
প্রেমময় দাও তোমার জানিবার জ্ঞান।

মা ! তোর ভক্ত, লীলাদর্শী যারা
দুষ্ট শিষ্ট দেখেনা তারা
সবাক দেখে ঈষ্টস্ফূর্ত্তি ঘটে অনিবার
পাপে পুণ্যে ভালমন্দ ভেদবুদ্ধি নাই তার
আনন্দময়ী মা ! তারা ভিন্ন করে আছে মা ! তোমায় নিত্যানন্দে অধিকার ?

"ভূলুয়া বাবা"

লাভ হানি রোগ স্বাস্থ্য আর শত্রুমিত্র
করিওনা একেদ্বেষী অপরে আসক্ত
দেখি নিরবচ্ছিন্ন প্রেম সকলের মূলে
অবিচ্ছিন্ন ভক্তি হোক ওচরণ মূলে
প্রণমামী জগন্নাথ মায়া পরিহর
ভেদদৃষ্টি দ্বেষ ও আসক্তি নাশ কর
প্রেমমনোহররূপ সর্ব্বত্র দেখিয়া
সুখ দুঃখ বোধ মোর যাউক ডুবিয়া
দেখুক সর্ব্বত্র তব প্রেমসুন্দররূপ
কুৎসীৎ ভীষণমূর্ত্তি সব অপরূপ
তব প্রেমরূপে যেন মন ডুবে যায়
ফেলিওনা আর সুখ দুঃখের মায়ায়
সুখ দুঃখ আঘাত আরামের পারে যেতে
অনেক রকম পথ আছে এ জগতে
কৃষ্ণরূপগুণপ্রেমজলধি স্বরূপ
নিখিল পরমানন্দ অমৃতাব্ধিরূপ;
তাঁর রূপ রসাস্বাদ করে যার প্রাণ
সর্ব্বসুখদুঃখ তার হয় তুচ্ছ জ্ঞান
আর তাঁর নামে হৃদী হয় এত কোমল
নয়নে এতই প্রাণে প্রেমের হিল্লোল

মারিখেয়েও আলিঙ্গন দিতে প্রাণ ধায়
অপমান দুঃখ কিছুই নাহি লাগে গায়
আর, অনুরাগী হয়ে যার প্রাণ ধায়
সুখ দুঃখ সেই জন পায়ে দ'লে যায়
কি ভীষণ ব্যাকুলতা কি ভীষণ লোভ
সুখদুঃখ অনুভূতী তারও হয় লোপ
ভাগবতের গোপী এই ভাবস্বরূপিনী
প্রাণেশ্বর জ্ঞানে ভগবদউন্মাদিনী
প্রাণেশ্বর মিলনাশা কামনা সাগরে
সর্ব্বসুখদুঃখ তৃণসম ডুবে মরে,
আরও এক ভাব আছে তাঁর ইচ্ছা জেনে
অবিচারে সুখদুঃখ মিঠা লাগে প্রাণে
প্রিয়তমের দেওয়া যাহা কিছু উপহার
প্রেমিক আনন্দে করে হৃদয়অলঙ্কার
ভগবৎগুণমুগ্ধ অবশপরাণ
তাঁর দেওয়া বলি দুঃখ মহামিষ্ট জ্ঞান
তুমি চাও প্রাণনাথ তুমি ইহা চাও
তাই হোক,—কোটী দুঃখ মোর শিরে দাও
কিনা দিতে পারি নাথ তোমার চরণে
কিনা সহিতে পারি তোমার কারণে
রোগ দুঃখ দারিদ্র্যাদি দাও দিবানিশি
প্রাণে যেন জাগে নাথ তব মুখশশি
ভগবৎগুণমোহিতা প্রেমময়ী
শ্রীম্যাভামিগেয়ো আদি ভক্তের ভাব এই

আরও এক ভাবে হয় সুখদুখ নাশ
প্রেমস্বরূপেরস্বরূপ যাহাতে বিকাশ
তার প্রাণ ভগবানে স্নেহউন্মাদিনী
তাঁর সুখ লাগি ধায় দিবসরজনী
পূর্ব্বে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে
রূপগুণমুগ্ধতাদি হৈতুকী ভাব আছে
এঁদের ভগবৎপ্রীতি অহৈতুক হয়
গুণ ঐশ্বর্য্য বুঝিবার অপেক্ষা না র'য়
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটী কোটী প্রাণতুল্য জানে
ভালবাসে অহেতুক স্বাভাবিক টানে
শুধু সেবাপাগলিনী, মহাস্নেহময়ী
নিজের পৃথগাস্তিত্ব জ্ঞানহারা হই
তাহারা করিয়া তাঁর সেবাঅভিলাষ
অগ্নিদাহবৎ দুঃখে সাগ্রহে ক'রে বাস
প্রাণনাথ সুখসেবা, লালসা পাথারে
সর্ব্ব সুখদুঃখ তাহাদের ডুবে মরে
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশিত শ্রীরাধারগণ
এইভাব স্বরূপিনী প্রেমময়ী হন
প্রবর্ত্তক যোগ্য আছে আর এক ভাব
কুন্তী আদি ভক্তের যা হ'য়েছিল লাভ
কুন্তী বলিলেন কৃষ্ণ কমললোচন
গোবিন্দ ! বিশ্বের আশ্রয় ! কর বরদান
তোমার নাহিক কোন স্বার্থ অভিলাষ
জগহিততনু ভক্তবৎসল শ্রীনিবাস

তবগুণ স্মরিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত মন
নিয়ত প্রণমি তোমায় চাবে ভক্তিধন
তব নাম স্মরণ কীর্ত্তন ভজন
তবগুণ জানায় ও দেয় ভক্তিধন
এই হেতু উহা মম লোভউৎপাদক
কিন্তু দেখিতেছি তার বিষম কণ্টক
কৌলিন্য ঐশ্বর্য্য বিদ্যা সৌন্দর্য্য ও ধন
ভজনের বাধক বিষমবন্ধন
বিপন্ন ও কাঙ্গালের তোমার স্মরণ
অনেক সহজ, ওহে মুক্তিপ্রদধন
অতএব সতত ঘটাইয়া বিপদ
স্মরণের পথ বাপ কোরো নিরাপদ
সাধু! সাধু! কুন্তীদেবীর এই জ্ঞানবল
ভবিষ্যতে ক্রমে ইহা এতই বাড়িল
বৃদ্ধকালে তিনি মাতৃভক্ত পুত্রগণ
পুত্রজিত রাজ্য সুখসম্পদ অতুলন
ছাড়িয়া ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিয়া
ভজনে মগন হলেন সন্ন্যাস লইয়া
যেভাবে সেভাবে তাঁকে করুক আশ্রয়
তারাই এ জগতের মঙ্গল নিলয়
পাবে তাঁরা তাহার সম্পত্তি গুণরাশি
পাবে তারা পরিণামে প্রেম অবিনাশী
পরিণামে পাবে তিনি বিশ্বময় জ্ঞান
সপিবে জগৎসেবায় সর্ব্বস্ব পরাণ

যো বৈভূমা তৎসুখং
নাল্পে সুখমস্তি
সেই ভূমা ব্রহ্মেই একমাত্র সুখ বিদ্যমান
অল্পে সুখ নাই —উপনিষদ

তাই সুখদুঃখনাশ একমাত্র ভবে
তাঁর সম্বন্ধীয় কোনো কিছু ভাব লাভে
জীবের হইতে পারে,—ইহা ছাড়া ভাই
সুখদুঃখ বিনাশের আর কিছু নাই,
আজ আমার কিঞ্চিৎ হইল বিত্তলাভ
ঘুচিল স্ত্রীপুত্রগণের অন্নের অভাব
গৃহের সুদৃষ্টেলাভ হইল স্বাস্থ্যাদি
উপশম হোলো কোন যাতনা ও ব্যাধি
এর নাম কখনো নহেক দুঃখনাশ
তাঁকে এজন্য করুণাময় বলা উপহাস
তিনি যে মঙ্গলময় শুধু এইদিকে
শুভাশুভ দুঃখসুখ এ দুই উপলক্ষে
করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বজ্ঞানের প্রকাশ
রচিবেন একদিন তাঁহার নিবাস
সুখও ভাল ; তবে রাখা চাই যথাযোগ্য
দুঃখ যে দিতেছেন ইহা ততোধিক ভাগ্য
পূর্ব্বোক্ত সুখের আখ্যা দিয়া দুঃখনাশ
অনর্থক অনিত্যে নিত্য দেখিতে প্রয়াস
চিরন্তনকাল হ'তে এবিশ্ব অনিত্য
কখনও ঘুচিবেনা কালের রাজত্ব
তাই শুভাশুভ দুই নাহিক সংসারে
প্রকৃত, সুখ শুভবস্তু এ দুইয়ের পারে

এসবের আখ্যা দিয়া শুভসুখ নাম
ক্ষুদ্রেতে বৃহৎ বস্তু অনর্থক সন্ধান ?
মা ! তুমি তোমার নিজ বুদ্ধিমতে চল
তোমার গুরু গোপালপ্রেম সুশীতল
অপরূপ প্রেমমূর্ত্তি হেরিয়া তাঁহার
ভস্ম হ'য়ে যাবে তব সকল বিকার
তোমার অভীষ্ট যখন ;—প্রেমমূর্ত্তি দেখি
সর্ব্বভয় শোক নাশে হওয়া চাই সুখী
তখন হে মাতা ! ত্যাগ ক্ষমা পথে চল
হৃদয়ে প্রকাশ যাতে চির সুশীতল
এক নহে সাধারণের আর তোমার স্বধর্ম্ম
সকলে বুঝিবেওনা তব ভাবমর্ম্ম
অর্থলোভ স্বার্থ স্বার্থ ব্যঘাতেতে আর
লোভ ক্রোধ করি কেহ দুঃখ অত্যাচার
দেয় এক আধটুকু ; তা কেন ধরিবে
প্রভুর কোর্টে বা এ কোর্টে বিচারার্থ যাবে ?
সুশিক্ষাপ্রকাশমূর্ত্তি সৎসঙ্গবর্জ্জিত
সুশিক্ষার সুদৃষ্টান্ত দর্শনবঞ্চিত
সুশিক্ষিতের সৎভাব প্রভাবে ;—অনুরাগী
সৎ হওয়ার জন্য,—এবং সৎ হওয়ার লাগি
সুশিক্ষিতের পরিচালনঅধীনে রহিয়া
সুবৃত্তি প্রকাশ ;—সৎকাজ চিন্তা অভ্যাসিয়া
এসব "সদবৃত্তি প্রকাশ চেষ্টাকে" যখন
হারায়েছে সমাজ,—তখন বহুত এমন

অন্যায় দেখিবে,—অশিক্ষিত সমাজেতে ;
সৎব্যক্তি কি গড়ে,— আই-এ বি-এর বিদ্যাতে
প্রেমময় প্রভুকে ভালবাসেন যিনি
প্রভুপদে আত্মদান করিবেন তিনি
তাতে তিনি হৃদে এমন শকতি পাবেন
সততালোক বহুর প্রাণে জ্বালিয়া দিবেন
তৎপর সেসব প্রাণের সঞ্চিত কুসংস্কার
পাপাচার নাশিতে কর্ব্বেন দণ্ড ও প্রচার
কভু দণ্ডে কভু দানে শাস্ত্র প্রচারিয়া
অশিক্ষিত সমাজকে শিক্ষিত করিয়া
সমাজের দোষত্রুটী পাপের শোধন
করেন শিক্ষিত প্রেমশীল সাধুজন
যদিও কতক দুষ্ট চিরকালই থাকে
তবু তারা জব্দে রয় শিষ্ট সংখ্যাধিক্যে
এইরূপে সমাজের হিতইচ্ছা ভাব
প্রার্থনা পোষণ করেন পরম বৈষ্ণব
পাগল ভাইকে ভাই প্রথমেই দোষ
ধরেনা,—চিকিৎসা করে, না করিয়া রোষ
ভগবতধর্ম্মী ভগবতরসাস্বাদ অধিকারী
ত্যাগদ্বারা ফেলেন সংসার জয় করি
অমৃতের অধিকারী যেই মহাভাগ
তার জন্য বিধান ত্যাগ সর্ব্ব ত্যাগ

প্রভুর বিশেষ কৃপা চাহিলে এ ভবে
দেহমনেন্দ্রিয় সুখ ছাড়িতেই হবে
পুত্রবিত্ত অতিপ্রিয় সম্মানাদি সব
গৃহ যশ খ্যাতি যত ঐহিক বৈভব
ঐহিক সুখলোলুপ ভজনাস্বাদহীন
ঐজন্য কলহকারী বা দুঃখে মলিন
সর্ব্বস্ব দদায় তারে সব দান করি
যাত্রা করিবেন ভক্ত লইয়া ফকিরি
ধর্ম্মহীন যারা পশুর সমান
কেড়ে লয় পরের ন্যায্য অর্থ বিত্তমান
বর্ণধর্ম্মে নিজ ন্যায্যপ্রাপ্য বিত্তমান
অর্জ্জন সম্ভোগ চেষ্টা স্বধর্ম্মবিধান
অন্যে যদি চাহা কর্ত্তে অধিকার
প্রতিকারই,—স্বধর্ম্ম বিধান তাহার
ভাগবত ধর্ম্মে ভক্তিরসিকের জন্য
সে বিধান নাই তার সর্ব্বস্বত্যাগ ধর্ম্ম
নীচেও অপমান কৈলে যে বলে হে ভাই
তুমি বড় ভাই আমি পদধুলী চাই
ক্রুটী দেখি যে কেউ বলুক কর্কশবচন
যে বলে শোধিবেন এরূপ করিয়া শাসন
রূঢ় ব্যবহার পেয়ে যেই বলে ভাই
নির্দ্দয় হও না কড়যোড়ে এই চাই
অমানী এরূপ দেয় যে মান দান করি
তৎসহ লাগে কি কারু প্রাধান্য মারামারি

নিজ অহমিকাকে ধূলিতে মিশালে
সকলের কাছে নিজকে সেবক ভাবিলে
জগতের হৃদয় করে সেই জয়
হিংস্রকেরও হিংসা তার কাছে না স্ফুরয়
তথাপি কেউ তাতে যখন করে অত্যাচার
সদ্য সদ্য প্রভু তার করেন প্রতিকার
ঐহিকের দিক দিয়া সকল সময়
নিঃস্ব, নাহং হওয়া চেষ্টাতে সে রয়—
আমিত্ব স্বামিত্ব স্বত্ব ঐহিক কিছুতে
যাতে না হয় এই তার সাধন জগতে
পার্থিব সৌভাগ্য সুখ সম্মান ও জয়
বিষয়রসিক জন্য ভক্তের জন্য নয়
ন্যায়বাটোয়ার রাজ্য ইহাকি উচিত
এক ব্যক্তির হইবে দু'দিকেই জিত
একে লবেন ঐহিকসুখ, আধ্যাত্মিক অন্যেরা
এরূপে দুভাই জন্য রাজ্য বাটোয়ারা
বিধির বিধান এই মনেতে রাখিয়া
চলিতে হবে ভক্তের সকল ছাড়িয়া
আমি ঈশ্বরপথিক কত ভাগ্যবান
যে বস্তু পেয়েছি তাহা অমৃত মহান
লোককৃত ; নিজোপরি সামান্য আঘাত
কি জন্য কেকরে এসবের প্রতিবাদ৹
দেবসুদুর্ল্লভ ধন পেয়ে নিজকে ভবে
ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান ভেবে

যারা ভবে মত্ত ক্ষুদ্র অণিত্য লইয়া
দুঃখময় ভবমরু মাঝারে পড়িয়া
জ্ঞানি তাদের আঘাত দেননা সহজে
ক্ষমা করি নিজ পথে চ'লে যান নিজে
যারা ধনমান বই জানে না অন্য সুখ
উদারতা প্রীতিপ্রাণে নহে পরিস্ফুট
তারাই দরিদ্র লোভী করিবে উৎপাৎ
প্রলোভন আসিলে পাপ করিবে হঠাৎ
ধনমান লাগি প্রাণ হাহাকার করে
ঐহিক সুখলোভান্ধ বেচারা কি করে
ছোট ভাইর মধ্যে যে লোভী দুষ্ট ছেলে
কাড়াকাড়ি চুরী করিয়া কৌশলে
নেয় খায় তব ধন,—তাহার উপরে
বিচারশুন্য বিদ্বেষ কি তব হতে পারে ?
বরং নিজে ভাল না খাইয়া না পরিয়া
অলোভী সন্তানগনে কিছু কম দিয়া
বড় ভাগ তারে দাও এই ব্যবহার
সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় তার
ঐহিক সুখ বাটোয়ারায় সমান কাড়াকাড়ি
ভক্তেরকি খাটে এই সব মারামারি
যাহারা তাদের মত লোভী সুদরিদ্র
তাহারা করুক গিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব
দরিদ্র কাহারে বলে ? পরাণ যাহার
ধন চাই মান চাই করে হাহাকার

প্রেমের বিচার মাতা দয়ার বিচার
বিনা প্রেমময়ে কি হয় সাক্ষ্যাৎকার
অবস্থানুসারে মাতা ব্যবস্থা তাঁহার
পদে পদে চাবে কি-মা ন্যায়ের বিচার
মহাপ্রাণ ভগবান জননী সবার
বিশ্বমুখী বিশ্বপ্রসারিত হৃদি তাঁর
তাহার সহানুভূতি ব্যবস্থা বিচার
আমাদের ক্ষুদ্রপ্রেম জ্ঞান অগোচর
উচ্চরসআস্বাদন না জাগে যাবত
ভোগালিপ্সু রা প্রলোভনে পড়িবে তাবত
তাতে ত্রুটী হয় যদি তুই একবার
সঙ্গে সঙ্গে কেন দণ্ড হয় না তাহার
এজন্য অধীর হই যদি দেখি পুনঃ
ধনে মানে শ্রীসম্পন্ন হইল সেজন
তবে মোরা একেবারে ধৈর্য্য হারাইয়া
ঈশ্বর বিচারহীন বেড়াই গাইয়া
বুঝিতে পারিনা মোরা তিনি জগন্মাতা
তাঁর দানে ব্যবহারে সদাই সমতা
ধীরভাবে ভাবিলে দেখা যায় প্রায়
অনেক জিনিষ প্রভু দিছেন আমায়
সুন্দর ও সুখকর ; যা' নাই ওদের
সেসবওতো তাঁরি দেওয়া তাঁরি ভাণ্ডারের ?
কারে ঐহিক বড় করেন কারে মানসিক
কারেও বা করুণা করেন আধ্যাত্মিক

মা যবে আসেন খাদ্য পরিবেশনেতে
খাদ্যের বড় ভাগ দেন লোভীপুত্র পাতে
লোভ লাগি যদি অল্প দোষ করে থাকে
প্রায়ই করিয়া ক্ষমা বেশী দেন তাকে
তাহা দেখি হিংসাবশে যদি অন্যছেলে
আপত্তি করিয়া উঠে মা তাহাকে বলে
সেকি কথা ? তো হইতে খাবার জিনিষ
বেশী দিলে ওরে, কেন অমন করিস্ ?
একি হিংসা ! আমি ইহা ভাল নাহি বাসি
তোরে অন্য জিনিষ কি দেইনিকো বেশী ?
মৃদুভর্ৎসনায় দেন করিয়া নীরব
ঐহিক জননী প্রেমে দেখছি এসব
আমাদের যে আছে কত দোষ দুর্ব্বলতা
তুলাদণ্ডে বিচার কি করিবে জগন্মাতা ?
পদে পদে বিচার যদি খোঁজ দেখ
মাকি দণ্ডধারী প্রেমহীন বিচারক ?
ধনীর বাগানে সুরসাল ফল হেরি
ভিখারীর জিভে জল আসি কৈল চুরী
কয়েকটী ফল ; বস্ আর কোথা যায়
তখনি পুলিশ আসি ধরিল তাহায়
রয়েছেন বিচারক ন্যায়বিচার তাই
তৎক্ষণাৎ জেল হ'ল আর কথা নাই
তাঁহাকেও এইরূপ বিচারক বানাই ?
মাতৃত্ব পিতৃত্ব তাঁর বাদ দিতে চাই ?

তিনি বিচারক হ'লে কারু নাই উপায় ?
মোদের কি ভুলক্রুটী দুর্ব্বলতা নাই ?
জগন্মাতা কি বিচারক গবর্ণমেণ্টস্বরূপ
এ প্রার্থনা যাতে নিজেও না হই ওরূপ
অজ্ঞান অশিক্ষিত কলির দুর্ব্বল জীবের
ভুলক্রুটী অপূর্ণতা দুর্ব্বলচিত্তের
বুঝিয়া বিচার,—করেন তিনি জগন্মাতা
মোদের দয়া, প্রেম, জ্ঞান, সবই ক্ষুদ্রতা
অতি-ক্ষুদ্র-জ্ঞান, নাই দৃষ্টির প্রসার
মোরা কি বুঝিব ?—তাঁর কাজ ও বিচার ?
গণ্ডীগতপ্রেম আর গণ্ডীগতজ্ঞান
এনিয়া বুঝিব তাঁর আশয় মহান ?
মোদের আপন বুদ্ধি দেহেন্দ্রিয়গত
অথবা অনেকজোর স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্ত
তিনি সর্ব্বাত্মা সবার মাতা এ বিশ্বাস জ্ঞান
পর নয় কেহ,—সবে আত্মীয় আপন
নাই এইসব বোধ অথবা বিশ্বাস
তাঁহার বিচার করি অতি উপহাস
জন্মজন্মান্তর আর ইহপরকাল
কত কি রহস্য ; সেই জ্ঞান দূরে থাক
সামান্য ঐহিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই যার
আমরা বিচার করি তাঁর ব্যবস্থার
ধনেমানে সুখবেধে তাই সদা খুঁজি
এহ'তে কি শান্তিপ্রদ বড় নাহি বুঝি

কে ঐশ্বর্য্যে ছোটবড় করিয়া বিচার
আমরা বিচার করি তাঁর ব্যবস্থার
প্রভুইতো দেখায়েছেন যারা মমাশ্রিত
কলহ শত্রুতা নয় প্রথমে উচিত
শত্রুতায় বহু শক্তিক্ষয় দুরভোগ
একের দোষেতে ক্লেশ পায় বহুলোক
কৃষ্ণপরিচালিত আশ্রিত স্বজন
পাণ্ডবগণের কথা করহ স্মরণ
ভীষণ শত্রুতাকারী জ্ঞাতিদের দোষ
উপেখা করিয়া আর না করিয়া রোষ
অনেক সহিয়া আর অনেক ক্ষমিয়া
সৌহৃদ্য করার বহু উপায় করিয়া
প্রভু কৃষ্ণরায় মোর কৌরব সভাতে
পাঁচখানা গ্রাম ভিক্ষা গেলেন মাগিতে
মাতা গান্ধারীর স্নেহ রোদনকাতর
বৃদ্ধ অন্ধ পিতার অনুনয় করযোড়
ভীষ্ম আর বিদুরাদি মহতআদেশ
নারদ ব্যাসাদি মুনিগণ উপদেশ
যুধিষ্ঠিরের অহিংস—প্রীতি ব্যবহার
গন্ধর্ব্বসঙ্কটে তাদের কৃত উপকার
সব বিফল,—দিবে দূরে থাক পাঁচগ্রাম
সদাচেষ্ট নাশিতে সে পাণ্ডব পরাণ
তাই তথা দর্প পাপ দেখি পরিপূর্ণ,
দণ্ড আজ্ঞা দিলেন সর্ব্বহিত জন্য

স্থানবিশেষে কোমল ও সুখদায়ক স্থানবিশেষে কঠোর ও আঘাতদায়ক ব্যবহারই দয়া। দয়াপ্রসূতকার্য্যের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ থাকা সম্ভব নহে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মহাবীর পার্থ
পিতৃতুল্য ভীষ্মদ্রোণে দেখি নিজ বধ্য।
স্নেহ ভক্তি প্রেম ও দয়ার ভাজন
অসংখ্য আত্মীয় বন্ধু সুহৃৎ-স্বজন
দ্রৌপদী, ভদ্রার সুকুমার পুত্রগণ
ইহাদের বলিদান নিশ্চিত মরণ
দেখিয়া উঠিল প্রাণ কাঁপিয়া কাঁদিয়া
কৃষ্ণ যুদ্ধে কাজ নাই যাই হে চলিয়া
এদের নিধন আমি কেমনে দেখিব
ছিন্নমুণ্ড নিজ হাতে কেমনে করিব?
কাজ নাই রাজ্য আর, কাজ নাই ধনে
ইহারা বাঁচিলে আমি সুখী হব বনে
অধর্ম্ম কি হইবে না—তেজি দয়ামায়া
অধর্ম্ম কি হইবে না এদের বধিয়া
জলদগম্ভীর স্বরে প্রভু কন "পার্থ!
ভুলে গেছ ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের অর্থ,
আত্মীয়বিয়োগ শোকমায়াচ্ছন্ন মন
পুণ্যে পাপ পাপে পুণ্যে জনমায় ভ্রম
হে পার্থ—কৌরব আর তার বন্ধুগণ
রাজন্যবর্গের দর্প ষোলআনা পূর্ণ
হেন পাপযুদ্ধে দলবদ্ধ সেকারণ
পাপ দর্প অসুরত্ব মাত্রা পরিপূর্ণ
এদের দমিত আর কতক বিনাশ
বিনা হইবেনা—এদের জ্ঞানের প্রকাশ

ছেড়ে দিলে দর্প এদের আরও বাড়িবে
ধরাময় অত্যাচার করি বেড়াইবে
দস্যুবৎ তোমাদের সব করিয়া হরণ
পিপীলিকামত চায় বধিতে জীবন
নিরপরাধী নিজ কুলের ললনা
সভামধ্যে করে যারা ঘৃণিত লাঞ্ছনা
কাল তারা সমস্ত পৃথিবী লাভ জন্য
করিবে মানব রক্তে ধরণী প্লাবন
নারীগণে অত্যাচার ;—এদের নিধণে
বাঁচিবে—অনেক বেশী মানুষ জীবনে
মানের লাগিয়া যদি আমি বলিতাম
দ্রৌপদী উলঙ্গ কালে—যুদ্ধাজ্ঞা দিতাম
ব্যক্তিগত রাজ্যলাভ জন্য বলিতাম
পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা—নাহি চাহিতাম
প্রধানতঃ জগতের রক্ষা, শিক্ষাজন্য
আনিয়াছি এই যুদ্ধে ধর্ম্মের কারণ
ত্যাগ তপস্যার ক্ষেত্রে দাঁড়ায়েছ বীর
আত্ম-দুঃখ শোকভয়ে হওনা অধীর
অধর্ম্মআশ্রয় আর সহায়তা করি
কিম্বা ধর্ম্মস্থাপন পথবিঘ্নকারী
যদি হয় পুত্র কন্যা কণ্টকের মত
তুলিয়া ফেলিবে তাকে নির্দ্দয়ের মত
পালিতে ভগবৎআজ্ঞা, জগত কল্যাণ
শত্রুসহ, তোমাদের পুত্রদের বলিদান

লোকহিতার্থে শ্রীরাম সীতা সহ, কৃষ্ণ গোপীগণ সহ, গৌর প্রিয়াজী সহ, বুদ্ধদেব গোপাজী সহ, চিরবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। একান্ত প্রভুগত প্রাণা পরাশক্তিগণ সেই কোটী শেলাঘাত তুল্য, প্রভুর বিরহ দুঃখকে প্রভুর মনঃশান্তির জন্য নিঃশব্দ অপ্রতিবাদে বহন করিয়া, পরলোকে প্রভুর সহ মিলন আশাতে, প্রভুধ্যানে জীবন পাত করিয়া গেলেন।

হ'তে পারে, কিন্তু বীর হৃদয় কোমল
হ'লেও পালেন কঠোরকর্ত্তব্য সকল
তুমি কি ভাবিছ যে কোমল ব্যবহার
তারই নাম দয়ামায়া ? যাহাতে তোমার
প্রিয়ের কল্যাণ হয়—জগতকল্যাণ
নির্দ্দয়তা হ'লেও তা কোরো ধর্ম্ম জ্ঞান
তুমি কি জাননা আমি রাম অবতারে
পতিপ্রাণা কুসুমকোমলা জানকীরে
জগৎকল্যাণ লাগি ত্যাগ করিলাম
শেলবিদ্ধ হয়নি কি তাতে মোর প্রাণ
সত্যের পালন লাগি ধর্ম্মের স্থাপন
বৃদ্ধবাপ দশরথের ঘটালাম মরণ
তুমিকি দেখনা আমি ব্রজবাসীগণ
ত্যজিয়া এসেছি বিশ্বকল্যাণ কারণ
আমি আর যারা, পরাশকতি আমার
বিশ্বহিতে করি ঘোর দুঃখকে স্বীকার
বুদ্ধ অবতারে আমি পতিপ্রাণাসতি
পুত্রপ্রাণ বৃদ্ধ পিতা ত্যাজীহব যতী
বিশ্বের কল্যাণতরে গোরাঅবতারে
জরাতুরা বৃদ্ধামাতা আর প্রিয়াজীরে
কত দুঃখ দিয়া যাব জগত্রাণ লাগি
দেখ আমি লোকহীতে কি ভীষণত্যাগী

যীশু অবতারে আমি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া
জিব পাপপ্রায়শ্চিত্ত যাইব ভুগিয়া
বিনাশ বিনাশবল কিসের বিনাশ
চিররক্ষাকর্ত্তা ভগবানে অবিশ্বাস ?
মরণ বলিছ পার্থ ! কিসের মরণ
পুরাতনগৃহ ত্যাজি নূতনে গমন
দেহবীর মনোবীর তুমি সবিশেষ
সহিতে সক্ষম যুদ্ধআর শোক ক্লেশ
ততখানি বোঝা দেই (যে) যত শক্তিমান
শক্তিমানের জন্য কঠোর কর্ত্তব্য বিধান
দর্পনাশ মম কার্য্যে সহায়ক হও
পুত্র মিত্র বলিদাও শোক দুঃখ সও
তবযুদ্ধত্যাগ পরধরমগ্রহণ
বীর হয়ে দুর্ব্বলের মত আচরণ
কৌরবউপর হিংসাদ্বেষ না করিয়া
রাজ্যলোভ, শোকভয় এভাব তাড়াইয়া
শুধু ভগবৎকাজ জগতকল্যাণ
এ আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ কৈলে, পাবে ভগবান

১৩

এই উপদেশও এই অনুভূতি পাইয়া
জ্ঞান ভক্তি বলে পার্থ বাধিলেন হিয়া
যেখানে যা খাটে,—যত্ন সেবা আলিঙ্গন
কিম্বা কভূ আঘাত ও কঠোরপীড়ন

গৌর বলিলেন,—ক্ষুদ্র জীবে লয় সন্ন্যাস
শেষে ইন্দ্রিয় তাড়নে, করে স্ত্রী সন্তান
মনে মুখে কাজে একরূপ হয়
নিজ অবস্থা যোগ্য,—ব্যবস্থা যে লয়
সেই অকপট, তার হবে হিত
পরানুকরণে বিনাশ নিশ্চিত

দুইই ত্যাগ দুইই ধর্ম্ম দুইই স্বার্থ নাশ
দুইই ঈশ্বরের আজ্ঞা, প্রেমের প্রকাশ
প্রয়োজন মত দুইই করিবে সাধন
কোনক্ষেত্রে মোহ যেন না করে গ্রহণ
এই উপদেশে মোরা আরো পাই শিক্ষা
স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম করিতে পরীক্ষা
কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে মোরা পদার্পন করি
শক্তিমত ত্যাগ ও কর্ম্ম নাহি করি
ক্লেশভয়ে যদ্যাপি করি পলায়ন
তবে হয় পরধর্ম্ম দুর্ব্বলাচরণ
কিম্বা কোন মোহে শক্তির অধিক আচরণ
বড় বড় সাধকের কার্য্যানুকরণ
করি যদি এ দুইই,—প্রভূর বারণ
পরধর্ম্ম সর্ব্বদাই অতীবভীষণ
যেশক্তি দিছেন প্রভু তাহা খাটাইয়া
আর বেশী শক্তির তরে তাঁর মুখ চাইয়া
শক্তি উচিত কর্ত্তব্য নিষ্ঠাই,—স্বধর্ম্ম পালন
ক্রমোন্নতী তারই হবে বিধাতা নিয়ম
কেহ কেহ দেখি সাধন ও কর্ত্তব্য জন্য
প্রিয়জনে কষ্ট দিতে চাননা সামান্য
(বলেন) নির্দ্দয় হ'য়ে কিবা ধর্ম্ম হবে
শাস্ত্রাজ্ঞা প্রাণীকে কোন উদ্বেগ না দিবে

এই এক মোহ অধর্ম্মেতে ধর্ম্মভ্রম
আত্মীয়ে দিবেনা কষ্ট আত্মসুখ জন্য
কিন্তু ভগবদাজ্ঞা বেলা সেই কথা নয়
কঠোর কঠোরতর হবে সে সময়
তদাজ্ঞা না পালি,—যিনি ক্রুশবিদ্ধত্যাগী
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া দিব আত্মীয়সুখ লাগি
হোকনা একটু ক্লেশ তদাজ্ঞাপালন
কর্ত্তব্য ; মহৎপাপ অন্যথাচরণ
সাধন ও লোকহিত ও আত্মীয় সেবা
দুই দিক ষোলআনা পারিয়াছে কেবা ?
নিজ পরিবারের ষোলআনা সুখ
পুরাতে গেলে কি নাশা যায় পরদুঃখ ?
পরম কর্ত্তব্য যদি আত্মীয়সেবন
তুচ্ছ কর্ত্তব্য কি ভাই আত্মানুসন্ধান ?
কেন গোপীগণ কোলের শিশুদের ফেলি
টানদিয়া,—যখন তখন যেত চলি
কেন শ্রীম্যাডাম গেঁও শ্রীএলিজাবেথ্
পরহস্তে ছেলে ফেলি গেল জন্মের মত
কত ভক্তগণ পিতামাতা পত্নী পুত্র
তেজিয়া চলিয়া যায় জনমের মত
একটীও সাধু দেখি নাই শুনি নাই
ধর্ম্মজন্য কারু কিছু কষ্ট দেয় নাই
প্রত্যেক জীবন দিয়া প্রমান করিব
তবে কি তাঁদের পাপী নির্দ্দয় বলিব

রামকৃষ্ণ পদাশ্রিত হরিশকে ডাকি
ঠাকুর বলিলেন ওরে, শুনিতেছি একি
দেখা নাকি দিসনা যুবতী পত্নিরে
মর্ম্মাহত দুঃখীত করিয়া তাহারে
নির্দ্দয় হইয়া ধর্ম্ম হয়কি সাধন
উত্তরে হরিশ এক অপূর্ব্ব বচন
ঠাকুর ! এখানে দয়া প্রকাশ অসঙ্গত
এদয়ায় হারাতে হয় ভগবৎপথ
হয়েছে তার এক পুত্র অন্নের সংস্থান
ইহার অধিক আমি করিতে অক্ষম
ঈশ্বরলাভাধিকারীর এ দয়া ধর্ম্ম নয়
শুনি রামকৃষ্ণদেব সন্তোষহৃদয়
ভক্ত ত্যাজিলেও প্রভু প্রেমের সাগর
মরিতে দেয়না তাদের রাখে নিরন্তর
কিন্তু রামকৃষ্ণদেব প্রতাপহাজরারে
নিন্দা করিতেন তুমি আত্মসুখতরে
খাটুনির ভয়ে ভা'ল সেবার লাগিয়া
সম্মানের লোভে করে জপমালা নিয়া
এখানে পড়িয়া কেন সাধক সাজিয়া
বাড়ীতে জননী স্ত্রী ও পুত্রে কষ্ট দিয়া
কথা এই, সংসার ও ধর্ম্ম সমান বজায়
প্রভূ যা পারেননি তা নয় সম্ভব ধরায়
ক্ষমা করিয়া ধৃষ্টতা দাওগো মা কোল
বলিনা কত কিছু আবোল তাবোল

যে কটি প্রশ্ন তুমি করিলে আমারে
আমার মত সবই আছে ইহার ভিতরে
মোর বুদ্ধি অনুযায়ী দিলাম উত্তর
ঠিক কি বেঠিক তুমি বিবেচনা কর
নির্ভুল সিদ্ধান্তবুদ্ধি আমার কাজেই
মান,—ইহা বলিবার ধৃষ্টতা মোর নেই
এপর্য্যন্ত স্থিরকর্ণ মন হয়ে মাতা
শুনিছেন এবে যেন জাগিয়ে চকিতা
উঠিয়া আমায় করি গাঢ়আলিঙ্গন
বলিলেন প্রেমকণ্ঠে সজলনয়ন
তবে নাকি মা আমার মহামুর্খ তুই
নিতাই নাকি মা তোরে বুঝায়নি কিছুই
কি আনন্দ দিলি যে মা বলিব কি করে
আনিলি প্রাণের কথা টানিয়া বাহিরে
এখন প্রাণের প্রাণ গোপালের আমার
গুণ কিছু ব'লে কর কথোপসংহার
বলিলাম মাতা তুমি গোপালের গুণ
শুনিতে কি চাও বাল্যলীলার বর্ণন
পারিনা'তা যা বলিব আশা করি তুমি
তাতেও আনন্দ পাবে হলেও জননী
মাতা নন্দগৃহিনীর ভাবের নিকটে
বালকলীলা বর্ণনা ছাড়া নাহি খাটে
কিন্তু মা রোহিণী যিনি অপর জননী
শ্যামে দেখি অষ্টরূপ বর্ণনাকারিনী

প্রেম, প্রেম, সকলেই বলে জগৎ প্রেমেতে ভরা
লোকে ভাবে আমি প্রেমিক, আমার মাথায় প্রেম পসরা
যত কবিকুল আসক্তি মোহকে, বিচিত্র বর্ণনা করি
প্রেমের মহান্ নাম ছাপ দিয়া জগতে দেখায় ধরি
প্রেমরূপবস্তু শ্রীকৃষ্ণেতে দেখি, জীবন্ত রূপ কায়া
একনিষ্ঠ পতি, সতী, আর মায়ে, তাঁরই ক্ষীণতম ছায়া

দ্বারকাতে মা রোহিণী রাসলীলা বক্তা
মহিষীরগণ, সব তাঁর প্রিয় শ্রোতা
নব জলধর শ্যাম পীতাম্বর
বাঁশী সুদর্শন ধারী
সর্ব্ববিধ রূপ রস গুণনিধি
জগজন মনোহারী
বঙ্কিমঠাম কুসুমভূষণ
সেই যে রাখালভূপ
ব্রজ বিপিনের কিশোরমুরতী
ভূতলে অতুলরূপ
প্রৌঢ় বয়সে শ্যাম মুরারি
বরণ চিকণকালা
সাগরের কুলে বসিয়া বিরলে
নাচিছে লহরীমালা
কিবা মনোহর ললিত সুন্দর
পরানমনমোহন
চারুকেশপাশ মধুর সুহাস
নাসিকার সুগঠন
জোড়া ভ্রূযুগল করুণাকোমল
দুইটি কমল আঁখি

নানা ভাব পূর্ণ চাহনী নয়নে
আহা মরি দেখ সখী
কি ভাবিছেন মনে বসি নিরজনে
শ্রীমুখে তাহার লেখা
সুন্দরললাটে গভীর চিন্তার
পড়েছে কুঞ্চিত রেখা
ভারতকল্যাণ ভারতের ত্রাণ
ভাবিতেছেন নীরবে
দুষ্ট দমন সাধুপরিত্রান
ধর্ম্মস্থাপন কিসে হবে
দীর্ঘ ভুবাহু দৃঢ় ও ললিত
শরীরের সুগঠন
বক্ষ সুবিশাল উপহাসে কাল
অনন্ত প্রেমের স্থান
দুর্ব্বলআশ্রয় ভীত জনের ভয়
বিপদ ত্রাণের মূর্ত্তি,
বিশ্বহিতৈষী স্বার্থগন্ধহীন
জগতকল্যাণ ব্রতী
বিশ্ব পিতা ঐ নহে কি বসিয়া
সন্তান কল্যাণে প্রভু
কর্ম্মে সদারত নিজ স্বার্থসুখ
আশালেশ নাই তবু
গৃহস্থ সংসারী দেখে কি ভাবিছ
সন্ন্যাসী নহেন উনি

আত্মারম তাঁয়, সুখের অভাব, প্রয়োজন না থাকুক
জীব প্রয়োজনে, তাঁর প্রয়োজন, জীব সুখে তাঁর সুখ
গীতায় বলেন কর্ম্মে মোর কোন নাই স্বার্থ প্রয়োজন
জীবসুখ চাই, জীব প্রয়োজনে. কর্ম্ম করি অগনন
প্রেমনামক অপরূপ ভাব, 'প'ই আশ্রয় তার
পর তৃপ্তিতে তৃপ্তি ভিন্ন, নাহি আত্মসুখ আর

সর্ব্বকর্ম্ম যার পরহিত তরে
সেই ত্যাগী শিরোমনি
ভোগবিলাস যাহা লয়েছেন
তার চেয়ে বহুগুণে
দুঃখভোগ উনি স্বেচ্ছায় করিয়া
নিলেন লোক কারণে
উনিই জীবনে রাস হতে ক্রুশে
ছুটিতেন মুহুর্মুহু
রাসের বিলাস ক্রুশবৎ ক্লেশে
ভ্রূক্ষেপ ছিলোনা কভু
দুর্ব্বলের ত্রাণে দর্পিতদমনে
নিয়ত যুদ্ধাদি জন্য
সর্ব্বদুঃখসহ নীলোৎপলদেহে
শুকাতোনা ক্ষতচিহ্ন
প্রতি ঘরে ঘরে গোপ গোপীনীর
পরম সোহাগ স্নেহ
ক্ষীরসরননী আশীর্ব্বাদবাণী
সাদরে পালিত দেহ
নবীন যৌবনে কিশোরীগণের
প্রাণঢালা প্রেমাস্বাদ

যমুনা পুলিন পাপিয়ার তান
শারদপূর্ণিমারাত
মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া সমান আনন্দে
ছুটিয়া গেলেন কোথা
ভীষণ মগধসমরআহবে
জরাসন্ধ বীর যথা
মগধরাজন বীর সেনাগণ
অগণিত পঙ্গপাল
রক্তবীজ সম বিনাশ না হয়
অজের সাক্ষাত কাল
অসি ঝন ঝন অস্ত্র বরিষণ
বৃষ্টি সম পড়ে গায়
চিন্তা উপবাস কত বর্ষ মাস
এই ভাবে কেটে যায়
চতুর্দ্দিকে শত্রু আব ষড়যন্ত্র
নিদ্রাদেবী পলায়ন
মৃত্যু পদে পদে অতীবআনন্দে
কাটালেন সে জীবন
কিসের লাগিয়া ব্রজ কাঁদাইয়া
সহিয়া দারুণ ব্যথা
ব্রজের দুলাল জনমের মত
চলিয়া গেলেন তথা
কংসাদি কর্ত্তৃক ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত
বহু সুখে বহু লোক

প্রিয় যদি হয় স্থাবর পদার্থ পশু কীটবৎ হীন
অশুভ ভীষণ, বিভীষিকাময় প্রেমের না রহে চিন
প্রিয় যদি হয়, অসৎ অসতী, গুণহীন রূপশূণ্য
পীড়িত, গলিত, যাতনাদায়ক, ভার, বোঝা, অকর্ম্মণ্য
তখন প্রেমের মিলে নাকো দেখা,—বলিহারী যায় এত
প্রেমধন কিন্তু, স্থির, নিরঞ্জন অভয় অব্যয় নিত্য

ছারখার হৈয়া জীয়তে মরিয়া
পাইতেছে দুঃখ শোক
স্বধর্ম্মপালনবিঘ্ন নাশি দিলেন
দুঃখীরে সুখের দিন
শ্রীকৃষ্ণলীলায় সন্ন্যাসাদি নাই
যে বলে সে বুদ্ধিহীন
এমন জননী পিতা প্রণয়িনী
এত বেশী প্রেম স্নেহ
ব্রজ ছাড়া তার কোথা জুটে নাই
তথাপি তেজিলা সেহ
একটি জননী পিতা প্রণয়িনী
স্নেহ সুখ গৃহ সুখ
ইহাই ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া
কঠোর করয়ে লোক
শত গৃহ সুখ শত পিতা বন্ধু
শত মাতা প্রনয়িণী
ছাড়িয়া গেলেন মরণের মুখে
সেই ন্যাসীশিরোমনী
দ্বারকাবিলাস সুখভোগ যহা
কখনোবা তাতে রত

কখনোবা তাহা ছাড়ি যান চলি
করিতে সারথ্য দৌত্য
কুরুক্ষেত্রে যান যথায় ভীষণ
দুঃখ শোক প্রাণভয়
সব দুঃখক্লেশে দেহমন তাঁর
আনন্দে পূর্ণিত রয়
যখন যে সাজে যে অবস্থা মাঝে
পরবেশ হইতেন
তদানুষঙ্গিক সুখ দুঃখ তাকে
তৃণ জ্ঞান করিতেন
ব্রজে শত শত তরুণী নিকট
নির্ব্বিকার ব্রহ্মচারী
ভাগবতে দেখি উদ্ধরেতা হয়ে
বিহার করিলেন হরি
ইহার রহস্য বুঝিতে অবশ্য
মনে ধাঁধা লেগে যায়
রাস আর ক্রুশে নির্ব্বিকার ভাবে
কিরূপে কাটান যায়
তরুণীগণে ও ভীষণ মরণে
কেমন বীরের মত
আলিঙ্গন কৈলেন সেই গুণমনি
ভয় কাম বিবর্জ্জিত
সমান আনন্দ রাসে আর ক্রুশে
কিরূপে লোকের হয়

পূর্ব্বে যতগুলি দোষ ও অভাব, বলা গেছে,—সবই তার
জীবমোদের আছে, তবু ভগবানের বহিছে প্রেমের ধার
সেই প্রভুর প্রেম আমাদের কভু তিলেক নাহিক ছাড়ে
সুখ দুঃখ দিয়া কল্যাণ সাধনে রত,—অনন্ত প্রকারে
আত্ম প্রতিবিম্ব লয়ে খেলার মত খেলিলা ভাগবতে ক'ন
অর্থাৎ গোপীতে আত্মস্বরূপাংশ করে কৃষ্ণ দরশন

ইহার কারণ মোদের জাতীয়
সুখ দুঃখ তাঁর নয়
মোদের হইতে তাহার যে সুখ
স্বতন্ত্র রকম হয়
মোরা স্বার্থসুখী দুঃখ দেখিলেই
ত্যজ্য ভাবি পাই ভয়
তাহার যে হয় বিশ্বসুখে সুখ
সর্ব্বভূতে প্রেমময়
জীব সুখাকাঙ্খায় রাসে আর ক্রুশে
তাঁহার ছুটিতে হয়
মোদের আস্বাদ্য সুখ দুঃখ হ'তে
তাঁর প্রবল প্রেমসুখ
আর এক জাতীয় সেখানে পৌঁছেনা
এসকল সুখদুঃখ
পরীক্ষিততাই শুক গোস্বামীরে
পুছিলেন এরচন
পরস্ত্রীগ্রহণ কেন তাঁর এই
নিন্দনীয় আচরণ
শুককহিলেন কৃষ্ণভগবান
স্বার্থহীন তিনি

আত্মসুখ নাই যার আত্মসুখতরে
কর্ম্ম ও করেননা তিনি
বিশ্বসুখেসুখী বিশ্বপ্রেমিকেরা
লোকজনহীত জন্য
যাকিছু করেন তাই তাঁহাদের
হ'য়ে যায় মহা পুণ্য
কামনাশুন্যের জনহিততরে
কাহিনী গ্রহণও পুণ্য
পরস্ত্রীগ্রাহণ এই কথাটীও
নিতান্ত অর্থশুন্য
সর্ব্বভূতে উচ্চভাবে আত্ম্যদর্শী
ব্রজলীলায় ব্রজেশ্বর
থাকিতেন প্রভূ,—সেই অবস্থায়
গোপীতো তার নয় পর
জিজ্ঞাসিতে পার পরনারী নিলে
সমাজশৃঙ্খলা নাশ
কৃষ্ণ পুর্ণব্রহ্ম সবাইকি ব্রজে
করিত ইহা বিশ্বাস ?
যখন যখন গোপীনীরা তাঁর
সহিত মিলিত হ'তো
যোগমায়া দ্বারা ব্রজভূমি তিনি
করিতেন আচ্ছাদিত
স্বামীরা দেখিত স্ত্রীরা তাদের
রহিয়াছে নিজ ঘরে

প্রকৃত প্রেমের এও এক লক্ষণ এ প্রেমের প্রকাশ হ'তে
নরের রমণী নারীর পুরুষ চাই :—হেন নাই তাতে
কুৎসীৎ কুরূপা জরাজীর্ণ যুবা নর পশু নাই তায়
প্রিয়ের মাঝারে আপন আত্মারে প্রেমিক দেখিতে পায়
আত্ম অনুভূতি আত্ম দরশন যদি কারু হয় কোথা
স্বার্থগন্ধহীন সেবানন্দমিলে—প্রেম কি মুখের কথা

সমাজশৃঙ্খলা বিনাশ, বিবাদ
হ'তোনা ব্রজ ভিতরে
রসসিন্ধুমাঝে বিশ্ব আকর্ষিয়া
পার্থিব রূপরস
তুচ্ছকরাইয়া অনিত্য রসের
যন্ত্রণা করিতে নাশ
আর গোপিজন বাসনা পুরাতে
খেলিলেন প্রানারাম
আর সেই লীলায় চিরকাল জীবে
প্রবেশাধিকার দান
গোপী সুখ আর জীব সেবা সুখে
পরিপূর্ণ প্রাণ হরি
সেবাসুখী হৃদে নারীভোগসুখ
পৌছিবে কিরূপকরি
ক্রুশেও তাঁহার ঠিক এই ভাব
জিবহিত দেখিতৃপ্ত
তাই ক্রশ তিনি বরিয়ালয়েন
দুঃখেনন অভিভূত
সমস্ত জীবন লইলেন যত
অস্ত্রাঘাত দেহমাঝে

যীশুর দিনেক ক্রশ সেই দুঃখ
কমই তাহার কাছে
দেখাইলেন প্রভু ইহপরলোকের
দুঃখনাশ সুখলাভ
মোর সুখ নয় তাতে বর্ত্তমান
মোর হয় অন্তভাব
বিশ্বসুখের মাঝে মোর সুখ
পৃথক যে সুখ নাই
ঐ সুখ মোর এতই বৃহৎ
কিছুতে মোহিত নই
ঐসুখাকাঙ্খা নাচায় আমারে
লয়ে যায় সবখানে
ইহারই লাগিয়া এত নির্ব্বিকার
অনাশক্তি এ জীবনে
পলায়ন করি প্রাণে বেঁচে থাকা
উত্তম সন্ন্যাস নয়
ভিতরেতে এক অবস্থা বিশেষ
যতনে জাগাতে হয়
যে ভাব জাগিলে কামিনি কাঞ্চণ
সুখ দুঃখ প্রলোভন
তৃণজ্ঞান হয় সেই সে সন্ন্যাস
সেই সে পরম ধন
সেই অবস্থার সাধক ;—হে ভাই !
কামিনী কাঞ্চন আদি—

ভক্তিমুগ্ধ,—সাধুজন, ভগবানের মহত্ত্ব করিয়া ধ্যান
গুণসুধাপানেই সন্তোষ চিত্ত,—তাহাকেও বলি কাম
প্রিয় সুখে সুখী নহে সে অবস্থা,—সুখী নিজ ভোগসুখে
নিজ মানসিক ভোগতন্ময়, প্রেম বলিব কা'কে
কোন স্বার্থে প্রেমীর প্রিয় নয় প্রিয়,—বাহ্যিক ও মানসিক
ভোগ সে চাহেনা,—সেবা চায়, প্রিয়ে দেখে কোটী প্রাণাধিক

মোহ জাগাইয়া তোমার সাধনা—
বিনাশ করয়ে যদি
"পালাও !"—তোমার উহাই কর্ত্তব্য
মোর পলায়ন নাই
দীপ্ত প্রেমানন্দ করতলে মোর
কেন পালাইব ; ভাই ?
মন তুমি ভালবাস মধুর রস
সে রসের পরকাশে
সুর নর মুনি ত্রিজগত উনি
মোহিয়াছিলেন রাসে
নাম নরোত্তম গুণ অগনন
গুণ ভালবাস মন ?
গুণে মোহিত ক্রীতদাস ওঁর
হতো গুণগ্রাহীজন
অলৌকিকশক্তি তাও মুহুঃর্মুহু
আছে প্রয়োজন মত
অলৌকিক আর ঐশ্বর্য্যপ্রিয়
জনগন পদানত
ভীষণ, অর্জ্জুন, শুক. নারদাদি
যারে দেখি হতজ্ঞান

আধ্যাত্মিকতায় সে যে কত বড়
কে করিবে পরিমাণ
দুইখানা গীতা শ্রীমুখ কথিতা
জ্ঞানের তরণী দুই
সব সম্প্রদায় ত্রাণ পেতে পারে
যাহার আশ্রয় লই
তখন ভারত ছিলনা এমন
বলহীন নির্জ্জীব
যত ক্ষত্রিয় তেজঃ বল প্রিয়
বল উপাসক সব
সেই সব জন বুঝিতে অক্ষম
আধ্যাত্মিক ভাব জ্ঞান
শৌর্য্যে বির্য্যে মোহিত হইয়া
তাহারা সপিল প্রাণ
কুব্জা চন্দ্রা বন্ধ ও দেহ—
ভোগও রমন আশে
চেয়েছিল তাই তাহাদের কাছে
পণ্ডিত রতি রসে
উমা ভালবাসে ভস্ম ভূষণ
রাধা ভালবাসেকালা
সহস্র লোচনই শচী ভালবাসে
বীর চাহে বীর বালা
গঙ্গা চায় শিবজটে বিহরিতে
ধরা বাসুকির ফনে

স্থাবর জঙ্গম পশুপাখী কীট মানব দেবদানব
কর্ম্মী জ্ঞানী মুনি ঋষি যোগী ধ্যানী ভক্ত সাধু সিদ্ধ সব
পৃথক পৃথক ভাব প্রত্যেকের, ভাবের পার্থক্য জন্য
অনন্ত কাম্য অনন্ত কাম প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন
ভাব ভেদে যেমন সুখ ভোগরস অনন্ত প্রকার রয়
সর্ব্ববিধ রস, তেমনি কৃষ্ণেতে পূর্ণ প্রকাশ হয়

আগুণে পবনে হরষে মিতালি
গুণী চায় গুণী জনে
যার যাতে কাম, যে যা ভালবাসে
তাই হ'য়ে তার কাছে
মোহিত করিয়া ;—টেনে নিতে হবে
তাই ওঁতে সব আছে
যজ্ঞ সভায় বিশ্বসমাজে
তাই যত বুধগণ
রাজা যুধিষ্ঠিরে বলিলেন ;—আগে
পূজ এঁর শ্রীচরণ
উপনিষদ বেদ বেদান্ত
মুরতি মন্ত যায়
তৃষিত চাতক যোগী মহান্ত
যা হ'তে তৃপ্তি পায়
ব্রহ্মজ্ঞানেতে কত বড় ইনি
কে করিবে সীমা তার
বিচিত্রতাময়, জীবনের মাঝে
সদানন্দ নির্ব্বিকার
রূপে, মহত্বে, জ্ঞানে, গুণে, বলে,
কল্পনাতীত যেই

প্রথম অর্ঘ্য মহারাজ তাকে
দিবে, এতে কথা নেই
আশ্চর্য্য ইহাই যে ভাবে কেননা
যে যে তাঁকে ভজেছিল
শেষকালে তার ব্রহ্মজ্ঞান প্রেম
আপনা আপনি হ'লো
তাই কাম দেখি হতাশ ও ভয়
পাওয়ায় কারণ নাই
কাম মন্ত্রে পূজিত হওয়ায়
লাগিয়া দাঁড়ায়ে ওই
জানে না কি প্রভু বাঁধা যে আমরা
বিবিধ কামের ফাসে
জনম জনম কত ঘুরিতেছি
নানা কাম তৃপ্তি আশে
অনিত্যের দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়ি
কখনো কিঞ্চিৎ পাই
মাথা ভেঙ্গে কভু রক্তাক্ত হইয়া
দুঃখ পেয়ে ম'রে যাই
নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সকল প্রকার
কামের পুরণ স্থান
বিশ্বসেবককে ঐ দেখ প্রত্যক্ষ
যাও কর আত্মদান
বহুক্ষণ পরে মা কাছে আসিলে
ছেলেরা ঘিরিয়া ধরে

জীব হৃদয়ে কাম আগুণের শত শিখা লেলিহান
রূপ রস ঐশ্বর্য্য কত কিযে, ভোগ্য চাহিতেছে অবিরাম
চিরকাল কি উহা মোদের তাঁহ'তে ঠেলিয়া দূরে রাখিবে
অনিত্যে চরাইয়া দুর্দ্দশা করিয়া নানা দুঃখ তাপ দিবে ?
কামও যেমন তাহার সৃষ্ট, তেমনই সে রসরাজ
সব ভোগ্য, সুখ, কাম্য আস্বাদ্য তাঁহাতে করে বিরাজ

সর্ব্ববিধকামীতৃপ্তিস্থান ;—দেখ,
সবে ঘিরিয়াছে তাঁরে
সন্তানেরে আজ সুখ ভোগ দিবে
যাবে চিরকামক্ষুধা
তাই রসরাজ মূরতি প্রকাশে
প্রেমের সাগর পিতা
সন্তানগণ খাইয়াই সুখী
প্রভু খাওয়াইয়া তৃপ্ত
প্রেমসেবারসে মগন শ্রীকৃষ্ণ
সুখে দুঃখে অনাসক্ত
সবে বলে কৃষ্ণ নিষ্কামপুরুষ
নিষ্কাম, দাতামূর্ত্তি
প্রেমের প্রবাহ হৃদয়ে বহিলে
নিষ্কামতা হয় স্ফূর্ত্তি
জনম, জনম, বহু জিনিষেরে আর
আর বহু বহু জনে
এ আসক্তি যোগে ভজনা করিয়া
দুঃখ পাই' দিনে দিনে
সুখভোগের স্থান এরা ঠিক নয়
শেষকালে বুঝি তাই

কাম আমাদের ঠীক স্থানে গিয়া
একদিনও পড়ে নাই
কামগায়ত্রীতে কামমন্ত্রে
ভজ ঐ প্রেম দেবতা
কামের সৃষ্টি সফল হইয়া
লভুক সার্থকতা ॥

মোর এক সাথী আছে যথা যাই মোর
কাছে ;—জানিতে চাহে সে, দেশের খবর
লিখে সই সেই দেশ লাগিছে কিরূপ
কাহারে পাইলে নিজ পছন্দানুরূপ
জানাইবে বিস্তৃত সংবাদ সমুদায়
গৃহস্থবৈষ্ণবী তাকে লিখি সে সময়
শুন সই মোর এক পুরবের কথা
কল্পনায় মনে উদয় হইত সর্ব্বদা
এরূপ আদর্শনারী, নহে সে সন্ন্যাসী
স্বামী পুত্র পরিজন সহ গৃহবাসী
দয়া মায়া স্নেহ আছে তাদেরো উপরে
বহুগুণে অনুরাগ অধিক, ঠাকুরে
ভগবৎ আলোচনায় জল আসে চোখে
হরেকৃষ্ণ হরিনাম লেগে আছে মুখে
সর্ব্বাঙ্গ শোভিত মালা তিলক চন্দনে
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপিছে বদনে
মধুরহাসিনী আর মধুরভাষিনী
দয়ার প্রতিমূর্ত্তি করুণারূপিণী

সর্ব্ব কামুকের তৃপ্তিস্থান সর্ব্ব রসের নিবাস বলে
বৈষ্ণব কৃষ্ণকে বলে রসরাজ, রসবৈসঃ বেদে বলে
যেমনই শ্রীকৃষ্ণ মহারসরাজ তেমনি প্রেম পাথার
সেই প্রেমবশে, নিজ সর্ব্বরসে জগসেবে অনিবার
কৃষ্ণ রসাস্বাদে আসক্ত মজিয়া, কৃষ্ণ ভজন প্রথা
তাই কৃষ্ণমন্ত্রের, কামমন্ত্র নাম, এতো অতি সোজা কথা
এই জগতের অধিক সাধকই কাম ভাবে তাঁকে ভজে
তাঁর ভাব নিয়া তাঁহার ভজনা ইহা কি প্রথমে বোঝে
কেহ তাঁর শক্তি, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে, রূপে, রসে কেহ গুণে
মুগ্ধ হইয়া, তদভোগ আশায়, নিমগন হয় ধ্যানে
প্রেম ও কামে অনেক তফাৎ, তবু কামযোগে ভজি
প্রেমময়ের দর্শনাদি নামের গুণে প্রেমে মন যায় মজি

সখী সঙ্গে মনোরঙ্গে ঠাকুর সম্মুখে
নৃত্যগীত বাদ্য ক'রে প্রীতি অনুরাগে
অন্নদানে অন্নপূর্ণা দীনের সেবিকা
স্নেহময়ী দয়াময়ী দীনের পালিকা
মোর মনোমত সেই আদর্শ রমণী
বরিসালে ছিল এক প্রাণের ভগিনী
তাই মোর কাছে এই গৃহস্থ বৈষ্ণবী
এই দেশের এক মনোহর ছবি

পূজোর ছুটী

কাশীর সাধকগণ

ইংরাজী সেপ্টেম্বর মাস তো দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত। ৺দুর্গা পূজার বন্ধ উপলক্ষে সবাই বাড়ী ঘরে বা চেঞ্জে বা বেড়াতে যাবে বলে পোঁটলা পুটলী বাঁধছে। আমার কর্ত্তামহাশয়ের এবার কাশী যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু আমার খোঁড়া পা-ই তাঁর প্রধান বিঘ্ন হলো।

কমাস যাবত আমার বাঁ পাটার উপর শ্রীযুত শনি মহারাজের দৃষ্টি পড়েছে, তাই শ্রাবণ মাসে কাঁচ বিধায় অপারেসনে ভুগলাম কিছুকাল। তাহা কমতেই এক নিদারুণ আছাড় খেয়ে সেই পাটাই ভাল রকমে ভেঙ্গে বসলুম। কাছারী বন্ধ হওয়ার সময় ত' আমার ভালরূপ হাঁটবার শক্তি নেই, কষ্টে কষ্টে দু'দশ পা চলি মাত্র। এ হেন খোঁড়া লোক নিয়ে বিদেশে যেতে উনি উৎসাহের পরিবর্ত্তে ভীতই হলেন অথচ একা একা চেঞ্জে বা তীর্থে গিয়ে উনি সুখী হন না। যা হোক আমিই সাহস করে বল্লুম যে, খোঁড়াতে খোঁড়াতেই যাব চলুন, ভয় কি? সেখানে গিয়েও এই সব ঔষধ পত্র ব্যবহার কর্ত্তে কর্ত্তেই পা সেরে যাবে।

আমার এ রকম সাহসের একটু কারণও আছে। কাশী ওঁর কাছে বিদেশ বটে, কিন্তু আমার স্বদেশ, জন্মভূমি ও বাল্য বাসভূমি। সেখানেই আমার পিতামহ আমায় গৌরীদান করেন ৯ বছর বয়সে, এখনো আগের 'চেনা শোনা পাড়াপ্রতিবেশী বাল্যবন্ধুরা সেখানে থাকেন। কাজেই নতুন জায়গা বলে আমার আশঙ্কার ভাব মোটেই আসে না, বরং মনে হয় যে নিজের দেশে বাড়ীতে যাচ্ছি।

২৮শে সেপ্টেম্বর বেনারস এক্সপ্রেসে রাত ৯টার সময় চড়বো বলে সন্ধ্যার সময় তো বাসা থেকে বেড়িয়ে পড়লুম। আসানসোলের আরও ২।১ জন ভদ্র পরিবার আছেন দেখলুম, তবে গাড়ীতে আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হলো না, হবার কথাও নয়। কারণ আমি গাড়ীতে চিরকাল থার্ডক্লাসেই চেপে থাকি।

আমাকে বছরে অন্ততঃ ৩।৪ বার রেলে যাতায়াত করতে হয়। এমনি ভগবানের ইচ্ছা যে, ঐ ২।১ দিন বা এক বেলার পথ যাত্রারও থার্ডক্লাসে চেপে গরীব দুঃখী ছোট লোক, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মুর্খদের সঙ্গী হওয়ার দরুণ আমি এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সেবার সুযোগ পেয়ে থাকি।

আমার চিরকালের অভ্যাস অনুসারে গাড়ীতে উঠেই আমার সহযাত্রীদের সামাজিক, সাংসারিক, পারিবারিক সব খবর জিজ্ঞাসা করে পরিচয় জেনে ফেলি। এমনি করে জিজ্ঞাসিত হয়ে সরলভাবে কত জনে নিজেদের দারিদ্র্য, দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলে কেঁদে ফেলেছে তার অন্ত নাই। পেটের জ্বালায় অমুক সহরে বা অমুক কলকারখানায় বা ধানগোলায় চাকরী বা ধান ভানার কাজ পাবার উদ্দেশ্যে বেড়িয়েছে, কিন্তু এর পূর্ব্বে আর তারা যায়নি, গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে কাজ না পেয়ে যে দশ দিন বসে খাবে এমন পয়সা সঙ্গে নেই। তার মধ্যে অনেকেরই বর্ণনা ও ভাব এত সরল ও অকপট যে তা দেখলেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যে ছিল, মিথ্যা কৃত্রিম কিছু থাকতে পারে না। তখন আমি তাদিগে ২।৪ দিনের খোরাকী বাবদ কিছু কিছু পয়সা দিতে পেরে আনন্দ বোধ করেছি।

গরীব মেয়েরা গাড়ীতে চলে সঙ্গে লোক নিয়ে চলার সামর্থ্য নেই

যেখানে নামবে, গাড়ী থামলে যে ষ্টেসনের নামটী পড়ে নেবে তাও পড়তে পারে না। জিজ্ঞাসাবাদ করেই নামতে হয়। কিন্তু যাদের রাত দুপুর বা শেষ রাতে নামবার সময় তারা ভেবে ভেবে ভয়ে কাঠ হয় যে ঠিক করে নামতে পারবে কি না। তার কারণ এই যে বেশী রাতে ষ্টেসনগুলো প্রায় নিস্তব্ধ থাকে। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া বা দেখা পেয়ে জানা যায় না যে, এটা কি ষ্টেসন। আমি প্রায় প্রত্যেক যাত্রাতেই এরূপ ২।৪ জনকে আশ্বাস দিয়া ঠিকমত নামিয়ে দিতে সুযোগ পেয়েছি এবং স্বচক্ষে কতবার দেখেছিও যে, ষ্টেসন ঠিক কর্ত্তে না পেরে জায়গা ছাড়িয়ে চলে যায়।

ছোট ছোট ষ্টেসনে যখন গাঁটরী মুটরী, কুলো, ডালা, ধুচুনী, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পাড়াগেঁয়ে ছোটলোক মেয়েদের দল আসে তখন গাড়ী অল্প সময় থামবার দরুণ তাদের উঠতে বড় কষ্ট হয়। বিশেষ গাড়ীতে যাঁরা ভদ্রগোছের ২।৪ জন থাকেন তাঁরা ছোটলোকদের সমাগম দেখে প্রায়ই গাড়ীতে জায়গা নেই বলে হাঁকিয়ে দিতে চান। এমন কি এটা দেড়া মাশুলের গাড়ী এই কথা পর্য্যন্ত বলে বিদায় করেন। চালাক যারা তারা সে কথা অগ্রাহ্য করে উঠে পড়ে, কিন্তু এখনও এমন বোকা ভীরু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে পুরুষের দল সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে যারা ঐ কথা শুনেই ভয়ে হ'টে যায় বিশেষ যারা ২।৪ বার রেলে চ'ড়ে অভ্যস্ত হয়নি তা ছাড়া ভেবে চিন্তে গাড়ী দেড়া মাশুলের কিনা লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে বুঝে শুনে বা সাহস ও তর্কবিতর্ক করে গাড়ীতে উঠতে তাদের যেটুকু সময় লাগবে তার আগেই গাড়ী ছেড়ে যায়।

"ওগো তোমরা উঠে পড়ো গাড়ীতে জায়গা নেই, দেড়া মাশুল ওসব বাজে কথা" বলে তাদের গাঁঠরী মুটরী ধরে তাদিগে তুলে

নেওয়ার মত সাহায্য আমি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র কর্ত্তে পেরেছি থার্ড ক্লাসে উঠবার দরুণ।

গাড়ীতে উঠে দেখি অনেক মেয়েই ছেলেপুলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বেঞ্চের নিচেই ট্রাঙ্কের উপর ব'সে পড়লুম। দেখি ২ খানা বেঞ্চ জুড়ে এক ফিরিঙ্গী মেম। এক বেঞ্চে তিনি লম্বা হ'য়ে শুয়েছেন, অপরটাতে খাদ্য সামগ্রী সুটকেশ স্পিরিট ল্যাম্প ইত্যাদি দিয়ে ভাড়ার ঘর সাজিয়ে রেখেছেন, তিনি কিউল যাবেন। যে বেঞ্চএর ধারে যাচ্ছে তাকেই শাসাচ্ছেন খবরদার, হটো আমার বেঞ্চেএ ব'স না!

লোকটার এই রাজ্য অধিকার দেখে হাসতে লাগলাম। কিন্তু গাড়ীতে অনেক লোক, তারা সে কথা শুনবে কেন? বিশেষতঃ এক একজনের কোলে কাঁকে ২।৩টী ঘুমিয়ে প'ড়েছে। মেমটী বাঙ্গালীর মেয়ে হ'লে তো বাঙ্গালীর মেয়েরা ততক্ষণ তাকে খেয়ে ফেলতো, তবে মেম ব'লে একটু সমীহ করছে। তবু সবাই সাহস ক'রে এগিয়ে ওর জিনিষ পত্র সরিয়ে তক্তার উপর বা বেঞ্চের নীচে রেখে জায়গা ক'রে দিতে ব'লছে। মেম তো "হট যাও বদমাস ড্যাম, রাসকেল, শুয়ার বাচ্চা, জুতো ও চাবুক খাবে" ব'লে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠছে তখন মেয়েরাও তাকে গালাগালি ও চেঁচামেচি করছে, এই ভাবে সীতারামপুর থেকে ক্রমে অনেক অনেক ষ্টেসন পার হ'য়ে গেল।

কিন্তু তখন রাত ১০টা, ষ্টেসনে গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়ায়ও না। সঙ্গী পুরুষরাও অন্য গাড়ীতে। কাজেই উহার অবিচার, অত্যাচার জানিয়ে প্রতিবিধান করবারও সুবিধা নেই। এর মধ্যে ২টী স্ত্রীলোক হাত দিয়ে সুটকেশ একটু সরিয়ে বসতে যাবে, অমনি সে উভয়কে লাথি মেরে, ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ও চাবুক নিয়ে দাঁড়ালো, তখন সব মেয়েরা গোলমাল

ও ঝগড়া ক'র্ত্তে লাগলো, আমি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা ক'রলাম যে, তুমি কোন অধিকারে ২টী বেঞ্চ দখল ক'রেছ ? এবং কি জন্যই বা লাথি মারলে ?

বাস্ আর কোথা যায় ? সে তখন তার সদ্য প্রস্তুত ফুটন্ত কফির পেয়ালাটা কতকগুলো অসভ্য বিশ্রী গালাগালি আমাকে দিয়া আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। আমার গায়ে বেশী পড়লো না, পড়লো গিয়ে এক রমণীর ক্রোড়স্থ একটী ঘুমন্ত শিশুর উপর সে তো চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগলো, তার গায়ে লাল লাল দাগ হ'য়ে গেল ও ফোস্কা পড়বে বোধ হ'ল। তখন সেই অসুরের মত মেমটা দাঁড়িয়ে চাবুক ঘুরাতে ও সবাইকে চাবুকের ভয় দেখাতে লাগলো।

ছেলেটীর গায়ে স্প্রীট দিয়ে আমি চেন টানিয়া ফেলিলাম, কারণ সামনের ষ্টেসনে যেতে তখনও অনেক দেরী।

ভীষণ ভাবে বেগগামী এক্সপ্রেস তো পথের মাঝখানে থেমে প'ড়ল, অমনি হুড় হুড় ক'রে রেলওয়ে পুলিশ, গার্ড, টিকেট মাষ্টার ২।৩ জন সাহেব ও আরও প্রায় ১০।১২ জন লোক আমাদের গাড়ীতে এসে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা ক'রল।

আমি চেন টানিয়া ফেলিব ইহা কেহ মনে করে নাই এবং গুরুতর কারণ ভিন্ন চেন টানিলে ৫০৲ জরিমানা তাত সবাই জানে ? সুতরাং অতগুলি সাহেব, রেল কর্ম্মচারী ও ভদ্রলোকদের আসতে দেখে সবাই হতভম্ব হ'য়ে কেউ কিছু বলা দূরে থাক বরং অনেকে আমাকে দেখাইয়া বলিল যে, উঁহার সঙ্গে ঐ মেমের ঝগড়া লেগেছে ব'লে উনি চেন টেনেছেন আমরা এসব সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

আমি অগ্রসর হইয়া ২।১ কথা ইংরাজী মিশানো হিন্দীতে বলিলাম যে, আমিই চেন টানিয়াছি কারণ ইহার জন্য আমরা বিপন্ন ও ভীত হইয়াছি।

কর্ম্মচারীগণ। আপনি জানেন যে, চুরী ডাকাতি নরহত্যাদি গুরুতর কারণ ব্যতীত চেন টানিলে ৫০৲ জরিমানা হয়?

আমিও তেজের সহিত উত্তর দিলাম যে নিশ্চয়ই জানি, জানিয়াই তো টানিয়াছি এবং যদি আইন সঙ্গত হয় নিশ্চয়ই জরিমানা দিব। এই মেম ২খানি বেঞ্চ জুড়িয়া বসিয়া আছে এবং নিশ্চয়ই মদ খাইয়াছে, তাই যা খুসি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ও আমাদের ল্যাথি ও ধাক্কা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে আর এই দেখুন এই শিশুর গায়ে ফুটন্ত চা ফেলিয়া দিয়াছে তাহার গায়ে এই দেখুন লাল দাগ হইয়াছে সে কাঁদিতেছে ও অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে, এই শিশুর এখনি চিকিৎসা করান দরকার। আমার সঙ্গে শিশুর মাতাও সমুদয় সাক্ষ্য দিলেন।

তখন রেল কর্ম্মচারিগণ ঐ মেমকে তীব্রস্বরে গাড়ী হইতে নামিয়া অন্য গাড়ীতে যাইতে বলিলেন।

এর পর আমরা সবাই কাশী যাত্রী। পূজনীয় ভগ্নি পাবনার জজ পত্নী আমায় কিছুতেই নীচে ব'সতে দিলেন না, তাঁর স্থান সঙ্কোচ ক'রে জোর ক'রে টেনে নিয়ে বসালেন, আমিও নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লাম।

মোগলসড়াইতে কর্ত্তা এলেন, মুখ ধোবার জল দিয়ে একটু ফল দিলুম এবং রাত্রির ঘটনা সব বল্লুম, তিনি হেসে বল্লেন "খুব বাহাদুর, কিন্তু ভবিষ্যতে এ রকম ক'র না যেন, অন্ততঃ আমি সঙ্গে না থাক্‌লে.। যদি পথে নামিয়ে দিত ?"

আমি বল্লুম নামিয়ে দিলে হেটে গিয়ে অন্য গাড়ীতে উঠতুম, যেমন ঐ মেমটা গেল।

কাশীতে নেমে গোধুলিয়াতে বাসা পাওয়া গেল। গোধুলিয়া গরুর

খুড়ের ধূলোয় ধুসরিত না হোক্, ঘোড়া ও গাড়ীর ধূলোয় সর্ব্বদাই এত ধুসরিত যে, রাস্তার বড় বড় গাছগুলো পর্য্যন্ত গোধূলী-ধুসর নীল-কলেবরের মত ধূলায় লালবর্ণ। কাজেই এত ধুলোময় স্থানে বাসা পছন্দ হ'ল না, তবে আর বাসা পাওয়া গেল না কিকরা যায়।

যাক আমি তো খোঁড়া পা নিয়ে ঘরেই রইলুম। মাঝে মাঝে বেরুলেও বেশী দূর হাট্‌তে পারতুম না। ৺দশাশ্বমেধ কিম্বা ৺বাবা বিশ্বনাথের বাড়ী ছাড়া কোথাও যেতে শক্তি হ'ত না।

কাশীতো আজকাল লোকের ঘরের পেছন হ'য়েছে। তাতে আবার কাশীর বর্ণনা আজ কাল কাগজে বেরিয়ে বেরিয়ে এত পুরাণো হ'য়ে গেছে যে সে সব আর কারু ভাল লাগবে না। তবে কাশীর আধুনিক অবস্থার বর্ণনা কিছু কিছু এতে পরে পাবেন; আরও ২।১টী নূতন বিষয় লিখছি যাতে লোকের উপকারও হ'তে পারে।

সেখানে গিয়ে কয়েকদিন পরেই আমাদের সবারই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হ'লো আমার সঙ্গের বিষম ডিসপেপসিয়া ও চিরকেলে অম্বল ও অম্লশূল এত বেড়ে উঠ্‌লো যে অসম্ভব রকম এবং বড্ড কাহিল হ'য়ে পড়লুম। ছেলেবেলা থেকেই শুনি ৺বৃদ্ধ কালেশ্বর দেবের কুয়োর জল বড় উপকারী এবং লোককে উপকার পেতেও দেখেছি; এবার গাড়ী ক'রে ৺বৃদ্ধ কালেশ্বর রওনা হলুম।

অতি প্রাচীন দেবালয়, প্রাচীন মন্দির এবং একটা পাড়াগাঁয়ের ভিতর ও নির্জ্জন স্থান। কত মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণ সেখানে এসে বাবাকে প্রণাম স্তবপাঠ ও বেদপাঠ দ্বারা আরাধনা করছেন।

পাড়ার হিন্দুস্থানী ও মারাঠী মেয়েরা এসে বাবাকে ভক্তিভরে গঙ্গাজল বিল্বপত্রে পূজার্চ্চনা করছেন। বাবা এখানে সাক্ষাত বিরাজমান বিশ্বাসে এক এক মেয়ে খুব ভক্তি নিমগ্নভাবে অর্চ্চনা করিতেছেন। এইরূপেই বাবা

শূলপানি বিরূপাক্ষ মহাদেব কাশীর চারিদিকে এক এক পল্লীতে পল্লী-দেবতারূপে বিরাজ করিয়া জন কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

মন্দিরসংলগ্ন বাবার বাড়ীর ভিতর প্রকাণ্ড কুয়া তা আবার ৬টী ভাগ করা। এক এক দিকের জল খেলে এক এক রকম ব্যায়রাম সারে ও খালি পেটে বাবাকে প্রণাম ক'রে পেট ভরতি জল তখনই খেয়ে নিতে হয়। যাক্ পেটের ব্যায়ারামের ।দিককার জলতো পেট ভরে খেয়ে ও চারটী কলসী করে নিয়ে বাড়ী ফিরলুম গাড়ীভাড়া মাত্র ।৶০ আনা লাগলো। ডিস্পেপসিয়া শূল অম্বল আমার জল খাওয়া আরম্ভ করা মাত্রই অন্তর্হিত হ'ল, ৮ দিন ঐ জল খেয়ে আমিও নিরাময় হলুম আর সবারও উপকার হ'ল।

৺মা অন্নপূর্ণার বাড়ীতে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তির ঠাকুর নূতন প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে দেখলুম। আর বাড়ীময় দোকান পসার নূতন বিস্তর হ'য়েছে কিন্তু প্রাচীন কাশীর আধ্যাত্মিক ভাবময় দৃশ্য ও ছবি এখন খুঁজে নিতে হয়, আধুনিকতার চাপে তা এতই চাপা প'ড়ে গেছে।

আগে কাশীতে পা দিলেই তার ছবি দেখে মনে হ'ত শিবধন্য কাশী। তখন রাস্তা দিয়ে তপস্বী, যোগী, দণ্ডী ও ভক্তরা উচ্চারণ করতে করতে যেতেন "শিবধন্য কাশী, শিবধন্য কাশী, শিবঃ কাশী, শিব কাশী, কাশী, কাশী শিবঃ শিবঃ। আগে লোকের মনে হ'ত যেন কাশীময় শিবলীলা ও শিবই বর্ত্তমান। এখন সেরূপটী মনে হয় না বিশেষতঃ আমাদের মত অজ্ঞ লোকদের পক্ষে।

তবে ভক্তের চক্ষে কাশী এখনো শিবময় এরূপ ১টী ভক্তের দেখা পেয়ে ধন্য হ'লাম। একদিন অগস্ত্যকুণ্ড হতে গণেশমহল্লা যেতে তিন বেলাই দেখলুম ১টী বুড়ো কাপড় গায়ে দিয়ে পথে প'ড়ে আছে ও মুখে মাছি

ভ্যান্ ভ্যান্ করছে! আমি জিজ্ঞাসা করলুম বাবা! তুমি কে, এখানে পড়ে আছে কেন? জিজ্ঞাসা করায় সে অতি ক্ষীণস্বরে বল্লে, সে একজন রামকৃপা প্রার্থী রামায়াৎ সন্ন্যাসী, মজঃফরপুর জেলায় এক গ্রামে সে থাকে ও ভজন করে আবার পরিব্রাজক হ'য়ে তীর্থ ভ্রমণও করে। শ্রীশ্রীভগবান রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, যিনি পঞ্চমুখে রামনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, সেই শিবলোক শিবসান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য তার বড় ইচ্ছা। কিছুদিন যাবত জ্বর ও রক্তাতিসারে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়াতে গ্রামবাসীদের অনুরোধ করেন যে ভাই আমাকে শিবধামে ফেলিয়া দিয়া এস। তারা বলিল যে, "মহারাজ! আপনার এই রোগাবস্থায় অপরিচিত জায়গায় কোথায় আমরা ফেলিয়া দিয়া আসিব তাতে আমাদের অপরাধ হইবে।" শেষে একটী ছেলেকে কাতর ভাবে অনুরোধ করাতে সে তাহাকে এখানে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে ও তিনি চলৎশক্তিহীণ অবস্থায় আজ তুদিন এখানে পড়ে আছেন। সামনে ঘটিতে একটু জল তাই সময় সময় মুখে দিচ্ছেন। সমস্ত শুনিয়া আমি বলিলাম যে মহারাজ! তারপর কি হইবে?

বৃদ্ধ সাধু বলিল যে যতক্ষণ জল চাওয়ার শক্তি আছে চাইব, লোকে মুখে এটু জল দিবেই। তারপর মৃত্যু আসিতেছে, মরিব এখানে পড়িয়া। শিবধামে যেখানে সেখানে পতন হইলে শিবপ্রাপ্তি হইবে এই আমার চিরকালের আশা ও আনন্দ। তারপর আমার আত্মীয়গণ যদি আমায় ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত তারা কি আমার মৃত্যুযাতনা লাঘব বা আমায় সে সময় কিছু সাহায্য বা আমায় রক্ষা করতে পারবে? সে সময় মানুষের শক্তির বাইরে, সে সময় শুধুই ভগবানের হাত ও ভগবান ভরসা।

বলেন কি বাবা? যদিও এসব কথা সত্য, তবু ইহাই ভাবিয়া কি লোকে মরণকালে পরীচিত লোকদের ছাড়িয়া আসিয়া অপরিচিত দেশে পথে শয়ন করিতে পারে, ভগবান বিশ্বাস করিয়া? ধন্য ইহার জ্ঞান,

ঈশ্বরবিশ্বাস লাভ হইয়াছে ঈশ্বর কৃপাতে। ও ধন্য ইহার স্থানমাহাত্মবোধ, ধন্য কাশীময় শিবধাম অনুভূতি।

গায়ের চাদর সরাইয়া মুখে জল দিলাম, দেখি রামায়ৎ সাধুদের মত কপালে তিলক গলায় তুলসীর বড় বড় মালা, কৌপীন বহির্ব্বাস পরা কিন্তু রক্তবাহ্য হইয়া সব ভসিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম বাবা! তুমি রামকৃষ্ণমিশনআশ্রমে চল। এর মধ্যে আমার দেখাদেখি বহু পথিক লোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে ব্যাপার কি? আমি সমস্ত ঘটনা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহাঁকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে লইবে কিনা? তারা বলিল যে সিট খালি থাক্‌লে নিশ্চয়ই লইবে, নচেৎ নয়।

কিন্তু সাধুকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। তাঁর আশঙ্কা যে সে স্থান যদি কাশীর সীমা ছাড়া হয়। সুতরাং তাকে এখানেই মরিতে দেওয়াই উচিৎ; মরিতে হইলে এখানে পড়িয়া মরিবে ঈশ্বরেচ্ছা হইলে এখানে থাকিয়াই ক্রমে ভাল হইবে।

তখন আমি নিরুপায় হইয়া সমাগত লোকদের সাধুকে বুঝাইতে বলিলাম, তখন সকলেই হিন্দীভাষায় সাধুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, সে স্থান নিকটেই এবং স্বয়ং সন্ন্যাসীরা তোমার সেবা করিবে, তুমি গাড়ী করিয়া যাইয়া দেখ যদি পছন্দ না হয় এখানে আসিয়া শয়ন করিও।

একথায় সাধু স্বীকার করাতে আমি ও আমার এক ছেলে সাধুকে গাড়ীতে তুলিয়া ৺রামকৃষ্ণ মিশনে যাইয়া মহারাজদের সমস্ত বলিলাম। যদিও তখন একটীও সিট নাই তবু তাঁরা সমস্ত শুনিয়া আশ্রম নিকটস্থ এক ধর্ম্মশালায় তাঁহাকে রাখিয়া সেবার ভার দিলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলাম।

একদিন পথে যেতে যেতে আমি দেখিলাম এক শৈব যোগীপুরুষ সর্ব্বদাই ছাই মাখা দীর্ঘ জটাভার মাথায়, অন্তঃর্মুখ ধ্যানের ভাবে অন্য-মনস্ক ও উলঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গে একগাছা সুতা বা মালা তিলক কিছুই নাই। কিন্তু পরিষ্কার উলঙ্গ শরীর হেতু দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার পুং চিহ্ন শরীর গঠনাদি দশমবর্ষিয় বালকবৎ। তাঁকে প্রণাম করিয়া, ও কিরূপ উর্দ্ধরেতা পরমহংস হইলে মানুষ এরূপ হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে আশ্চর্য্য হইয়া বাড়ী ফিরিলাম এবং তার ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আসানসোল ফিরিব তজ্জন্য আর এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতে পারিলাম না।

এর মধ্যে কি একটা যোগ উপলক্ষে লোটা ও বড় বড় লাঠি বুচকীওয়ালা অসংখ্য হিন্দুস্থানী মারুয়া এসে কাশী ভরে গেল। তাদের তীর্থভ্রমণে তো কোন লেঠা নাই, ছাতু ও লোটাভরা পানি খায় ও পথে শুয়ে থাকে। সেই সময় একদিন প্রাতে বাবার দর্শনে গিয়েছি, দেখি যে মা অন্নপূর্ণার মন্দির থেকে বাবার মন্দির পর্য্যন্ত অসংখ্য পাগড়ী বাঁধা পশ্চিমার মুণ্ড ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না সমুদ্র গর্জ্জনের মত হর হর মহাদেও শম্ভো কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা এই ধ্বনি করছে আর অসংখ্য লোক গায়ের জোরে পরস্পর ভীড় ঠেলিয়া বাবার দর্শন, পূজার জন্য যাচ্ছে। হাতে লোটার ভিতরে গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র, সকলেই যে :বেলা ১ প্রহরের মধ্যে বাবাকে গঙ্গা ও বিল্বপত্র দিতে চায়। কাজেই বেলা ৯টার মধ্যে যদি ৫ হাজার লোক বাবার দর্শন ও পূজাপ্রার্থী হয় তবে যে রকম ভীড় ও ঠেলাঠেলি মহাবলী পশ্চিমাদের হয় তাই হচ্ছে। কিন্তু বাঙ্গালী পুরুষ ও মেয়েরা যাঁরা এলেন, "বাবা এখান থেকেই তুমি প্রণাম গ্রহণ কর" বলে ফিরে গেলেন। আমি বাবার দর্শণের চেয়ে এ দর্শনও কম দেখবার নয় মনে ক'রে মার বাড়ীর সিঁড়ির উপর থেকে দেখতে লাগলুম। এর

শিষ্য বলিয়াছিলেন যে হে গুরো! ভবনদীপারক নামে নির্ভর করিয়া, জল পার হইব তো সোজা হাটিয়া যাইব, হরিও বলিব জল ভরে কাপড়ও তুলিব ইহা নির্ভর নহে।

মধ্যে এক ঠক্‌ঠকে বুড়ো, জরাজীর্ণ, চোখে ভাল দেখে না, লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে এবং কুঁজো হ'য়ে উপুড় হ'য়ে পড়েছে। সে ডান হাতে লাঠি ও বাঁহাতে সাজি নিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে গুটি গুটি গুটি ক'রে সেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে। এ বুড়ো পাগল নাকি! আমি গিয়ে তাঁর হাত ধরলুম। বাবা আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আপনাকে কি ভীমরতিতে পেয়েছে? দেখছেন না অসংখ্য পশ্চিমার ঠেলাঠেলিতে মহাবীর পশ্চিমারাই গলদঘর্ম্ম হচ্ছে এর ভিতর যাচ্ছেন কোথায়? তিনি আমার দিকে চেয়ে সহজ ভাবে মৃদু হেসে উত্তর দিলেন কারু সাহায্যের দরকার হবে না মা, আমাকে ভীমরতিতেও পায়নি। আমার বাইরের দেহটা জীর্ণ ক্ষীণ দেখছো কিন্তু ভেতরে আমি ঠিক ও বলবান আছি; এই বলিয়া ভীড়ের মধ্যে ঢুকিতে লাগিলেন। আমি তো অবাক! তবু বলিলাম বাবা! আমরা অবিশ্বাসী, তাই বড় ভয় হচ্ছে যে এরা আপনাকে মেরে ফেলবে।

তিনি আবার বলিলেন রাখে কে ও মারে কে মা? যাঁর দর্শনে যাচ্ছি তিনিই জগতে যখন রাখবার মারবার মালিক, তখন তাঁর দর্শনে যেতে কার সাধ্য আছে মারে, এই ব'লে ভীড়ে ঢুকিয়া গেল। দেখলাম ইহারই শিবঃ কাশী জ্ঞান হ'য়েছে।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, ভীড় কমিলে বাবাকে দর্শন করিয়া ফিরিলাম।

কাশী—কাশী তো এলাম। কাশীর অবস্থা দেখে আমাদের মত অজ্ঞ ভক্তিহীন লোকের কোন ভাবই জাগে না। এক বাবার মন্দিরে গেলে যা একটু ভাল লাগে; নইলে আর কোথায় কি, কিছুই তো দেখছি না; কাশীর কাশীত্ব নিয়ে বাবা বিশ্বনাথ কি লুকোলেন?

দু'জন স্ত্রীলোক গঙ্গার ঘাটে ব'সে কথা বলছিল।

২য়া। সেই অবস্থাই যেন আমারও লাগছে। কাশী এসেছি, দু'বেলা বার হচ্ছি—কি দেখতে পাচ্ছি? সেই সাংসারিকতা সেই সংসার; যাঁহা সংসার তাঁহা তীর্থ! সংসার ও তীর্থ দু'টোই কি ধর্ম্মবিহীন ও অশান্তির জায়গা হ'ল।

১মা। দেখ না ঠিক যেন সেই কলকাতা বানিয়ে ফেলেছে। হাজার হাজার মেয়ে গয়না কাপড়ের বাহার দিয়ে বেড়াচ্ছে দেখতে চোখ ঠিকরে যায় যেন ঠিক বিয়ে বাড়ী! বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকায় কাশী ছেয়ে গেছে। তার সাজ সজ্জাই বা কত! —কি না লোকে এসে তাতে তীর্থবাস করছে। আর কেবল বেচাকেনার কোলাহল। বাজারে যাও, মাছমাংস কত বিচিত্র খাবার জিনিষের শত শত পাহাড় সাজিয়েছে। পথের দু'ধারে অসংখ্য রকমের অসংখ্য খাবারের দোকান; যেন অন্নকুট ব'সেছে।

এখন নয়নভরে তাই দেখ, শোন, খাও, সাজে বেড়াও এই। ভোগের উপকরণে ও দোকানে জায়গাটা এমন সেজেছে যেন, দ্বিতীয় কোলকাতা। কোথায় বা সাধু সন্ন্যাসী কোথায় বা তত্ত্ব উপদেশ, কোথায় বা ধ্যান জ্ঞান!

আমি তাদের নিকটেই বসিয়াছিলাম, আমি বলে উঠ্‌লাম আরও তো দু'টা বর্ণনা বাকী রাখলেন—বায়স্কোপ সিনেমা? চারি দিকে অনবরত বাজনা বাজছে ও বিজ্ঞাপন বিলি হচ্ছে; সন্ধ্যার পরে মহল্লায় মহল্লায় সিনেমা। দেখুন গে প্রায় লোকই সেখানে। দিদি! ভেতরে যদি কেবল ভোগ বিলাস ও বিষয় রাজ্যে বাস করি, তবে কাশী এলেও সেটাকে ইন্দ্রের অমরাপুরীই বানিয়ে নেবো।

রমণীগণ। বাবা বিশ্বনাথের রাস্তাটাও যদি একটু নিরিবিলি হ'ত তবু

একটু শান্তমনে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধা হ'ত। শান্তমনে গেলে তো স্মরণ প্রার্থনা আস্‌বে ? সেই পথেই দুনিয়ার যত জিনিষ। গরীব ও বড় লোকের কিনবার যোগ্য কাপড়চোপড় সাজ, পোষাক, বাসন কোসন ঘটী বাটী, আসবাব পত্র, সব সাজিয়েছে তাতে আবার সেগুলো অন্য জায়গা থেকে সস্তাদাম দিয়ে দোকানীরা ডেকে ডেকে বর্ণনা করে বলছে "আসুন আসুন কিনুন দেখুন।"

যাঁরা দুচার দিনের জন্য এসেছেন, মন্দিরে যাচ্ছেন এতে কি তাঁদের মন চঞ্চল হয়ে ধর্ম্ম চিন্তা নষ্ট হয় না ? একেতো আমাদের ঐ সবেই লোভ তাতে মন্দির পথে ওসব দেখলে আমাদের ঐদিকে কৌতুহল ও লোভ জেগে উঠবে না বাবার কথা মনে পড়বে ? ওসব, দেখব, বাছবো, দর করবো, কিনবো না দেব দর্শন করব ?

১মা। না ভাই সত্যি এটা একটা দুঃখের বিষয়। তীর্থে এসে একটা ভাব অনুভব না করে ওমনি ফিরে যাওয়া। ভাবও নেই ভাব দেবার লোকও নেই। তাইত বলছিলাম সংসারও সংসার, তীর্থও সংসার। তখন আমি বললাম, দিদি কোনটাই খারাপ জায়গা নয়। সংসারকে খারাপ জায়গা ধর্ম্মক্ষেত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রকে শুধু বিলাসভোগক্ষেত্র, আমরাই বানিয়ে নিয়েছি। প্রেমময় ভগবান কি কেবল ডুববার জন্য বেঁধে চাবুক মারবার জন্য উপায়বিহীন জায়গা করে এ সংসার করেছিলেন ? এ সংসারেই তাঁরদিকে অগ্রসর হওবার ও নানা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ কর্ব্বার তাঁর শক্তি—তাঁর অস্তিত্ব বুঝবার বেশ সুবিধা ছিল। নিষ্ঠা ভালবাসা, উদারতা প্রীতি সহানুভূতি, সংযম, ত্যাগ, ধৈর্য্য দৃঢ়তা, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গুণও শেখবার সুবিধা ছিল। দয়াদির বশে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের ও অন্যান্য লোক হিতকর কাজও চিন্তা করে, এবং তাদের ভালবেসে একটু

একটু করে সে নিজেকেই পবিত্র কর্ত্তে ও সর্ব্বলোকনাথ ঈশ্বরকে প্রসন্ন কর্ত্তে পারতো। হিন্দু গৃহস্থের সংসার ধর্ম্মআচরণক্ষেত্র ছিলনা কি? এখানে দেবতা ব্রাহ্মণ মুনি ঋষি সাধুগুরু-অতীথি কুটুম্ব আত্মীয় দরিদ্র পিতামাতা প্রতিবেশী ইতর প্রাণী জীবজন্তু সবার সেবায় নিয়ম ছিলনা কি? শুধু বেঁচে থাকতে সেবা নয় মরে গেলেও শ্রাদ্ধ পিণ্ড তর্পনে সেবা চাই। তীর্থে সন্ন্যাসীরা থাকত,আর তপস্থায় দেহপাত করতে শেষ জীবনে গৃহস্থেরা আসতো তাদের ঘরেই সর্ব্ব ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ও সাধু মুনিদের যাতায়াত ছিল। ধর্ম্মের প্রথম সিঁড়ি থেকে শেষ সিঁড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ লাভ করতে, তীর্থে যেতে হতনা এ সংসারেই প্রথম জীবনে, গুরুগৃহেই আচার্য্যের কাছে, সে সব সে পড়তো, শুনতো, বুঝতো তারপর ধর্ম্মনীতি স্বাস্থ্য জীবীকা সব বিষয়েই যার যেমন দক্ষতা ক্ষমতা যেমন অধিকার তাহা অভ্যাস করিতে বাধ্য হতো।

মানব জীবনযাত্রা একটা অতি বড় বিরাট শিক্ষা পরীক্ষা সংগ্রামও মুক্তি ক্ষেত্র। কাচাবুদ্ধি তরুনেরা চক্ষে অরুণ চশমা দিয়ে সংসারটাকে সুখ সৌন্দর্য্যক্ষেত্র দেখতে পাবে কিন্তু অল্পদিন পরেই বোঝা যায় যে তাহা স্বপ্ন মাত্র। মানবজীবন বিরাট সমস্যাপূর্ণ, সংগ্রাম ক্ষেত্র। অজ্ঞানতা অভাব নানা মুর্ত্তিধরে দাঁড়িয়ে আছে একে বিনাশ করবার জন্য। স্বাস্থ্যাভাব সমস্যা, অন্নাভাবসমস্যা, নৈতিকচরিত্রদুর্ব্বলতার বহুবিধ সমস্যা, তৎপর শোক বিয়োগ মৃত্যু বিপদ বিফলতা হতাশা প্রভৃতি অনিত্যতার সমস্যা, ভয় শোক দুঃখ তাপে অস্থি পঞ্জরকে চুর্ণ করিয়া দিয়া শরীর মন জীবনে আহত ভাবাক্রান্ত ভগ্নহৃদয় হতাশকাতর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস দুঃখময় ও অকালে বিনাশ করিয়া দেয়। এইরূপ জীবন, জীবন নয় কেবল নরক ভোগ মাত্র।

ভগবৎ কৃপায় প্রাপ্ত পুরুষকারের অনুশীলন ও দৈব হইতে প্রাপ্ত সৎ-

শিক্ষার দ্বারা মানুষ এই চাররকম সংগ্রামের জন্য তৈরী ও জয়ী হ'তে পারে। এই জীবন যুদ্ধে টিকে থাকা যায় জয়ী হওয়া যায় যার সাহায্যে ; অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন অভাব পূর্ণ বা আংশিক ভাবে দূর করা যায় যদ্বারা, সে শিক্ষার নাম ভারতীয় শিক্ষা। এই চাররকম সমস্যা সমাধান কর্ত্তে ভারতীয় নরনারী যেই যেই যুগে খুব অক্ষম হ'য়ে অতিশয় দুঃখ ভূগেছে সেই সেই যুগকেই খুব অবনতীর যুগ নরক ভোগের যুগ অশিক্ষিত পশুত্ব ও দুর্ভাগ্যের যুগ বলতে হবে। একটী কথা এই যে ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ সমস্যা সমাধান করবার মত বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়,—আর চরিত্রবল ধর্ম্মজ্ঞানবল তার চেয়ে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় তা মোটেই নয়।

ক্ষুধা ও রোগাদি ছাড়া আরো বড় বড় শক্ররা রহিয়া যে গেছে—যারা এক মুহূর্ত্তে স্বাস্থ্য সম্পদ আয়ু সুখ শান্তিকে বিনাশ করিয়া দেয়, তাছাড়া চরিত্র অর্থাৎ মনুষ্যোচিত দয়াদাক্ষিণ্য সমাজপ্রীতি দৃঢ়তা মনোবল সাহস তেজ ধৈর্য্য সংযম কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ চরিত্রাদি। স্বাস্থ্য অন্নাদি উপার্জ্জন করবার শক্তির প্রস্তুতি, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভক্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম চরিত্রের প্রস্তুতি।

জীবনের কর্ত্তব্য বোঝা গেলেই ১ম প্রশ্ন আসে যে ইহা শেখাবেন কারা? শেখাবার আচার্য্য হবে কে? উন্নত আর্য্যযুগ তার ঠিক মীমাংসা করে নিয়েছিল যে আচার্য্য হবেন মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ যাদের জীবনটা সৎশিক্ষার ফল স্বরূপ। যে জীবন সব রকম সৎজ্ঞানকে সৎভাবকে ব্যক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সদুপদেশ দেয়। সৎজ্ঞান ও সৎভাবকে মূর্ত্তিমন্ত না দেখাতে পারলে সে ভাবের প্রভাবে না প্রভাবিত কর্ত্তে পারলে—মুখের কথা কে বিশ্বাস কর্ব্বে? কেন নিতে অগ্রসর হবে?

তারপর প্রশ্ন যে ইহা শেখবার সময় কখন ? এই ৪ বিদ্যাই শেখবার সময় এবং শেখা অবশ্য কর্ত্তব্য কৈশোর কালে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে নির্নীত হ'ল। ঐযে শুনতে পান যে এটা হচ্ছে লেখাপড়ার সময় ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখন কি সেসব শিখবে কর্ব্বে, বুড়ো হ'লে উহা একেবারে বাজে কথা। বাল্যে কৈশোরে যখন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন মন তখন তাকে কেবল উদরান্ন ও শরীর সুস্থ রাখবার বিদ্যা ছাড়া ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কার জাগবার সুযোগ দেওয়া হোলোনা,—এর পরে সে সেই কাজে, বাকী তিনকালের কোন কালে আসতে সক্ষম হবে শুনি ?

আসবে কি প্রাপ্তোহং যৌবনঞ্চে দ্বিষধর সদৃশৈ ইন্দ্রিয়ৈ দষ্ট গাত্র নষ্ট প্রজ্ঞ পরস্ত্রী পরধন হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষ যেই সময় ?

নাকি, প্রৌঢ়ে ভিক্ষাভিলাষী সুতদুহিতৃ কলত্রার্থ মন্নাদি চেষ্টা কঃ প্রাপ্তি ? কুত্রমামিত্যনিশমনুদিন চিন্তয়া জীর্ণদেহ হ্নতে ধ্যান হ্ন চাস্থা নচ ভজন বিধি নাম সংকীর্ত্তনং বা, সে সময় কি তাকে টানিয়া বাহির করা যাবে ? না বের হওয়ার ফুরসৎ আছে !

তারপর বৃদ্ধকালে,তখন কাজের চাপ কিছু কমবে এবং অনিত্য সংসারে অনিত্যতার দুঃখসমস্যা সমাধান উপযোগী বিদ্যা উপার্জ্জন না করে, সেই সব অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ না করে জীবনে বড় ভুল করেছি এ অভিজ্ঞতা আসবে বটে, কিন্তু তখনতো বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনং কৃত বিবশ তনুশ্বাস কাশাতিসারৈ কর্ম্মনোহাক্ষিহীনং প্রগলিতদশন্ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতং তখন ঐ অভিজ্ঞতা নিয়া হায় হায় অনুতাপ পর্যন্ত্যই যথা পশ্চাত্তাপেন দগ্ধ মরণ মনুদিনং ধ্যোমাত্রং নচন্যেৎ কিন্তু কিছু করবার আর শক্তি থাকবে না।

মোটকথা জীবিকা শারীরিক নৈতিক আধ্যাত্মিক যৌবন সংগ্রামের উপযোগী বিদ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রই যদি আমরা বাল্য কৈশোরে সংগ্রহ না করি তবে সমস্ত জীবনে তার ক্ষতি পুরণ হবে না। এবং ঢালতলোয়ারহীন

নিখিরাম সর্দ্দারের মত সংসারসংগ্রামক্ষেত্রে ঢুকে সেই সেই জাতীয় শত্রুতে কীচকের মত আঁধারেকীল কিলিয়ে তাল পাকিয়ে মেরে ফেলবে। তাই ছেলেদের বিদ্যাভ্যাস শব্দের অর্থ সব রকমের বিদ্যার শিক্ষা লাভ কর্ত্তে হবে।

তাই সেযুগে লেখাপড়া শিখতে যাওয়া মানে,—শুধুই "পয়সা উপায় করাবিদ্যা" ছিলনা। পয়সা উপায়ের বিদ্যা জাতব্যবসাতো শিখতই, তৎসঙ্গে সঙ্গে নীতিশাস্ত্র, নীতির কত প্রয়োজনীয়তা সে জ্ঞান,—প্রবৃত্তি মূলধর্ম্ম, বেদ, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপনিষদশাস্ত্র; সবই তাকে পড়তে শুনতে হতো। গুরুজন সেবা, বাধ্যতা, সংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, কর্ত্তব্য-পালনাদিগুণ মোটকথা ধর্ম্মনীতিস্বাস্থ্য তিনই যার ভিতর যতটা বিকশিত হওয়া সম্ভব তাহা বিকাশের চেষ্টা করানো হইত সে তো মুখস্থ বিদ্যালয় ছিলনা। সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভালয়, অভ্যাসালয় সাধনালয় ছিল। আচার্য্যেরা যাহা শিখাতেন, নিজ জীবন দিয়া তাহা পালনকরে দৃষ্টান্তও দেখাতেন। আপনি আচরণ না করিলে কি দৃষ্টান্ত বিনে শিক্ষা হয়? তারপর অধিকার অনুসারে ঐ গুরুগৃহ হতে, কেউবা সন্ন্যাসীও হতেন বাকী সংসারী হতেন। যার ভোগবাসনা নাই জ্ঞান প্রবল ঈশ্বর লাভের 'আকাঙ্খা প্রবল, এরূপ ২।১ জন বেদান্ত উপদেশ হৃদয়ে ধরে সন্ন্যাসে চলে যেত। এই সংসারে যেমন ভোগ ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গেই সবরকম ধর্ম্ম কর্ম্মও জড়িত ছিল। কেউবা মুক্তি কেউবা ভক্তি লাভআশায়, কেউবা ইহকালে সুখ সন্মান, যশ, ও পরকালে স্বর্গ লাভআশায় সে সব কর্ত্তেন। শাস্ত্র বলতেন যে ঐ সব কর্ম্ম তোমাকে কর্ত্তেই হবে অর্থাৎ যজ্ঞময় জীবন যাপন কর্ত্তেই হবে নচেৎ তোমার ভোগও কপালে ঘটবেনা, এখন ভোগ বা ভক্তি যে আশায় হ'ক তোমাকে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মানুসারী গৃহস্থ হ'তে হবে।

এই মানুষের মধ্যেই ভাবও আছে, অভাব আছে। সমস্তক্ষেত্রেই যেমন অভাব আছে, তেমন ভাব অর্থাৎ, জীবনীশক্তিও ভিতর থেকে সর্ব্বদা নিজকে প্রকাশের চেষ্টা কচ্ছেন। দেখুন দেহের ভিতরে রোগ, ক্ষয়, দুর্ব্বলতা রয়েছে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য সবলতা শক্তিও ভেতর থেকে সর্ব্বদাই একটু না একটু প্রকাশ হবার চেষ্টা করছেন। যেমন নৈতিক রাজ্যে পশুবুদ্ধি পশুভাব সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞানতা—বুঝালেও না বুঝতে পারা, ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা—লঘুগুরুবোধহীনতা-শ্রদ্ধাভক্তিহীনতা হিংসা সংকীর্ণতা, ন্যায় অন্যায় ও অন্যের ভীষণ দুঃখ কষ্ট বিচার না করে নিজে প্রধান হতে ও সুখ ভোগ কর্ত্তে, যাওয়া নিজ দেহটুকু বা পুত্র কন্যাটি ছাড়া অন্য সম্বন্ধে আপনারবোধ ও সহানুভূতি না থাকা নিজের সুখের জন্যে তারা মরে গেলেও কাতর না হওয়া মনের দুর্ব্বলতা অধৈর্য্য চঞ্চলতা দৃঢ়তাশূণ্যতা এসব অভাব রয়েছে। তেমনি ভাব জীবনীশক্তি, ভক্তি, প্রীতি, সহানুভূতি, স্নেহ দয়া, উদারতা, ভালবাসা, সেবাকাঙ্খা, মনোবল, সর্ব্ববিষয়কজ্ঞান ও ভেতর থেকে অল্প বা বেশী প্রকাশ হওয়ার চেষ্টা কচ্ছে ও মানুষকে নানারকমে কর্ত্তব্যপরায়ণ, সেবাপরায়ণ, ত্যাগী, ধীর, স্থির, সহিষ্ণু করে তুলছে। আবার পেট চালাবার বিদ্যা বুদ্ধির অভাবও যেমন মানুষের আছে,—হয়তো মোটা বুদ্ধি শিখালেও শিখতে পাবেনা মাথায় ঢোকেনা সেখানেও দেখবে বিষয় বুদ্ধি কিছু কিছু ভিতর থেকে নিজকে প্রকাশের চেষ্টা করে। বোকা লোকে না হয় শিব গড়তে বাঁদর গড়ে তবু কিছু একটা গড়ে ত? মানুষের মাথা থেকেই ত অসংখ্য শিল্প চৌষট্টিকলা বিদ্যা বৈজ্ঞানিক, যন্ত্র, তন্ত্র থেকে ঢেঁকী, কুলো, যাঁতা লাঙ্গল সব বেরিয়েছে।

আবার তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাবও যেমন মানুষের রয়েছে, তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞানে ও ভেতর থেকে একটু আধটু আত্ম

প্রকাশের চেষ্টা করছেন।—যাতে মানুষ ক্রমশঃ নিরহং ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হয়। এই বিকাশ কারো বেশী কারো কম হয়। প্রত্যেকের ভিতরকার এইসব জীবনী শক্তি প্রত্যেকের ভিতরে সেই সেই দেহে যতটুকু প্রকাশ হওয়া সম্ভব ততটুকু প্রকাশ হতে আগেকার দিনের শিক্ষা আগের দিনের সংসার সহায়তা করতেন। সেই ধর্ম্ম আচরণ ক্ষেত্র সংসার, এ বিষয়ে প্রত্যেককে তাঁর উপযোগী করে উপদেশ দিতেন, বুঝাতে চেষ্টা কর্ত্তেন, দৃষ্টান্ত দিতেন। এবং এমন সব আইন কানুন বিধিব্যবস্থা করে রেখে ছিলেন, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনী শক্তি প্রকাশের জন্য কর্ম্ম করতে বাধ্যহত। কাজেই সংসার মন্দ নয়; আমাদের অদৃষ্ট ও সময় ও বুদ্ধির দোষে মন্দ হয়ে গেছে।

ঐ রমণীগণ—দিদি আপনার কথাগুলো অত্যন্ত সারকথা। সেই গৃহস্থের কর্ত্তব্য পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এসব এখন চুলোয় গিয়ে নিজের এবং স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এই কয়েকটির ভোগ বিলাস উদরযজ্ঞ সার হয়েছে। পিতৃ সাধু ঋষি দেবতা অতিথি জীবজন্তু এতগুলো সেব্য দেবতা যাঁদের অতগুলো শাস্ত্র পাঠ সৎসঙ্গ-সৎ দৃষ্টান্তাদি পবিত্র শিক্ষা যাঁদের তাঁদের অভাব ক্রমশঃ নাশ ও জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকাশ কেন হবে না? এখন সে সব কোথায় গেছে। মাসী পিসীকে খেতে দিলে পিতৃহীন নাবালক ভাইদের মানুষ কল্লেই মনে হবে খুব কচ্ছি। শাস্ত্রপাঠ, আর শাস্ত্র উপদেশ জানেও বোঝে এমনি লোক খুঁজেই পাওয়া ভার। উপদেশ লাভ ত দূরের কথা। দেব দেবীর পূজো সদাচার শিক্ষা দীক্ষা সব চুলোয় গেছে। তর্পনাদিতে তো কেহ বিশ্বাস করে না। পিতা মাতার ভক্তি সেবাই কত করছে আবার আত্মীয় কুটুম্বের সেবা। পশু পক্ষী, জীবজন্তু তাদের খেতে দেওয়া ত সেবা, যা পঞ্চ যজ্ঞের

একটী যজ্ঞ। এখন তা করলে লোক হাসে। সেই মহাভারত ভাগবতোক্ত গৃহস্থের করণীয় পঞ্চ যজ্ঞ কাকে বলে তাওতো লোকে জানে না। আরও লোককে উপদেশ দেবে যে এখনকার দিনে কারো জন্যে কিছু করতে নেই।

এইতো ওর জন্যে করছি ফিরেও চায় না। সুতরাং যার জন্যে যা করবে সে তোমায় জিজ্ঞাসাও কর্ব্বে না—বরং অনিষ্ট করবে জলে জল-ঢালা সার হবে। এই কলিকালে সব অধঃপাতে গেছে, তাই কারু জন্য কিছু করতে নেই।

আমি। তাই বলে কি কর্ত্তব্যধর্ম্মটী, জগৎ থেকে তুলে দিতে হবে? সব ছেড়ে দিয়ে নিজেও পশু হব নাকি? অনেকে মনুষ্যত্বহীন অকৃতজ্ঞ তাই বলে কি অনাথপ্রতিপালন ছেড়ে দিব! সাধু সৎলোক দেবতারাও কি খারাপ যে তাদের সেবা ছেড়ে দিয়েছি ও সব কিছু কাজের কথা নয়। কেন লোক খারাপ হল। লোকের দেখাদেখি নিজে ভাল ভাব, ভাল কাজগুলো যদি ছেড়ে দিই তাহলে নিজের মনুষত্বের উপরে যে মর্চ্চে পড়ে যাবে।

আমি যদি অজ্ঞান ও স্বার্থপর ভাবের লোক হই ও স্বার্থপরের মতই কাজ কর্ত্তে থাকি, তবে আমার সন্তান পুত্র পৌত্রাদি সেই ভাব নিয়ে জন্মাবে। আমি ভাল হলে তারাও আমার মত হবে। নিজে ভাল হলে বরং জগৎকে কিছু না কিছু ভাল করা যায়। কিন্তু লোকের দেখাদেখি মন্দ হলে কিছু ভাল করা যায় না। আমি কর্ত্তব্য ছেড়ে দিলে আমাকে দেখে লোক কুশিক্ষা পাবে। অনেকের প্রাণে সংকীর্ণতা পশুভাব জোর পেয়ে বলে উঠবে "ঐত অমুক অমুক এ কাজ কচ্ছে না তাতে কি হয়েছে?" এই বল্লে সে তাহা ছাড়বে। এইরূপে একটা ছোটখাট দল গড়বে ও তার দেখাদেখি, আরও কারু কারু কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠবে, এই রকমেই

কুশিক্ষা কুপ্রবৃত্তির খেলা দেখতে দেখতে সমাজে ছেয়ে যায়। শেষে লোক বলে যে এইতো সামাজিক চলন, যা সমাজে অনেকেই করছে না তা আমি কেন করব। সুতরাং কর্ত্তব্যত্যাগে জগতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনিষ্ট করা হয়। না করুক বেশী লোকে, তবু আপনি যা যা সমাজের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম ও সত্য উন্নতি কল্যাণময় ব্যবস্থা বলে বুঝেছেন তা করে যান। আপনার দলে খুব কম হ'লেও—আপনাদের কাজ না বুঝে লোকে হাসলেও করে যান, দু চার জন লোকে তা ভাল বুঝবেই এবং ধরতে আসবেই। জগতের ভিতরে সুপ্ত সৎজ্ঞান আছে, কার কখন প্রকাশ হয় কে জানে? এইরূপে ক্রমশঃ দল বড় হবে। আপনি বাতি ধরে চলুন, কার প্রাণ কখন সত্য বস্তু চাইবে বলা যায় না তো? তখন যেন চোখ মেলে আলো দেখতে পায়।

হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম—জাতিধর্ম্ম—যার জন্য যা যা আচার নিয়ম পদ্ধতি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ঠিক ঠিক ভাবে তা কল্লে সবদিকেই তার কল্যাণ ও ভোগ সুখও যথেষ্ট লাভ হয়। ইহ পরকালে সুখভোগ হয়, এবং উহাই নিষ্কামভাবে ভগবৎ প্রীতির জন্য কর্ত্তে পারলে অনাসক্তভাবে কর্ত্তে পারলে উহাতেই ভগবান লাভও হয়। যদিও সে-সব ধর্ম্মাদি আজ একেবারে বিকৃত বিকৃত কিন্তু তাকে সংশোধন করে ও বর্ত্তমান অবস্থা উপযোগী করে গ্রহণ কর, তুলিয়া দাও কেন? যদি মাথা খারাপ ও বিকৃত হ'য়ে থাকে চিকিৎসা করে ভাল কর্ত্তে হয় না কি মাথা কাটিয়া ফেলিয়া ব্যারাম বিদায় করতে হয়? ধর্ম্মপথ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'য়েছে অতএব ত্যাগ কর বল্লে চলবে কেন?

আজকাল সমাজও নেই সমাজপতিও নেই। এই সুযোগ পেয়ে যার যা খুসী অনাচার কুদৃষ্টান্ত সমাজের মধ্যে চালিয়ে দিচ্ছে, আহার বিহার

ক্ষুদ্র বৃহৎ সবই বিজাতীয় বিধর্ম্মীর সঙ্গে চলছে। নারী মহাসম্মিলনে এক প্রসিদ্ধা নারী এই প্রস্তাব করেন।

ঐ রমণী। আপনিতো অখাদ্য খাওয়া মুসলমান বিবাহ প্রভৃতি পর্য্যন্ত খারাপ বলে গেছেন এবার তো এক বিদুষী রমণী কোন বড় একটা সাধারণ সভায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ চালাইয়া হিন্দু মুসলমান বিরোধরূপ দূর কর্ত্তে বলেছিল।

আমি (হাসিয়া)—হাঁ ঐ যেমন কোন কোন জায়গায় স্ত্রীলোকদের অধীনতার সুযোগ নিয়া পুরুষ তাদের কষ্ট দিচ্ছে অতএব ছুতোর নাতার স্বামী সন্তান ত্যাগ করে অন্যপতি গ্রহণরূপ পাশ্চাত্য বা রাশিয়ার ডাইভোর্স আইন চালাইয়া পাশ্চাত্য মেয়েদের মত স্বাধীন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের মত আর কি? মুসলমান বিবাহ দিয়া গোলমাল নিষ্পত্তির চেয়েও সোজা উপায় আমি বলিয়া দিতে পারি।

এবার, আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবীকর সার।
মাজা দুলায়ে চ'লে যাবা এই বিরোধ নদীর পার॥
ওরে মাণিক পীর,

সকলে হাস্য—

আর ঐশ্বর্য্যবিলাসের কথা যে বর্ণনা কল্লেন সে থাকুক তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নাই আপনাদের না হয় নিবৃত্তিধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ত্যাগ ধর্ম্ম ভাল লেগেছে, কিন্তু সকলেরতো আর তা হয় না আর আপনাদের পছন্দ মততো সারা দুনিয়াটা গঠিত হবে না। ভিতরে বিষয় থাকলে বাহির অমরাপুরী গড়ে উঠবেই। কিন্তু ভিতরে বিষয় অথচ বাইরে যদি শঙ্করের শ্লোক ছাড়া শাস্ত্র ও শিক্ষা তার না থাকে তবে অবস্থা বড় ভয়ানক হয়। আসলে প্রবৃত্তি প্রধান লোকদেরও ধর্ম্ম কর্ম্ম রয়েছে, যদিও তার জীবনে ভোগ থাকবে তবুও নীতির অনুশীলনও থাকবে এবং—

ত্যাগও ঈশ্বরসাধনাবিহীন হবে না সেই ভোগজড়িত ধর্ম্মজীবন এরা পাচ্ছে না বলেই যেন এরূপ অবাধভোগের রাজত্ব চলছে বলে মনে হয়। এবং যেন ধর্ম্ম কর্ম্ম বিহীন হ'য়ে সমাজ অধঃপাতে যাচ্ছে মনে হয়।

রমণীগণ। এরূপ হওয়ার কারণ কি আপনি মনে করেন ?

আমি— আমার তো শাস্ত্র ও স্বামী বিবেকানন্দজীর বই পড়ে এই মনে হয় যে শাস্ত্রে তুই রকম ধর্ম্মজীবন উপদিষ্ট হ'য়েছে ভগবতধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, উন্নতলোকদের অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয়দের ও ভাগবতধর্ম্মীদের জীবনে নীতির ও ত্যাগের প্রাধান্য থাকবেই, আর ভোগবাসনা প্রবল যাদের তাদের জীবনে ভোগও থাকবে সঙ্গে সঙ্গে কিছু নীতিধর্ম্মও থাকবে যাতে সে একেবারে না ডুবে যায় না বিনাশ হয় কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা জান্‌তে গিয়ে দেখবেন বলবে যে ধর্ম্ম ? সেতো সর্ব্বত্যাগ বৈরাগ্য ধ্যান' মগ্নতা বড় বড় কথা এসব কি আর আমাদের ? বর্ণধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ জড়িত যে একটা ধর্ম্ম আছে সেটা মানুষে বিশ্বাসও করেনা সে শিক্ষাও দেখতে পাওয়া যায় না। আমার যেন মনে হয় সে শিক্ষার অভাবেই ধর্ম্মহীন ভোগের রাজত্ব চলছে। ভেতরে বিষয় ভোগ-বাসনা যথেষ্ট আবার ধর্ম্ম বলিয়া একটা শ্রদ্ধাও জাগিয়াছে কিন্তু সে তার অবস্থাপোযোগী ধর্ম্মপথ পাচ্ছে না কিম্বা মোক্ষশাস্ত্রের শিক্ষার পাল্লায় পড়ে বর্ণধর্ম্মপথ যে অভীষ্টলাভের প্রথম সোপান তা বিশ্বাসই কচ্ছে না এ বড় ভয়ানক! মোক্ষধর্ম্ম ত্যাগধর্ম্ম বই ধর্ম্ম নাই, নিজের ভেতরের অবস্থা যেমনই হউক সেই পথ ছাড়া আমার পথ নাই, এই ভাব বড় ভয়ানক নিজে প্রবৃত্তি পথে চলবার উপযোগী অথচ সে ধর্ম্মের নিন্দা ও মুক্তিধর্ম্মের ত্যাগীর প্রশংসা শুনে শুনে নিজধর্ম্মে অশ্রদ্ধ, নিজ ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে মন খুঁৎ খুৎ করা নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললুম, অথচ পরধর্ম্মও ধর্ত্তে পারলুম না,

এ নৌকা ছেড়ে সাগরে ঝাঁপ দিলুম অথচ অন্য নৌকাও পেলুম না এ বড় ভয়ানক। বর্ণাশ্রমান্তর্গত যে ভোগ জীবন ত্যাগধর্ম্মের সঙ্গে যে সামঞ্জস্য-পূর্ণ গার্হস্থ্যজীবন তারতো ভগবান উৎসাহই দিয়াছেন নিন্দা তো করেন নাই।

রমণীগণ—দিদি! কেমন করে উৎসাহ ও কোথায় উৎসাহ আছে? বাসনা কামনা এবং ভোগের তো চিরকালই নিন্দা এবং ভক্তি মুক্তিরই প্রশংসা। ভোগকে বিনাশ করে ত্যাগ ও মুক্তি ধর্ম্ম স্থাপন কর্ত্তেইতো ভগবান জগতে আসেন। আমি, দিদি! আমার এরূপ মনে হয় যে শ্রীভগবান্ কোন ধর্ম্মেই বিনাশ কর্ত্তে আসেন না প্রত্যেক ধর্ম্মকেই জগতে উজ্জলরূপে প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যথাযোগ্য পথে তুলতে আসেন। ত্রিবর্গজড়িত বর্ণধর্ম্মের নিন্দা ও সন্ন্যাসের উৎসাহ উপদেশ কার জন্য? যে ভক্তি মুক্তি সদ্য সদ্য চায় ত্যাগের সিড়িতেই যাকে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াতে হবে তারজন্য। কেনই বা তিনি নিন্দা করবেন বরং বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম নিষ্ঠায় হরি ভক্তি হয় "চৈতন্য চরিতামৃত"কথা এই যে ভিতরের ভাবউপযোগী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক পালন করলে যে যেই সিঁড়িতে থাকুক না সামনের দিকেই সে অগ্রসর হইবে কিন্তু পিছাইয়াও যাইবে না মারাও যাইবে না। ভগবান কোন ধর্ম্মের নিন্দা করবেন সর্ব্ব ধর্ম্মের স্থাপয়িতা হইয়া? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন দয়াময় যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মচরণময় জীবন নিজে গ্রহণ করলেন জীব জগতের কল্যাণ জন্য।

অত বড় পুর্ণতমপ্রেমের পূর্ণতমজ্ঞানের মুহুর্মুহু বিকাশস্থল হ'য়েও সকামী জীবদের পথ দেখাবার জন্য সযত্নে বর্ণাশ্রমধর্ম্মই আচরণ করে গেলেন, আবার সেই নিম্ন অধিকারীর ধর্ম্মের ভিতরেই উচ্চতম ধর্ম্মকে, নিচের সিড়ীর ভিতরেই সর্ব্বোচ্চ সিড়িকে আবিষ্কার করে গেলেন। বল্লেন —দেখ ভাই বিরজা হোম করে যতি হওয়া উচ্চতমধর্ম্ম, আর বৈদিক

পূর্ব্বের দিনকাল শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে, বর্ণাশ্রমান্তর্গত পূর্ব্ববিধিবিধান অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইবে বটে—কিন্তু আদর্শ বদলাইবে না।

নিয়মে চলা ছোটধর্ম্ম তা নয়, দণ্ডাকৌপীনধারী বা আমায় এই নাগর বেশের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই, ধ্যানী ধ্যান কচ্ছে বা আমি লোকদের বিবাহ উৎসবে বরযাত্রী হ'য়েছি এ কাজের মধ্যেও ছোট বড় নেই।

আগে দেখ আমি কোন্ ভাবের প্রেরণায় কাজ কচ্ছি। লোক সকলে ব্রহ্মবুদ্ধি, লোকসেবাবাসনা, সমাজের ভিতর, ভোগীদের যোগ্য পথ,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গাহস্থ্যধর্ম্মের প্রবৃত্তিজড়িতধর্ম্মের স্থাপন করে, তাদের কল্যাণকামনাতে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজে ব্রহ্মানন্দময় হইয়াও এই ক্ষুদ্র ধর্ম্মভাবগ্রহণ,—ও যাহা ব্রহ্মনিমগ্নতারূপ ধর্ম্মসাধনার কাছে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সাধনা, সেই সকাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মসাধনাই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে আমার স্বার্থগন্ধতো নেইই; বরং আমি অমৃতঅধিকারী হইয়াও যে সামান্য চিপিটকভোজন করছি। শ্রেষ্ঠতম রসের অধিকারী হইয়া অল্পও সামান্য রসাস্বাদে সন্তুষ্ট আছি, ইহাতে আমার অদ্ভুত পরার্থপরতাই প্রকাশ পাইতেছে।

গৃহস্থভাব নিজের মধ্যে না জাগাইলে ঠিক ঠিক গৃহস্থ হওয়া যায় না। সেই জন্য আমি নিজের মধ্যে গৃহস্থভাবও জাগাইতেছি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক। যেই আমি ইচ্ছামাত্রই মুহুর্মুহু ব্রহ্মভাব জাগ্রত করতে পারি। ভাই আমার ভাব স্বভাবনিয়ে কাজ করতে পারলে তুমি মেথরের কাজ করেও ব্রহ্মজ্ঞ মেথর হ'য়ে জগৎ গুরু হতে পার। সব অবতারেই যদি আমি নিবৃত্তপথিকদের আদর্শ ও পথ দেখাই সন্ন্যাসাশ্রমীর পথ দেখাই তবে নিম্নসোপানযোগ্য লোকের হাতে ধরে পথে তুলবে কে? আগে ধর্ম্মাশ্রিত ভোগ, পরে তো ত্যাগ সর্ব্বত্যাগ এসব বড় বড় অধিকার? সব মহাজনদের সন্ন্যাসী দেখলে এদের যে নিজ ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে যাবে।

আমাকে যখন ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে সর্ব্বসাধারণের ধারণা তখন উনি ভাল শ্রেষ্ঠ জ্ঞাণী হয়েও যখন এ ধর্ম্ম আচরণ

কচ্ছেন,—তখন ইহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, সত্য পথ, ও ভাল জিনিষ,—বলে লোকের বর্ণ ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে একটা শ্রদ্ধা হবে। বরাবরই গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী দুই দল আলাদা আলাদা কিন্তু কৃষ্ণ একাধারে গৃহস্থ সন্ন্যাসী হইলেন। ইহাতে আর একটী মহাশিক্ষা সকলকে,—বিশেষতঃ সাধুদের দিলেন এই যে,—"ভাই সকলই যদি পালিয়ে যায় তবে ব্রহ্মানন্দ যে বিষয় হতে অতি বৃহৎ জিনিষ তা প্রমাণ হয় না, লোকে ভাববে যে, যঃ পালয়তি সজীবতি,—অতএব বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ হ'তে বৃহৎ বস্তু আমি প্রমাণ করলুম যে ব্রহ্মানন্দ নিকট বিষয়ানন্দ অতি ছার ;—আমার ভোগে অনাসক্তি দেখলেই হে সাধু! তুমি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়ে ব্রহ্মানন্দকে বিষয়ানন্দ হ'তে বড় জেনে ব্রহ্মলাভে আরও উৎসাহী হবে। সাধারণে অবশ্য আমার অনাসক্তি অত তলিয়ে বিচার বা অত লক্ষ্য কর্ব্বেনা তারা আমার কাজ গুলিরই অনুকরণ কর্ব্বে এবং নিজেদের মত সকামকর্ম্মীই আমায় ভাববে ; তা ভাবুক কিন্তু আমার আচরণের অনুকরণ করে নিজ যোগ্যপথ, বর্ণাশ্রমপথ পাওয়াতে তারাও কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। পলাইয়া দূরে থাকিলে বিষয় ত্যাগী হওয়া যায় কিন্তু বাসনা ভষ্ম হয় না। এক ব্রহ্মানন্দ জাগ্রত হইলে তৃণবৎ বাসনাকে ভষ্ম করিয়া দিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য এবার আমি পরম ভোগের মধ্যে থাকিব কিন্তু তথাপিও আমার অদ্ভুত অনাসক্তি দেখিয়া ব্রহ্মনন্দের জ্বলন্ত মহিমা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সর্ব্ববাসনা ভষ্মকারী জ্বলন্ত অদ্ভুত ব্রহ্মানন্দের অস্তিত্ব দেখিয়া তোমরা স্তম্ভিত হইবে। হে ব্রহ্মানন্দের সাধক ও অনুসন্ধানকারী। তোমার সংসারে না পোষায় তুমি পালাও সন্ন্যাসই তোমার বিধি। কিন্তু দীপ্ত ব্রহ্মানন্দ আমার করতলগত, আমি কেন পলাইব? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্তভাবময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনের এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইল, এখন দেখুন শ্রীভগবান কেমন সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনকারী।

এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে সমাজ ধর্ম্মে যেসব কর্ত্তব্য নিয়ম আচার অনুষ্ঠান আছে তাতে সুখভোগ লাভতো হয়ই, শারিরীক মানসিক নৈতিক গুণও শক্তির অনুশীলনও হয় এসব তুলিয়া দিলে আপাততঃ ফুর্ত্তি করিবার বাহার দিবার উদ্দামভোগবিলাসের একটু সুবিধা সুযোগ হয় বটে কিন্তু সে দুচার দিন। ধর্ম্মাভাবে পাপের বৃদ্ধি হ'য়ে ভোগের কপাল পুড়ে যায় ও মহাদুঃখের সৃষ্টি হয়—গীতা পড়ে দেখুন। পরস্পর সমাজের অবস্থা চিন্তা করুন যে কেন এত দুর্দ্দশা।

আমরা স্বাস্থ্য ও সদভাবযুক্ত না হলে কিরূপে স্বাস্থ্য ও সদভাবযুক্ত সন্তান হওয়ার আশা রাখি? অথচ মা বাপেরা দুঃখ করেন যে কলিকাল পড়িয়াছে—ছেলেমেয়েরা বাধ্য নয়, ছেলে বৌ'র বশ, মা-বাপের প্রতি ভক্তি নাই,—কথা সত্য; কিন্তু আমাদের পিতামাতা শ্বশুর শাশুরী বেঁচে থাকতে, যদি একথা সর্ব্বদা ভেবে চলতেম, এই বাপ মা আমাদের বড় কর্ত্তে মায়ামমতায় মনপ্রাণ দিয়া আমাদের, বা আমার স্বামীকে মানুষ করিয়াছেন। অতএব এঁরা সততই আমাদের পূজ্য আদরের সেবার জিনিষ, ঘরের দেবতা ও শোভা স্বরূপ। এঁদের দাসদাসীবৎ আমরা এঁদের সুখী আনন্দিত ও সন্তোষ করিয়া প্রতিপালন কর্ব্বো। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, আমার ঘরে আমার বাবা ও মাকেই সাক্ষাৎ হর পার্ব্বতী ঘরের দেবতা বলে আমার মনে হয়। আমি আবার কোথায় শিবদুর্গা পূজা কর্ত্তে যাইব? সত্যিইতো পিতামাতার কার্য্য ও স্নেহ চিন্তা করিলে কার না কৃতজ্ঞতা আসে ও দেবতা বলতে ইচ্ছা হয়? আমাদের বাবা, মা শ্বশুর শ্বাশুরী থাকতে এই কৃতজ্ঞতাও গুরুজন ভক্তি আমরা অনুশীলন করে চল্‌লে আমাদের গর্ভে ও ঔরসে অকৃতজ্ঞ সন্তান জন্মাতো কি?

বুদ্ধি ভাব ও কাজ যখন চারিদিকে খারাপ হ'তে থাকে, তখনই

কলিকালের উৎপত্তি হয়। কালের উৎপত্তি আমরা করিয়াছি—কলিকাল আসিয়া আমাদের খারাপ করে নাই ; তাই হে নরনারীগণ ! কালের ঘাড়ে সব দোষ না চাপাইয়া আমাদের নিজেকে সংশোধন করা দরকার। কালেরও পরিবর্ত্তন হইবে সমাজেরও পরিবর্ত্তন হইবে ভবিষ্যৎ বংশেরও কল্যাণ ও উদ্ধার হইবে। কতকগুলি অপদার্থ অমানুষ সৃষ্টি করা আমাদের উচিত নয়। ভবিষ্যৎ বংশের পশুস্বভাব ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্যতো আমারাই দায়ী ; আমাদের পুত্র-পৌত্রদের আমাদের দয়া করা প্রয়োজন। এইসব কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল বলিয়া গাত্রোত্থান করিলাম সঙ্গিনী দুটীকে প্রণাম করিয়া। তাহারাও অতিশয় আনন্দিত চিত্তে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিল ভাই ! বিশ্বনাথ আপনার সঙ্গ মিলিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপে আমাদের যে কত আনন্দ দিলেন তাহা কি আর বলিব এখানে যে কয়দিন আছি আপনাকে ছাড়ছিনা, এরকম মধুর সৎকথা আমাদের শোনাতে হবে, আপনি এখানকার সব খবর রাখেন এমন কোন সাধু-মহাত্মা এখানে আছেন কিম্বা যাদের দেখলে কাশী এসেছি বলে মনে হয় সে সন্ধানও আপনাকে দিতে হবে।

আমি। আছে বই কি দিদি ! কাশীর কাশীত্ব ও বাঙ্গালীটোলাটুকুর মধ্যে না বুঝতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মভাব ও সেই সব চিন্তা আলোচনা এবং দৃষ্টান্ত কি লুপ্ত হ'তে পারে ? অবশ্য মেয়ে মানুষের সে সব খুঁজে বের করাও মুস্কিল। তবে বাবার মন্দিরে বিকাল বেলার দিকে যাবেন বাবার কুণ্ডু মন্দির প্রাঙ্গন সব পরিষ্কার করে স্নান ভোগরাগ শেষ হ'লে, নিরিবিলি বিকেলটাতে সাধু দণ্ডীরাই যায়। মাঝে মাঝে ২।১ জন সাধুও দেখা যায় ; এই কথা শুনে প্রায়ই বিকালে যেয়ে বাবার মন্দিরে ঐ রমণীগণ বসে থাকতেন বাস্তবিকই বিকালে অন্য লোক কম যায় দণ্ডী সাধু সাধকগণই যান। তাঁদের ভক্তি ভাব কর্ম্মাদি প্রণাম ও হর হর মহাদেব

ধ্বনিতে বাবার বাড়ী মুখরিত হয়। আমিও ছিলাম, আমারই তিন পিতামহ ও পিতামহীগণ এই কাশীতে ছিলেন, আহা তাহাদের জীবন কত সুন্দর ও বর্ত্তমান সমাজের (যদিও তাঁরা সেকেলে) উপযোগী ছিল, সে পুণ্যস্মৃতী এখনো মনে হ'লে মন স্নিগ্ধ পবিত্রআনন্দপূর্ণ হয়, একদিন বলবো তাদের কথা।

একদিন দেখিলাম এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ডমরু বাজাইতে বাজাইতে,—নৃত্যের ভঙ্গিতে চরণ ফেলিয়া এক মহাপুরুষ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শারীরিক তেজ ভঙ্গি ও ভাবাবেশ বেশভূষা যেন মহাদেবেরই মতসাধারণ মানুষের মত কিছুই নয়। দেখিলে মনে হয় যেন আত্মারাম,—যেন কার স্মরণবিভোর, বাইরের হুঁষ কম; অৰ্দ্ধ বাহ্য দশা,—চতুর্দ্দিকে শিব, শিব বই মানুষ জীব জগৎ কিছুই নাই ইহা যেন অন্তরে বুঝিতেছেন। পবিত্রতা ও তপস্যার তেজ এমন, এমন অপূর্ব্ব মুর্ত্তি যে দর্শকেরাও তাঁকে দেখলে; সাক্ষাত দেবদর্শনের মত ভক্তি সম্ভ্রম ও আনন্দে স্তব্ধ হয়।

মহাপুরুষের মাথায় জটাভার চুড়ার মত বাঁধা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা—রুদ্রাক্ষেরবালা ও কণ্ঠমালা রুদ্রাক্ষ কুণ্ডল কাঁধে ঝোলা, এক হাতে ত্রিশুল—এক হাতে ডমরু; দেখিলেই মনে হয় এ পৃথিবীর ভাব জগতে নাই। অন্য এক অপূর্ব্বভাবজগতে বিরাজ করিতেছেন। ডমরু বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডা পূজারী দর্শক যারা যারা ছিল সকলেই শ্রদ্ধায়, পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ালো। কতক্ষণ মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া নাট মন্দিরে এসে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ সেভাবে থাকিয়া ডমরু বাজাইতে বাজাইতে যে পথে এসেছিলেন সেই পথে বের হ'য়ে গেলেন। এই যে লোক সকল তাঁকে প্রণাম দর্শন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিল,—কিছুই যেন সে মহাপুরুষের খেয়াল হইল না, আপন ভাবে

বিভোর। একটু পরে সবার যেন চমক ভাঙ্গিল ; ভক্তিপূর্ণ মনে মহাত্মাকে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী এলাম। স্বপ্নে যেন মহাদেব দর্শন হইল।

আপনিও যেই মত প্রভু নিত্যানন্দ
যেই মত হয় তাঁর সব ভক্তবৃন্দ

ভগবানের যেই যেই মূর্ত্তির ভিতর যেই যেই আধ্যাত্মিকতা ও ভাবের প্রকাশ ;—তার উন্নত ভক্তবৃন্দ রূপে গুণে ও ভাবে ঠিক ঠিক সেই নিজের ইষ্ট দেবতার মতই হন তাই সেই যোগীবরকে দেখিয়া শ্রীমন্ মহাদেব বলিয়া বোধ হয়।

আজ সেই যোগীবরের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীমন্ মহাদেবের রূপ গুণ ভাব প্রকাশ একটী গান বাড়ী আসিয়া লিখিলাম ও সকলের মস্তকে শ্রীমন্ মহাদেবের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য স্বরূপ দিলাম।

শিব মহিমা গীতি

যোগীহে যোগীহে আছ ভকতহৃদি মাঝেহে,
আবার অনন্তরূপেতে বিশ্বের হিতে
বিশ্বভরি বিরাজহে।

হর হর হর হরপাপদোষ—
হও সামান্যেতে তুষ্ট তাই আশুতোষ—
দেবদেব তাই নাম মহাদেব—
তুমি বিশ্বমঙ্গল তাই শিব নাম।

ভাবে ভোলা তাই নাম ভোলানাথ,
হও নিজ কৃপাবশে স্বয়ং উদিত,
তাই শম্ভূনাথ ওহে গুণধাম,
পরম কৃপার মূর্ত্তি হে।

শ্বেত শুভ্র কর্পূর রূপ
পবিত্রতা যেন ধরিয়াছে রূপ,
বারেক যাহার জাগিয়াছে প্রাণে,
সেই পবিত্র হয় হে।

ধ্বক্ ধ্বক্ ঐ জ্বলিছে ত্রিশুল্,
পাপাতাপাসুর করিছে নির্ম্মূল,
(তব) জ্ঞান শিঙ্গার উচ্চ নিনাদে
যত মোহ নিদ্রিত জাগে হে।

সর্ব্বত্যক্ত বস্তু যে সব,
তাহাই করিয়ে আপন বৈভব,
করুণা নয়নে চেয়ে জীব পানে,
তব মুরতি অতি অপূর্ব্ব হে।

ত্যাগ বৈরাগ্য শিখাইতে জীব,
হ'য়েছ শ্মশান বিহারক শিব,
করযোড়ে তোমা পুজিছে ত্রিদিব,
জয় সুর নর সেব্য হে।

যোগ শাস্ত্র করি উপদেশ,
যোগীগুরু নাম ধরছে মহেশ,
অদ্বৈতবাদ করেছ প্রকাশ,
জ্ঞান কল্প তরু হে।

তুমি নারদের গুরু ভকতি মত্ত,
হরি হরি বলি করিছ নৃত্য,
শিখাইছ জীবে ভকরি তত্ত্ব,
জয় জগতের গুরু হে।

দেবতা মানব ভূত প্রেতগণ
সবারে দিয়েছ নিজ শ্রীচরণ,
কৈলাশ ধামে পার্ব্বতী বামে,
, রয়েছ আনন্দময় হে।
(আবার) হইয়ে কাতর জীবের কারণ,
কাশীপুরী তুমি করিয়ে স্থাপন,
দাঁড়ায়ে অন্তিমে তারক ব্রহ্ম নামে,
প্রতি জীবে ত্রাণ কর হে।
নহে তুমি শুধু শাস্ত্র বর্ণিত,
নিত্য প্রত্যক্ষ্য দেবতা জাগ্রত,
হ'য়ে গ্রামে গ্রামে এ ভারত ভূমে,
(সাধিছ) বিবিধ ঐহিক শান্তি হে।
তুমি হইয়ে ঈশ্বর মহা মহারাজ,
সামান্য অজ্ঞান জনগণ মাঝ,
থাকিয়ে নিয়ত কর ব্যাধি মুক্ত,
নাশিছ মনের ভ্রান্তি হে।

অহো ! বিষ্ণুমায়া !!

গঙ্গাতীরে হঠাৎ এক পূর্ব্ব পরিচিত সাধক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁকে বাসায় নিয়া আসিয়া তাঁর জীবনযাত্রা আজকাল কিরূপ চলিতেছে এবিষয়ে, এবং আমাদের পরস্পরের অনেক কুশল প্রশ্নাদি হইল। সাধুটী বিবাহাদি করেন নাই, একটী বিখ্যাত মহৎ সম্প্রদায়ের আশ্রিত মহৎ-ব্যক্তির শিষ্য। বহুবিধ আধ্যাত্মিক অমূল্যভাবকণার অনুভূতীকারী ভজনানন্দী সাধক ছিলেন। এইক্ষণে দেখিলাম নিজ অভিষ্ট লক্ষ্য বিষয়ের মূল্যমর্য্যাদাজ্ঞান ও অনুরাগ তাঁহার চাপা পড়িয়াছে তিনি সমাজের ঐহিক দুঃখ দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া অনাথাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, ও নানারকম সমাজ সংস্কারের কার্য্যে খাটিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব দুঃখনাশ ফলেই পরম লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সৎসঙ্গ, নিজের সৎ-সম্প্রদায়, সাধনভজন এসকলের সহিত তাঁহার এখন বিশেষ যোগাযোগ নাই, আহা কি বৈষ্ণবী মায়া !! যদিও আমার মত একজন স্বধর্ম্মবিহীন মূর্খ গৃহস্থনারীর তাঁকে কোন উপদেশ দান ধৃষ্টতা বিশেষ তবুও প্রণত হইয়া করযোড়ে বলিলাম যে দাদা। আমি একটী কথা বলিতে চাই ক্ষমা করিবেন, সাধু হন যাঁরা তাঁরা ইহা বুঝিয়াই সাধু হন, যে ধূলীকণা অণু-পরমাণু আকীট ব্রহ্মা সর্ব্বত্র ভগবৎপ্রকাশ দর্শন করিয়া অসীম আনন্দসম্ভোগসাগরে নিমজ্জিত হওয়া সর্ব্বপ্রকার ভয় শোক কামনা ও বিকার মুক্ত হওয়া, অসীমজ্ঞান প্রেমশক্তি সদগুণাদীর অধিকারী হওয়াই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। এবং আকুলআকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগিলে মানুষ ইহা হইতে পারে। দেহ, গৃহ, সমাজ, 'ব্যাধি এবং এজগতের পরপারে যে এক অসীমআনন্দ রাজ্য আছে তথায় যাইতে পারে এই দেহে থাকিয়াই। এবং ঐহিক সুখ দুঃখের স্পর্শকে একটী তৃণের স্পর্শবৎ

জ্ঞান করিতে পারে। আপনি এসকল বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধু হইয়া, এক্ষণে ঐহিক দুঃখনাশ ফলই পরম ফল জ্ঞান করিতেছেন, তাহাতেই লুব্ধ হইয়া পরমফলে অনুরাগ হারাইয়াছেন ইহা বড় দুঃখের কথা। সাধারণলোক নিয়া সমাজ, যদি অন্নকষ্ট ব্যাধিবাহুল্য নৈতিক-কুশিক্ষা অশিক্ষাদি বিঘ্ন সমাজে বর্ত্তমান থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে ধর্ম্মের সাধারণ ও ১ম সোপানকেও গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে, বাচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া উঠে, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সর্ব্বত্যাগের অস্তিত্ব সাধুজীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়, অঘ, বক, কালীয় সর্প ইন্দ্রোৎপাতে অগ্রে বাচিলেতো রাসের বংশীধরনী কাণে গিয়া প্রাণ আকুল ও সর্ব্বত্যাগাবস্থা আসিবে? যদিও অজ্ঞান আমরা মনে করি যে এসব ঐহিকতুঃখনাশ· সুখলাভই যথেষ্ট, কিন্তু আপনাদের কেন উদ্দেশ্য ভুল হইবে? আপনারা কেন ভুলিবেন যে আমরা ধর্ম্মলাভ না করিলেও আপনারা আমাদের ধর্ম্ম ধন না দিতে পারিলেও বাঁচার কোন মূল্য নাই, কাজেই আপনারা পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অনুরাগ ও সাধনা ঠিক রাখিয়া সমাজসংস্কারাদি করিতে পারেন। দাতব্য-চিকিৎসালয় করেন অস্পৃশ্যতা নাশ করেন ভাল কথা তৎসহ আপনাদের তহবিলে পরমার্থ ধনও থাকা উচিত,—যাহা সমাজকে দিতে পারেন কারণ আপনারা তাহার অধিকারী আপনারা ভজনানন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া-ছিলেন ঈশ্বর কৃপাতে।

হাসপাতাল ডিস্পেনসারী, অস্পৃশ্যতাবারণ এসব তো আমাদের মত অজ্ঞান সৎকর্ম্মোৎসাহী দয়ালু ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। আপনি সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর দুঃখনাশক ও সৎকর্ম্মী হইবেন আপনাদের জীবনে আমরা সর্ব্বকর্ম্ম-বিধাতা কর্ত্তা ঐহিক সুখ দুঃখে তুচ্ছবুদ্ধি আনয়ক ঈশ্বরের অস্তিত্ব দর্শন করিতে পাইব।

আপনি সৎসঙ্গ ও মহৎগুরু কৃপাপাত্র আপনি, ঈশ্বরালোকচ্ছটার আলোকিত হইয়া মন্ত্রপুতঃ সরিষা হইয়া আপনি আমাদের মায়াভূত ছাড়াইবেন সেই স্থানে আপনিই যদি ভূতগ্রস্ত সাধক হন তবে তাহা দুঃখের বিষয়। আপনি ১ ঘণ্টা ধরিয়া বলিলেন যে আপনি অমুক অমুক কাজ করিয়াছেন। এবং আরো অনেক কাজ করিবেন। কৈ একবারওতো বলিলেন না যে প্রভু করাইয়াছেন তাঁর ইচ্ছা শক্তি প্রেরণায় ইহা হইয়াছে তার ইচ্ছা হইলে অমুক অমুক কাজ হইবে। আপনি সাধু, কত কত সংখ্যা কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার আগে আমি ইহা দেখিবার জন্য আকাজ্ক্ষা করি যে আপনি বা কেহই কিছু করেনা ও করিবেনা সেই এক প্রভূই সব, এই জ্ঞানের দিকে আপনি অগ্রসর হইতেছেন কিনা সেই জ্ঞানলাভাশায় আপনি সবকর্ম্ম করেন কিনা আপনার কাজের সংখ্যার মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কর্ত্তা অভিমান নাশের অহংনাশের মাত্রা বাড়িতেছে কিনা অথবা অহংনাশ জন্য আপনি অনুরাগী ব্যাকুল ও ঈশ্বরশরনাগত কিনা। সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ গুরু আজ্ঞানুযায়ী না চালাইয়া প্রভূর নিকট একটু শক্তি ভিক্ষা করিয়া না লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নাবিলে এই ঐহিক ফলমোহ ও অহংবুদ্ধির আক্রমণ মায়াচ্ছন্ন করে আমার এই বিশ্বাস। ইহা সত্য কিনা আপনি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখুন দাদা! এই আমার করযোড়ে অনুরোধ। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পনমস্তু